সতীপীঠ বহুলা

BANGLADARSHAN.COM

অসীম কুমার রায়

॥ শ্রীশ্রীবহুলা দেবীর শরণম্ ॥

BAN COM

ভারতবর্ষের একান্নপীঠের সতীপীঠ “বহুলা” দেবী কেতুগ্রামে অবস্থিত।

॥প্রথম ভাগ॥

॥প্রথম অধ্যায়॥

একান্ন সতীপীঠের এক সতীপীঠ হইল “বহুলা বা বাহুলা দেবী”, এটি যুগ যুগ ধরে সতীপীঠ হিসাবে চিহ্নিত হইয়া আসিতেছে। এখানে মাতা সতীর ‘বাম বাহু’ পড়িয়াছিল, একথার উল্লেখ পাওয়া যায় বিভিন্ন তন্ত্রগ্রন্থ, পুরাণ এবং কাব্য ইত্যাদিতে।

প্রাচীন কালে এই কেতুগ্রামকে বলা হইত বহুলা বা বাহুলা। যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে পূজিতা দেবী শক্তি তথা সতী। শাক্ত ধর্মের প্রধান দেবী তিনি, কখনও তিনি দূর্গা আবার কখনও তিনি কালী, তিনিই শক্তি আর তিনিই সতী। দেবী ভিন্ন ভিন্ন রূপে পূজিতা মহাবিশ্বের বিভিন্ন স্থানে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগে বহুলা বা বাহুলা (কেতুগ্রাম) ছিল তন্ত্রসাধণার কেন্দ্রস্থল। কেতুগ্রামের বহুলার মন্দির ইহার স্মারক হিসাবে বিদ্যমান। পূর্বে, গ্রাম–কেতুগ্রাম, থানা–কেতুগ্রাম, বীরভূম জেলার অধীনে ছিল। উক্ত সময়ে কেতুগ্রামের “বহুলা দেবী” ভীরুক ভৈরবসহ (যুগ্মমূর্তি) পূজা অর্চ্চনা হইত।

BANGLADARSHAN.COM

গুপ্ত বংশীয় রাজগণের সময়ে বীরভূম জেলার কেতুগ্রাম “বহুলা” দেবীর ও ভীরুক ভৈরবসহ (যুগ্মমূর্তি) এবং পাল ও সেন রাজাদের সময়ে “বহুলা” দেবীর পূজা অর্চ্চনা হইত। লামাতন্ত্রে ও পুরাণে একান্নপীঠের কথা বলা হইয়াছে যে, বীরভূম জেলাস্থিত কেতুগ্রামের “বহুলা দেবী” ও ভীরুক ভৈরবসহ (যুগ্মমূর্তি) পূজা অর্চ্চনা হইত।

উত্তররাঢ়ের সহিত তান্ত্রিক ধর্মের একটি বিশিষ্ট সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয়। তন্ত্রবর্ণিত একান্ন মহাপীঠের মধ্যে অন্যুন সাতটি মহাপীঠ কান্দির ১৫/১৬ ক্রোশের মধ্যে অবস্থিত। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় উহাদের উপস্থিতি এইরূপ দেওয়া হইয়াছে–বহুলা–দেবীবহুলা, কাটোয়ার সন্নিহিত কেতুগ্রামে অবস্থিত।

বীরভূম জেলার কীর্ণাহার নানুর হইতে পাঁচ মাইল দূরত্ব। কীর্ণাহারের নবাব কিলগির খাঁ কীর্ণাহারেই বাস করতেন। তাঁহার নাম হইতেই কীর্ণাহার নামের উৎপত্তি। কীর্ণাহারের মুসলমানী নাম ছিল কর্ণা হাঁ।

‘চণ্ডিদাস’ পুস্তক হইতে জানা যায় যে, মঙ্গলকোট, সিয়ান, পানপাড়া, লাভপুর, কেতুগ্রামের জমিদারেরা দুর্লভ রায়ের বাড়ীর কাছে তাঁবু ফেললেন। এই পুস্তক হইতে জানা যায় যে, কেতুগ্রামে কোন রাজা ছিল না, জমিদার ছিল।

উক্ত জমিদারগুলির নাম দেওয়া হইল–

(ক) লাট বহুলাপুর জমিদার।

(খ) লাট ভগবতীপুর জমিদার।

(গ) লাট যোদ বিশু জমিদার।

বীরভূম জেলা হইতে কেতুগ্রাম থানা বর্দ্ধমান জেলায় অন্তর্ভুক্ত হয় ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে।

মৌজা–কেতুগ্রাম/জে, এল, নং–৮৫/রেঃ সাঃ নং–২৪/খতিয়ান নং–২৫২৪/তৌজি নং–৪৯৮১/পরগণা–মনহরসাহী/থানা–কেতুগ্রাম/জেলা–বর্দ্ধমান– (বাজেয়াপ্তী লাখেরাজ বহুলাপুর গং)–জমিদার।

জমিদারী পদবী হচ্ছে–'রায়', আসল পদবী হচ্ছে–'ঘোষাল' এবং গোত্র হচ্ছে–বাৎসব। আমরা 'রায়' পদবী লইয়া চলিয়া আসিতেছি।

মৌজা–কেতুগ্রাম/জে, এল, নং–৮৫/রেঃ সাঃ নং–২৪/খতিয়ান নং–১০২/তৌজি নং–১/পরগণা–মনহরসাহী/থানা–কেতুগ্রাম/জেলা–বর্দ্ধমান।

দেবোত্তর বহুলাক্ষী ঠাকুরাণীর সেবাইত / মধ্য স্বত্বাধিকারী চিরস্থায়ী নিষ্কর / দেবোত্তর (বহুলাখ্যার অপভ্রংশে বহুলাক্ষী)।

BANGLADARSHAN.COM

এ পর্যন্ত যে ভাস্কর নিদর্শন পাওয়া যাইয়াছে, একটি বাদে সব-কটিতেই উত্তরপূর্ব বঙ্গের, ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্তের প্রাপ্তিস্থান পশ্চিমবঙ্গের বর্দ্ধমান জেলার কেতুগ্রাম।

"তথায় সতীর দেহ গিয়া চক্রপাণি।
কাটিলেন চক্রধারে করি খানি খানি॥
যেখানে যেখানে অঙ্গ পড়িল সতীর।
মহাপীঠ সেইস্থানে পূজিত বিধির॥"–অন্নদামঙ্গল।

"বহুলায়াং বামবাহুর্বহল্যাসা চ দেবতা।
ভীরুক ভৈরব স্তস্ত্র সর্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ॥"–পীঠনির্ণয় তন্ত্র।

"বহুলায়াং বামবাহুর্বহুলাখ্যা চ দেবতা।
ভীরুকো ভৈরবো দেবঃ সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ॥"–প্রাণতোষিণী তন্ত্র।

"বহুলায় বামবাহু ফেলিলা কেশব।
বাহুলা চণ্ডিকা তাহে ভীরুক ভৈরব॥"–অন্নদামঙ্গল।

"দৃষ্টা সা তেন মুনিনা নিঃ সৃত্য রবিমণ্ডলাৎ।
বহুলাহ্যা গতা তূর্ণং প্রস্থং মানস ভূভূত॥

প্রত্যহং তত্রং সাবিত্রী গায়ত্রী বহুলা তথা।
সরস্বতী চ দ্রুপদা পঞ্চৈতা মানসাচলে॥"–কালিকা পুরাণ।

"বহুলায়াং বামবাহুর্বহল্যাসা চ দেবতা।
ভীরুক ভৈরব স্তস্ত্র সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ॥"–তন্ত্রচূড়ামনৌ।

"স্ত্রীভিস্ত্রিয়শ্চোপদেশ্যাঃ কাচিদন্য এ বিদ্যতে।
বহুলায়াশ্চ সাবিত্র্যাঃ পূত্রীং ত্বং স্থাপয়ান্তিকে॥"–কালিকা পুরাণ।

"বহুলায়াং বামবাহুর্বহলাখ্যা চ দেবতা।
ভীরুকো ভৈরবো দেবঃ সর্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ॥"–পীঠমালা।

প্রায় হাজার বছর আগের কথা। ভৃগুরাম ছিলেন ভাগীরথীর তীরবর্তী কেতুগ্রামের "বহুলা" পীঠের সাধক। এই সাধক বেশ কিছু বছর "বহুলা" দেবীর আদেশ পাইয়া বড়বেলুন বা বেলুন নামক গ্রামে চলিয়া যান।

"কেতুগ্রামে বহুলাপীঠে শক্তি সাধনায়।
ভৃগুরাম যোগাসনে ডাকতেন মহামায়ায়॥
স্বপ্নাদেশ দিলেন মাতা পুত্র ভৃগুরামে।
গমন কর বিল্বপত্তন মহাশ্মশান ধামে॥"

BANGLADARSHAN.COM

বড়বেলুন গ্রামের প্রাচীন নাম বিল্বপত্তন বা বেলুন / থানা–মঙ্গলকোট / জেলা–বর্দ্ধমান।
বড় কালী মাতার আদ্যকথা–

"মাতঃ সাবিত্রী বহুলে মৎপূত্রীয়ং মহাযশাঃ।
কালোহয়মুপদেশোহস্যাস্তদর্থমহমাগতঃ॥"–কালিকা পুরাণ।

"অথোবাচ তদা দেবী সাবিত্রী মুনিসত্তমম।
স্মিত পূর্ব্বং বহুলয়া সহিতা তাঞ্চ বালিকাম্॥"–কালিকা পুরাণ।

"বহুলায়াং বামবাহুর্বহল্যাসা চ দেবতা।
ভীরুক ভৈরব স্তস্ত্র সর্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ॥"–মহাপীঠ নিরুপণম্।

"কিং ত্বহং ব্রহ্মবাকোন বহুলা চ মহাসতী।
বিনেষ্যাবস্তব সূতাং ধীরা ষ্যান্নচিরাদ যথা॥"–কালিকা পুরাণ।

"কদাচিৎ সহ সাবিত্র্যা রাত্রৌ যাতি রবেগৃহম্।
তথা বহুলয়া যাতি শক্রগেহং কদাচন॥"–কালিকা পুরাণ।

“বহুলায়াং বামবাহুর্বহুলাখ্যা চ দেবতা।
ভীরুকো ভৈরবো দেবঃ সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ॥”—বারাহী তন্ত্র।

“দুঃখার্ত্তা বহুলাং দেবীং সাবিত্রীং চাসসাদ হ।
তথাবিধান্ত তাং দৃষ্টা বিবর্ণবদণাং সতীম্॥”—কালিকা পুরাণ।

“পতিব্রতাত্বং সাবিত্রী বহুলা বহুপুত্রতাম্।
দেবেন্দ্রো বহুরত্নানি ধনেশেন সমংদদৌ॥”—কালিকা পুরাণ।

“বিসৃজ্য গর্ভং তং গঙ্গা বহুলায়ৈ ত্বয়ং তদা।
গর্ভবৃত্তান্তমাচখৌ জাতঞ্চো ব্যসজদযথা॥”—কালিকা পুরান।

BANGLADARSHAN.COM

॥প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত॥

॥দ্বিতীয় অধ্যায়॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ (শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ড)

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন দেবী !

জগদগুরু শঙ্করের দর্পভঙ্গবৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে, এক্ষণে যেরূপে দূর্গার দর্প ভঙ্গ করিয়াছিলাম, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

পূর্বে জগৎ প্রসবিনী দূর্গা সমস্ত দেবগণের তেজে আবির্ভূতা হইয়া মনোহর কমনীয় কামিনীরূপ ধারণ করেন, তৎপরে দানবগণকে বধ করিয়া দেবকুল রক্ষা করিয়াছেন। তাহার পর তিনি দক্ষপত্নীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করত সুরসেব্য পিনাকপাণিকে পতিরূপে লাভ করিয়া পরম ভক্তির সহিত স্বামীসেবায় রতা হন।

পরে এক সময়ে ব্রহ্মা হিমালয়ে যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তাহাতে দেবগণের সভা হয়। সেই সভায় দৈববশতঃ দক্ষের সহিত শিবের নিরর্থক শত্রুতা হয়। তৎপরে দক্ষ সেই যজ্ঞ হইতে ক্রোধে স্বভবনে আগমন করত স্বয়ং যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তাহাতে শিব ভিন্ন সকলকেই নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহার পর দেবগণ সস্ত্রীক দক্ষভবনে আগমন করিলেন, কিন্তু শঙ্কর ক্রোধে ও অভিমানবশতঃ কিঙ্করগণের সহিত তথায় গমন করিলেন না।

তখন সতী মোহবশতঃ পতিকে যত্নপূর্বক প্রবোধবাক্য বলিয়াও তাঁহার মন বিচলিত করিতে পারিলেন না। তখন তিনি স্বয়ং অত্যন্ত চঞ্চলা হইলেন, তৎপরে সদর্পে শঙ্করের অনুমতিক্রমেই পিতৃগৃহে গমন করাতে শিবের শাপে তাঁহার দর্প ভঙ্গ হইল। সতী পিতৃগৃহে গমন করাতে পিতা দক্ষ তাঁহাকে বাক্য প্রয়োগে ও সম্ভাষণ না করিয়া, বহু শিবনিন্দা করিলেন। সতী পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া অভিমানে প্রাণত্যাগ করিলেন। প্রিয়ে ! যেরূপে সতীর দর্প ভঙ্গ হইয়াছিল, তাহা বর্ণন করিলাম।

BANGLADARSHAN.COM

॥শিবপুরাণ॥

সূত উবাচ

শ্রূয়তামৃষয়ঃ শ্রেষ্ঠাঃ কথয়ামি শুভাং কথাম্।
যচ্ছ্রুত্বা সফলং জন্ম ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥
পূর্ব্বং দক্ষস্য রুদ্রস্য স্পর্দ্ধা জাতা মহাত্মনোঃ।
ততো দক্ষঃ স্বয়ং যজ্ঞং কৃতবান দেবসন্নিধৌ॥
অনাহূয় তদা রুদ্রং পূর্ব্বঞ্চর্ষিসমন্বিতঃ।
ততো দেবী সতীনাম্নী পিত্রানাকারিতা যদা॥
তদা গতা পুনস্তত্র নাহূতাপি পিতুর্গৃহে।
প্রাপ্যাবজ্ঞান্তু সা তত্র দেহত্যাগমথাকরোৎ॥

যজ্ঞধ্বংসে তথা জাতে দেবলোকেঽথ জীবিতে।
রুদ্রস্যানুচরৈস্তত্র বীরভদ্রাদিকৈঃ কৃতে॥
রুদ্রে ক্রুদ্ধে কথং লোকে সুখং ভবতি সত্তমাঃ।
পশ্চাদ্রুদ্রঃ প্রসন্নোঽভূদ্দেবানাং স্তবনাদপি॥
পূর্ব্ববচ্চ কৃতং তেন কৃপালুত্বান্মহাত্মনা।
রুদ্রশ্চ পূজিতস্তত্র দেবৈর্দেববরস্তদা॥
সতীদেহসমূৎপন্না জ্বালা লোকভয়াবহা।
পতিতা পর্ব্বতে তত্র পূজিতা সুখদায়িনী॥
জ্বালামুখীতি সা প্রোক্তা সর্ব্বকামফলপ্রদা।
ইদানীং পূজ্যতে লোকৈঃ সর্ব্বকামফলাপ্তয়ে॥
সা দেবী শৈলরাজস্য পত্নী মেনেতি বিশ্রুতা।
পিতৃণাং মানসী কন্যা তস্যাং জন্ম সমাদধে॥

॥দেবীভাগবতম্॥

BANGLADARSHAN.COM

ব্যাস উবাচ

ততঃ পরন্তু যজ্জাতং ময়া বক্তুং ন শক্যতে॥
ত্রৈলোক্য প্রলয়ো জাতঃ শিবকোপাগ্নিনা নৃপ।
বীরভদ্রঃ সমূৎপন্নো ভদ্রকালীগণান্বিতঃ॥
ত্রৈলোক্যনাশনোদ্যুক্তো বীরভদ্রো যদাভবৎ।
ব্রহ্মাদয়স্তদা দেবাঃ শঙ্করং শরণং যযুঃ॥
জাতে সর্ব্বস্বনোশেঽপি করুণানিধিরীশ্বর।
অভয়ং দত্তবাংস্তেভ্যস্ত্বজবক্ত্রেণ তং মনুম্॥
অজীবয়ন্মহাত্মাসৌ ততঃ খিন্নো মহেশ্বরঃ।
যজ্ঞবাটমুপাগম্য রুরোদ ভৃশদুঃখিতঃ॥
অপশ্যত্তাং সতীং বহ্নৌ দহ্যমানান্তু চিৎকলাম্।
স্কন্ধেঽপ্যারোপয়ামাস হা সতীতি বদন্ মূহুঃ।
বভ্রাম ভ্রান্তচিত্তঃ সন্নানাদেশেষু শঙ্করঃ॥
তদা ব্রহ্মাদয়ো দেবা-শ্চিন্তামাপুরনুত্তমাম্।
বিষ্ণুস্তু ত্বরয়া তত্র ধনূরুদ্যম্য মার্গণৈঃ॥
চিচ্ছেদাবয়বান্ সত্যা-স্তত্তৎস্থানেষু তেঽপতন্॥

তত্তৎস্থানেষু তত্রাসীন্নানা মূর্ত্তিধরো হরঃ।
উবাচ চ ততো দেবান্ স্থানেষ্বেতেষু যে শিবাম্॥
ভজন্তি পরয়া ভক্ত্যা তেষাং কিঞ্চিন্ন দুর্লভম্।
নিত্যং সন্নিহিতা যত্র নিজাঙ্গেষু পরাম্বিকা॥
স্থানেষ্বেতেষু যে মর্ত্ত্যাঃ পুরশ্চরণকর্ম্মিণঃ।
তেষাং মন্ত্রাঃ প্রসিধ্যন্তিঃ মায়াবীজং বিশেষতঃ॥
ইত্যুক্ত্বা শঙ্করস্তেষুঃ স্থানেষু বিরহাতুরঃ।
কালং নিন্যে নৃপশ্রেষ্ঠ জপধ্যানসমাধিভিঃ॥

॥স্কন্ধ পুরাণ॥

দধীচিরুবাচ

সর্ব্বেষামৃষিবষ্যানাং সুবানাং ভাবিতাত্মনাম।
অনয়োঽয়ং মহান জাতো বিনা তেন মহাত্মনা॥
বিনাশোঽপি মহান্ সদ্যো হ্যত্রত্যানাং ভবিষ্যতি।
এবমুক্তা দধীচোঽসাবেক এব বিনির্গর্তঃ॥
যজ্ঞবাটাচ্চ দক্ষস্য ত্বরিতঃ স্বাশ্রম যযৌ।
মুনৌ বিনির্গর্তে দক্ষঃ প্রহসন্নিদমব্রবীৎ॥
গত শিবপ্রিয়ো বীরো দধীচির্নাম নামতঃ।
আবিষ্টচিত্তা মন্দাশ্চ মিথ্যাবাদরতাঃ খলাঃ॥
বেদবাহ্যা দুবাচারাস্ত্যাজ্যাস্তে হ্যত্র কর্ম্মণি।
বেদবাদরতা যুয়ং সর্ব্বে বিষ্ণুপুরোগমাঃ॥
যজ্ঞং মে সফলং বিপ্রাঃ কুর্ব্বন্তু হ্যচিরাদিব।
তদা তে দেবযজনং চক্রুঃ সর্ব্বে মহর্ষয়ঃ॥

BANGLADARSHAN.COM

॥মহাভারত॥

শিবহীন দক্ষযজ্ঞের বিস্তৃত বিবরণ

জনমেজয় কহিলেন, ভগবন্ ! বৈবস্বত মনুর অধিকারসময়ে প্রচেতার পুত্র দক্ষের অশ্বমেধযজ্ঞ কিরূপে বিনষ্ট হইয়াছিল এবং দক্ষই বা কিরূপে পার্ব্বতীর দুঃখদর্শনে কোপান্বিত বিশ্বাত্মা দেবদেব মহাদেবকে প্রসন্ন করিয়া

সেই যজ্ঞ পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, তাহা সবিস্তর শ্রবণ করিতে আমার নিতান্ত বাসনা হইতেছে ; অতএব আপনি উহা কীর্ত্তন করুন।

বৈশম্পায়ন কহিলেন “মহারাজ ! পূর্ব্বকালে প্রাচেতস দক্ষ ঋষিগণ পরিবৃত হইয়া হিমালয়ের পার্শ্বদেশে সিদ্ধমহর্ষিপরিসেবিত, বিবিধদ্রুমলতাপরিশোভিত হরিদ্বারে অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ঐ সময় ভূচর, খেচর ও স্বর্গবাসী প্রাণিগণ দক্ষ প্রজাপতির নিকট সমুপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার উপাসনা করিতে লাগিলেন। দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণ, হাহা, হূহূ, তুম্বুরু, নারদ, বিশ্বাবসু ও বিশ্বসেন প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণ, ইন্দ্রের সহিত অপ্সরারা, আদিত্য, বসু, মরুৎ, রুদ্র ও সাধুগণ, ব্রহ্মার সহিত ঋষিগণ, উষ্মপায়ী, সোমপায়ী, ধূমপায়ী ও ঘৃতপায়ী পিতৃগণ, জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিদ প্রাণী নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় আগমন করিলেন। দেবগণ স্ব স্ব পত্নীর সহিত সমবেত হইয়া যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিবার নিমিত্ত বিমান-আরোহণে আগমনপূর্ব্বক অনলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

॥বরাহ পুরাণ॥

গুণং ত্রিবৃত্তঞ্চ চকার রোষাদাদত্ত দিব্যে ইসূধী শরাংশ্চ।
ততশ্চ পূষ্ণো দশনানপাতয়দ্ভগস্য নেত্রে বৃষণৌ ক্রতোশ্চ॥
স বিদ্ধবীজো ব্যপয়াৎক্রতুশ্চ মার্গং বায়ুর্দ্ধারয়ন যজ্ঞবাটাৎ।
দেবাশ্চ সর্ব্বে পশুতামূপেযুর্জ্জগ্মুশ্চ সর্ব্বে প্রণতিং ভবস্য॥

BANGLADARSHAN.COM

॥বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ॥

সত্যুবাচ

রে মূর্খ অধমাচার শিবশূন্য যথোচিতম্।
ফলং প্রাপ্নুহি যচ্চোক্তং স্তবশব্দোঽন্যথা মুখে।
তদপ্যস্তু মূর্খং তেঽস্তু যথা চ্ছাগমুখং তথা॥
শব্দশ্চ চ্ছাগবৎ তেঽস্তু যথান্যচ্ছিবনিন্দনম্।
ত্বন্মুখাদপি শৃণ্বন্তি ন কোঽপি ক্বচিদপ্যুত॥

শুক উবাচ

বীরভদ্রঃ স্বয়ং দেবো মহারুদ্রঃ প্রতাপবান্।
চকর্ত্ত দক্ষমূর্দ্ধানং গিরেঃ শৃঙ্গমিবৌজসা॥

শুক উবাচ

পৃথিবীর যে সকল স্থানে এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল পতিত হইয়াছিল, সেই সকল স্থান জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ও পুণ্যতম।

যদ্য নিক্ষিপতে পাদং ধরনৌ স মহেশ্বরঃ।
তস্যৈব যৌগপদ্যেন ক্ষিপংশ্চক্রং চকর্ত্ত সঃ॥
চক্রেন বিষ্ণুনা চ্ছিন্না দেব্যো অবয়বাস্তু তে।
নিপেতুধরনৌ বিপ্র সা সা পুণ্যতরা ক্ষিতিঃ॥
ক্বচিৎ পাদৌ ক্বচিজ্জঙ্ঘে ক্বচিজ্জিহ্বা ক্বচিন্মুখম্।
ক্বচিৎ স্তনৌ ক্বচিদ্বক্ষঃ ক্বচিদ্বাহু ক্বচিৎ করৌ।
ক্বচিৎ পার্শ্বে ক্বচিদযোনিঃ পপাত শিবমস্তকাৎ॥
যত্র তত্র সতীদেহভাগাঃ পেতুঃ সুদর্শনাৎ।
তে তে দেশা ধরাভাগা মহাভাগা কিলাভবন॥
তে তু পুণ্যতমা দেশা নিত্যং দেব্যা হ্যধিষ্ঠিতাঃ।
সিদ্ধপীঠাঃ সমাখ্যাতা দেবীনামপিদুর্লভাঃ।
মহাতীর্থানি তান্যাসন্ মুক্তিক্ষেত্রাণু ভূতলে॥
ভূমৌ পতিতমাত্রাস্তে দেব্যা অবয়বাঃ কিল।
জগ্মুঃ পাষাণতাং শীঘ্রং লোকানুগ্রহহেতবে॥
তত্র ব্রহ্মা চ বিষ্ণুশ্চ দিক্পালাশ্চারণাদয়ঃ।
স্বলোকেভ্যঃ সমাগত্য সেবন্তেঽহরহঃ সতীম্॥

BANGLADARSHAN.COM

॥কালিকাপুরাণ॥

দক্ষের প্রতি দেবীর বরদান–

অহং তব সূতা ভূত্বা ত্বজ্জায়ায়াং সমূদ্ভবা।
হরজায়া ভবিষ্যামি ন চিবাত্তু প্রজাপতে॥
যদা ভবান্ময়ি পূনর্ভবেন্মন্দাদরস্তদা।
দেহং ত্যক্ষ্যামি সপদি সুখিন্যপ্যথ বেতরা॥
তস্যাশ্চক্রে নাম দক্ষঃ সতীতি দ্বিজসত্তমাঃ।
প্রশস্তায়াঃ সর্ব্বগুনৈঃ সত্ত্বাদপি নয়াদপি॥

দাক্ষায়নীর ব্রত–

তাং বীক্ষ্য দক্ষো লোকেশঃ প্রোদ্ভিন্নান্তর্ব্বয়ঃ স্থিতাম্।
চিন্তায়ামাস ভর্গায় কথং দাস্য ইমাং সূতাম্॥
অথ সাপি স্বয়ং ভর্গং প্রাপ্তবুমৈচ্ছত্তদান্বহম্।
আরাধয়ামাস চ তং গৃহে মাতুরনূজ্ঞয়া॥
দক্ষস্য তনয়া যাভূৎ সতীনাম্নী সুশোভনা।

সৈবেদৃশী ভবদ্ভার্য্যা ভবিষ্যতি সুধীমতী॥
তাং ত্বদর্থে তপস্যন্তীং ত্বৎপ্রাপ্তিং প্রতি কামিনীম্।
বিদ্ধি ত্বং দেবদেবেশ সর্ব্বেষ্বাত্মসু বর্ত্তসে॥

দাক্ষায়নীকে শিবের বর প্রদান–

অথ প্রাহ মহাদেবঃ সতীং তদব্রতধারিনীম্।
তামিচ্ছন্নপি ভার্য্যার্থে তস্যাশ্চয্যাফল প্রদঃ॥
অনেন ত্বদব্রতেনাহং প্রীতোঽস্মি দক্ষনন্দিনি॥
বরং বর প্রদাস্যামি যস্তবাভিমতো ভবেৎ॥
এবং স্মিতং বচো দেবী যদোবাচ সতী তদা।
মম ভার্য্যা ভবেত্যুচে পুনঃ কামেন মোহিতঃ॥
যদাত্থ ভগবঞ্ছম্ভো তদ্বিশ্বার্থং সুনিশ্চিতম্।
নাস্ত্যেব ভবতঃ স্বার্থো মমাপি বৃষভধ্বজ॥
সূতাঞ্চ তুভ্যং দক্ষস্তু স্বয়মেব প্রদাস্যতি।
অহঞ্চাপি বদিষ্যামি ত্বদ্বাক্যং তৎ সমক্ষতঃ॥
অথ দক্ষোঽপি বৃত্তান্তং সর্ব্বং শ্রুত্বা সতীমুখাৎ।
চিন্তয়ামাস দেয়েয়ং মৎসূতা শম্ভবে কথম্॥
আগতোঽপি মহাদেবঃ প্রসন্নঃ সঙ্গগাম হ।
পুনরেব কথং সোঽপি সুতার্থেঽত্যর্থমীপ্সিতঃ॥
মৎপুত্র্যারাধিতঃ শম্ভুরেতদর্থে স্বয়ং পুনঃ।
সোঽপ্যন্বিচ্ছতি তাং যস্মাত্তস্মাদ্দেয়া ময়া হরে॥
ইত্যবোচম্মুদা দক্ষস্তস্মাত্বং বৃষভধবজ।
শুভ মুহূর্ত্তে তদ্বেশ্ম গচ্ছ তামনুযাচিতুম্॥

শিব বিবাহ–

ততো দক্ষো মহাতেজা অভ্যুথায় স্বয়ং হরম্।
ব্রহ্মাদীংশ্চাদদৌ তেষামাসনানি যথোচিতম্॥
কৃত্বা যথোচিতাং তেষাং পূজাং পাদ্যাদিভিস্তথা।
চকার সংবিদং দক্ষো মুনিভির্মানসৈঃ পুনঃ॥
ততঃ শুভে মুহূর্ত্তে তু লগ্নে চ দ্বিজসত্তমাঃ।
সতীং নিজসূতাং দক্ষৌ দদৌ হর্ষেণ শম্ভবে॥
উদ্বাহবিধিনা সোঽপি পানিং জগ্রাহ হর্ষিতঃ।
দাক্ষায়ণ্যা বরতনোস্তদানীং বৃষভধ্বজঃ॥

BANGLADARSHAN.COM

ব্রহ্মাথ নারদাদ্যাশ্চঃ মুনয়ঃ সামগীতিভিঃ।
ঋচা যজুর্ভিঃ সুশ্রাৰ্ব্যৈস্তোষয়ামাসুরীশ্বরম্॥

দক্ষ যজ্ঞ–

শ্রুত্বা সতী তথা যজ্ঞং তাতেনারব্ধমূত্তমম্।
কপালিভার্য্যেতি বৃতা নাহমিত্যপি তত্ত্বতঃ॥
উচ্চৈশ্চুকোপ দক্ষায় রক্তনেত্রাননা তদা।
শাপেন দক্ষং দগ্ধুঞ্চ মনশ্চক্রে তদা সতী॥
কোপাবিষ্টাপি সা পূর্ব্বসময়ং স্মৃতবত্যমুম।
মনসেতি বিনিশ্চিত্য নঃ শশাপ তদা সতী॥
অলং শাপেন মে পূর্ব্বং সূদৃঢ়ঃ সময়ঃ কৃতঃ।
অস্তীতি মষ্যবজ্ঞায়াং প্রাণান মোক্ষ্যে ধ্রবং পুনঃ॥
ইতি সঞ্চিন্তয়ন্তী সা পুনঃ কোপষমাবৃতা।
জজ্বাল দক্ষতনয়া দক্ষদারুণ কর্ম্মণা॥
ক্রোধরক্তেক্ষণা তত্র তনুষষ্টেস্তদা সতী।
স্ফোটঞ্চকার দ্বারাণি সর্ব্বাণ্যাবৃত্য যোগতঃ॥
তেন স্ফোটেন মহতা তস্যাস্তু প্রাণবায়বঃ।
নির্ভিদ্য দশমদ্বারমাত্মনস্তে বহির্যযুঃ॥
তক্ত্য প্রাণান্তু ত্বাং দৃষ্টা দেবাঃ সর্ব্বেহন্তবিক্ষগাঃ।
হাহাকারং তদা চক্রুঃ শোকব্যাকুলিতেক্ষণাঃ॥
বিপ্রিয়শ্রবণাদেব প্রাণাস্ত্যক্তাস্ত্বয়া সতি।
অহং কথন্তু জীবামি দৃষ্টে দৃগ্বিপ্রিয়ং দৃঢ়ম্॥
যজ্বা স চ জ্ঞানহীনঃ কথং যজ্ঞে প্রবর্ত্ততে।
নিঃ শ্রদ্ধস্ত্যক্তবুদ্ধিশ্চ কথং বা স ভবেৎ ক্রতৌ॥

দক্ষ যজ্ঞ ধ্বংস–

আসাদ্য দেবীং দয়িতাং তদা দাক্ষায়নীং হরঃ।
মৃতাং দৃষ্টাপি ন জহৌ মৃতেহতিপ্রিয়ভাবতঃ॥
ততো নিরীক্ষ্য বদনমামৃজ্য চ পুনঃ পুনঃ।
পপ্রচ্ছ কস্মাৎ সুপ্তাসীত্যেবং দাক্ষায়নীং মুহুঃ॥
ততো ভর্গবচঃ শ্রুত্বা তদা তদ্ভগিনীসূতঃ।
বিজয়া প্রবহ নিধনং দাক্ষায়ন্যা যথা তথা॥
শম্ভুঃ কপালীতি জায়া তৎসংসর্গাদ্বিগর্হিতা।

BANGLADARSHAN.COM

অতঃ শম্ভুঃ সতী চাপি নাধ্বরে মে মিলিষ্যতঃ॥
ইত্যনাহ্বানহেতুর্মে শ্রুত পূর্ব্বঃ পুরা মুখাৎ।
দক্ষস্য ধারিনীং শ্লক্ষ্ণাং গদতস্ত্য মন্দিরে॥
অথ তত্র জগামাশু দক্ষো যত্র মহাতপাঃ।
যজ্ঞেঞ্চক্রে হরো গত্বা যজ্ঞবাটদ্বিহিঃ স্থিতঃ॥
তমেবং দূরতো দৃষ্টা যজ্ঞবাটং মহাধনম্।
বীরভদ্রাহ্বয়ং তূর্ণং প্রেষয়ামাস তং প্রতি॥
বীরভদ্রোহপি বহুভিঃ সংবৃতো বিবিধৈগণৈঃ।
ব্যধ্বংসয়ত্ততো যজ্ঞং দক্ষস্য সুমহাত্মনঃ॥
মৃগং দৃষ্টা তদা দেবীং হরো দাক্ষায়নীং সতীম্।
বিস্মৃত্য যজ্ঞং তৎপ্রান্তে স্থিতো বাঢ়ংশুশোচতাম্॥

BANGLADARSHAN.COM

॥দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥

॥তৃতীয় অধ্যায়॥

শ্রীরামচরিত মানস পুস্তকের লেখক শ্রীমদ গোস্বামী তুলসী দাস বিরচিত–পুস্তক হইতে সতীর দক্ষযজ্ঞে গমন এবং পতির অপমানে দুঃখিত হয়ে যোগাগ্নিতে সতীর দেহত্যাগ ও দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস শ্লোক ও বাংলা অর্থ উল্লেখ করা হইল।

চৌঃ–এহি বিধি দুখিত প্রজেসকুমারী। অকথনীয় দারুন দুখু ভারী॥
বীতেঁ সম্বত সহস সতাসী। তজী সমাধি সম্ভু অবিনাসী॥

দক্ষকন্যা সতী এইরকম অবর্ণনীয় দুঃখে অভিভূত হয়ে দিন কাটাতে লাগলেন। সাতাশী হাজার বছর অতীত হলে অবিনশ্বর শিব সমাধি ভঙ্গ করলেন।

রাম নাম সিব সুমিরন লাগে। জানেউ সতীঁ জগতপতি জাগে॥
জাই সম্ভু পদ বন্দনু কীন্হা। সনমুখ সঙ্কর আসনু দীন্হা॥

শিব রাম নাম স্মরণ করলেন। সতী বুঝলেন যে জগৎপতি শিব জেগেছেন এবং তিনি গিয়ে শঙ্করের পায়ে প্রণাম করলেন। শঙ্কর তখন সামনে আসন দেখিয়ে সতীকে বসতে বললেন।

লগে কহন হরি কথা রসালা। দচ্ছ প্রজেস ভএ তেহি কালা॥
দেখা বিধি বিচারি সব লায়ক। দচ্ছহি কীন্হ প্রজাপতি নায়ক॥

BANGLADARSHAN.COM

ভগবান শঙ্কর শ্রীহরির রসময়ী কথা বলতে লাগলেন। সেইসময়ে দক্ষ ‘প্রজাপতি’ হয়েছিলেন। ব্রহ্মা সর্বপ্রকারে যোগ্য বিবেচনা করে দক্ষকে মুখ্য প্রজাপতি (প্রজাপতিদের নেতা) নির্বাচিত করলেন।

বড় অধিকার দচ্ছ জব পাবা। অতি অভিমানু হৃদয়ঁ তব আবা॥
নহিঁ কোউ অস জনমা জগ মাহীঁ। প্রভুতা পাই জাহি মদ নাহীঁ॥

উচ্চ অধিকার পেয়ে দক্ষের হৃদয়ে অত্যন্ত অহঙ্কারের উৎপত্তি হল। পৃথিবীতে এমন কেউ জন্মায়নি যিনি প্রভুত্বের অধিকারী হয়ে মদগর্বী না হয়েছেন।

দোঃ–দচ্ছ লিএ মুনি বোলি সব করন লগে বড় জাগ॥
নেবতে সাদর সকল সুর যে পাবত মখ ভাগ॥

দক্ষ সমস্ত মুনিঋষিদের আমন্ত্রণ করে আনলেন এবং বিশাল যজ্ঞ আরম্ভ করলেন, যে সব দেবতা যজ্ঞভাগের অধিকারী তাঁদের সমাদরে নিমন্ত্রণ করলেন।

চৌঃ–কিন্নর নাগ সিদ্ধ গন্ধর্বা। মধুন্হ সমেত চলে সুর সর্বা॥
বিষ্নু বিরঞ্চি মহেসু বিহাঈ। চলে সকল সুর জান বনাঈ॥

(দক্ষের নিমন্ত্রণ পেয়ে) কিন্নর, নাগ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব এবং অন্যান্য সব দেবতা নিজ নিজ পত্নীদের নিয়ে যাত্রা করলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ছাড়া সব দেবতাই নিজ নিজ বাহনে চড়ে চললেন।

সতীঁ বিলোকে ব্যোম বিমানা। জাত চলে সুন্দর বিধি নানা॥
সুর সুন্দরী করহিঁ কল গানা। সুনত শ্রবন ছূটহিঁ মুনি ধ্যানা॥

সতী দেখলেন আকাশে অনেক সুদৃশ্য বিমান যাচ্ছে। তার মধ্যে সুরসুন্দরীরা এমন মধুর গীতবাদ্য করছেন যা শুনলে মুনিদেরও ধ্যানভঙ্গ হয়।

পূছেউ তব সিবঁ কহেউ বখানী। পিতা জগ্য সুনি কছু হরষানী॥
জৌঁ মহেসু মোহি আয়সু দেহীঁ। কছু দিন জাই রহৌঁ মিস এহীঁ॥

সুন্দর সুন্দর রথে দেবতাদের গমনের কারণ জিজ্ঞাসার উত্তরে শিব সতীকে সব বুঝিয়ে বললেন। পিতার যজ্ঞের কথা শুনে সতী বেশ আনন্দিত হলেন আর ভাবতে লাগলেন যে মহাদেব যদি অনুমতি দেন তাহলে এই উপলক্ষ্যে কিছুদিন বাপের বাড়ি বেড়িয়ে আসতে পারি।

পতি পরিত্যাগ হৃদয়ঁ দুখু ভারী। কহই ন নিজ অপরাধ বিচারী॥
বোলী সতী মনোহর বানী। ভয় সংকোচ প্রেম রস সানী॥

পতির পরিত্যক্তা হওয়াতে সতীর মনে দুঃখে খুবই ভারাক্রান্ত ছিল। কিন্তু নিজের অপরাধের বিবেচনায় কিছু বলতেও পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত প্রেম, ভয় এবং সঙ্কোচ মিশ্রিত মধুর বাক্যে সতী বললেন।

দোঃ–পিতা ভবন উৎসব পরম জৌঁ প্রভু আয়সু হোই॥
তৌ মৈঁ জাউঁ কৃপায়তন সাদর দেখন সোই॥

হে প্রভু ! আমার বাবার বাড়িতে বিরাট উৎসব হচ্ছে। যদি আপনি অনুমতি করেন তবে হে দয়াল ! আমি সেখানে গিয়ে সেই উৎসব আয়োজনে সম্মিলিত হই।

BANGLADARSHAN.COM

চৌঃ–কহেহু নীক মোরেহুঁ মন ভাবা। যহ অনুচিত নহিঁ নেবত পঠাবা॥
দচ্ছ সকল নিজ সুতা বোলাঈঁ। হমরেঁ বয়র তুম্হউ বিসরাঈঁ॥

শিব বললেব–তুমি প্রস্তাবটা ভালই দিয়েছ, আমারও প্রস্তাবটা মনে ধরেছে। কিন্তু তিনি নিমন্ত্রিণ করেন নি, এটা ঠিক হয়নি। দক্ষ তাঁর সব মেয়েদেরই নিমন্ত্রণ করেছেন কিন্তু আমার সঙ্গে বৈরীভাবের জন্য তোমাকেও ভুলে গেছেন।

ব্রহ্মসভাঁ হম সন দুখু মানা। তেহি তেঁ অজহুঁ করহিঁ অপমানা॥
জৌঁ বিনু বোলেঁ জাহু ভবানী। রহই ন সীলু সনেহু ন কানী॥

একবার ব্রহ্মার সভায় তিনি আমার ওপর অপ্রসন্ন হন, সেই থেকে আজ অবধি তিনি আমাকে অপমান করে চলেছেন। ভবানী, বিনা নিমন্ত্রণে তুমি আজ যদি সেখানে যাও তাহলে সদাচার, স্নেহ, মান-মর্যাদা কিছুই আর বজায় থাকবে না।

জদপি মিত্র প্রভু পিতু গুর গেহা। জাইঅ বিনু বোলেহুঁ ন সঁদেহা॥
তদপি বিরোধ মান জহঁ কোঈ। তহাঁ গএঁ কল্যানু ন হোঈ॥

যদিও মিত্র, স্বামী, পিতা আর গুরুর বাড়িতে বিনা নিমন্ত্রণেও যাওয়া যায় এ বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই, তবুও যেখানে মনোমালিন্য থাকে সেখানে (বিনা নিমন্ত্রণে) গেলে অমঙ্গল হয় না।

ভাঁতি অনেক সম্ভু সমুঝাবা। ভাবী বস ন গ্যানু উর আবা॥
কহ প্রভু জাহু জো বিনহিঁ বোলাএঁ। নহিঁ ভলি বাত হমারে ভাএঁ॥

নানারকমভাবে শিব সতীকে বোঝালেন কিন্তু অলঙ্ঘনীয় নিয়তির বশে সতীর হৃদয়ে জ্ঞানোদয় হল না। তখন শিব বললেন যে, তুমি যদি বিনা নিমন্ত্রণে যাও তবে আমার বিবেচনায় ফল ভাল হবে না।

দোঃ–কহি দেখা হর জতন বহু রহই ন দচ্ছকুমারি॥
দিএ মুখ্য গন সঙ্গ তব বিদা কীন্হ ত্রিপুরারি॥

শিব নানাভাবে যত্ন করে বলে দেখলেন, কিন্তু সতী কিছুতেই নিবৃত্ত হলেন না। তখন ত্রিপুরারি মহাদেব নিজের মুখ্য অনুচরদের সঙ্গে দিয়ে তাঁকে যাত্রা করিয়ে দিলেন।

চৌঃ–পিতা ভবন জব গঈঁ ভবানী। দচ্ছ ত্রাস কাহুঁ ন সনমানী॥
সাদর ভলেহিঁ মিলী এক মাতা। ভগিনীঁ মিলীঁ বহুত মুসুকাতা॥

ভবানী যখন দক্ষগৃহে পৌঁছালেন তখন দক্ষের ভয়ে কেউ তাঁকে অভ্যর্থনা করল না। শুধু মা-ই তাঁকে আদর করলেন। বোনেরা মুচকি হেসে দেখা করল।

দচ্ছ ন কছু পূছী কুসলাতা। সতিহি বিলোকি জরে সব গাতা॥
সতীঁ জাই দেখেউ তব জাগা। কতহুঁ ন দীখ সম্ভু কর ভাগা॥

দক্ষ প্রজাপতি তো তাঁকে কোনও কুশল প্রশ্নও করলেন না বরং সতীকে দেখে তাঁর সর্ব অঙ্গ জ্বলে উঠল। সতী যজ্ঞস্থলীতে যজ্ঞ দেখবার জন্য গিয়ে দেখেন সেখানে শিবের জন্য কোথাও কোনও যজ্ঞভাগ নেই।

তব চিত চঢ়েউ জো সঙ্কর কহেউ। প্রভু অপমানু সমুঝি উর দহেউ॥
পাছিল দুখু ন হৃদয়ঁ অস ব্যাপা। জস য়হ ভয়উ মহা পরিতাপা॥

BANGLADARSHAN.COM

তখন তিনি শঙ্কর যা বলেছিলেন তা উপলব্ধি করলেন। পতির অপমান বুঝতে পেরে সতীর মন দারুণ ক্রোধে জ্বলে উঠল। পতি-পরিত্যাগজনিত যে দুঃখ তার আগে হয়েছিল সেই দুঃখ তাঁর হৃদয়কে তত জ্বালাতে পারেনি, পতির অপমানজনিত দুঃখ তাঁকে যত পীড়া দিল।

জদ্যপি জগ দারুন দুখ নানা। সব তেঁ কঠিন জাতি অবমানা॥
সমুঝি সো সতিহি ভয়উ অতি ক্রোধা। বহু বিধি জননীঁ কীন্হ প্রবোধা॥

জগতে নানারকম দুঃখ আছে। কিন্তু কুলের অপমান দুঃখ সকলের চেয়ে কঠোর। এটা বুঝতে পেরে সতীর মনে ভয়ানক ক্রোধের উদয় হ'ল। তাঁর মা তাঁকে নানাভাবে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করেন।

দোঃ–সিব অপমানু ন জাই সহি হৃদয়ঁ ন হোই প্রবোধ॥
সকল সভহি হঠি হটকি তব বোলীঁ বচন সক্রোধ॥

শিবের অপমান সতী সহ্য করতে পারলেন না, কোনও প্রবোধ বাক্যই তাঁর মন মানল না। এই অবস্থায় যজ্ঞসভায় সকলকে কাঁপিয়ে দৃঢ়স্বরে তিরস্কার করে তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন।

চৌঃ–সুনহু সভাসদ সকল মুনিন্দা। কহী সুনী জিন্হ সঙ্কর নিন্দা॥
সো ফলু তুরত লহব সব কাহূঁ। ভলী ভাঁতি পছিতাব পিতাহূঁ॥

হে সভাসদগণ, হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ, আপনারা সকলে শুনুন। এখানে যাঁরা শংকরের নিন্দা করেছেন বা নিন্দ শুনেছেন তার ফল তাঁরা খুব শীগ্‌গিরই পাবেন এবং আমার পিতাকেও অনুতাপে জর্জরিত হতে হবে।

সন্ত সম্ভু শ্রীপতি অপবাদা। সুনিঅ জহাঁ তহঁ অসি মরজাদা॥

কাটিঅ তাসু জীভ জো বসাঈ। শ্রবন মূঁদি ন ত চলিঅ পরাঈ॥

সাধু, শিব এবং শ্রীপতি বিষ্ণুর নিন্দা যেখানে শুনতে হয় সেখানে সদাচারের রীতি হ'ল যদি সামর্থ্য থাকে তবে নিন্দুকের জিভ কেটে ফেল আর তা না থাকলে কানে আঙ্গুল দিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যাও।

জগদাতমা মহেসু পুরারী। জগত জনক সব কে হিতকারী॥

পিতা মন্দমতি নিন্দত তেহী। দচ্ছ সুক্র সম্ভব য়হ দেহী॥

ত্রিপুর দৈত্যহন্তা ভগবান মহেশ্বর সমগ্র জগতের আত্মা, তিনি জগৎ-পিতা এবং সকলের মঙ্গলকারী। আমার মন্দবুদ্ধি পিতা তাঁর নিন্দা করেন ; আর আমার এই শরীর দক্ষেরই বীর্য-উদ্ভূত।

তজিহউঁ তুরত দেহ তেহি হেতূ। উর ধরি চন্দ্রমৌলি বৃষকেতূ॥

অস কহি জোগ অগিনি তনু জারা। ভয়উ সকল মখ হাহাকারা॥

সেইজন্য চন্দ্রমৌলি বৃষকেতুর চরণ ধারণ করে আমি এখনই এই দেহ ত্যাগ করব। এই কথা বলে সতী যোগাগ্নিতে নিজের দেহ ভস্ম করে দিলেন। যজ্ঞশালার সর্বত্র হাহাকার রবে ভরে গেল।

দোঃ–সতী মরনু সুনি সম্ভু গন লাগে করন মখ খীস॥

জগ্য বিধংস বিলোকি ভৃগু রচ্ছা কীন্হি মুনীস॥

সতীর মৃত্যু সংবাদ শুনে শিবের অনুচরগণ যজ্ঞ ধ্বংস করতে লেগে গেল। যজ্ঞ পণ্ড হতে দেখে মহামুনি ভৃগু যজ্ঞ রক্ষা করলেন।

BANGLADARSHAN.COM

চৌঃ–সমাচার সব সঙ্কর পাএ। বীরভদ্র করি কোপ পঠাএ॥

জগ্য বিধংস জাই তিন্হ কীন্হা। সকল সুরন্হ বিধিবত ফলু দীন্হা॥

সতীর মৃত্যুর সমাচার পেয়ে শঙ্কর ক্রোধবশে বীরভদ্রকে সেখানে পাঠালেন। বীরভদ্র সেখানে গিয়ে যজ্ঞ ধ্বংস করল এবং সমস্ত দেবতাদের সমুচিত ফল (দণ্ড) দিল।

ভৈ জগবিদিত দচ্ছ গতি সোঈ। জসি কছু সম্ভু বিমুখ কৈ হোঈ॥

য়হ ইতিহাস সকল জগ জানী। তাতে মৈঁ সংছেপ বখানী॥

শিবদ্রোহীদের যে গতি হয় দক্ষের সেই বিশ্ববিদিত গতিই হল। এই ইতিহাস সমস্ত সংসারে সকলের জানা আছে, সেইজন্যই আমি সংক্ষেপে বললাম।

পরিশিষ্ট

ক–পীঠমালা

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত কালীক্ষেত্র দীপিকা পুস্তকটির লেখক–সূর্য কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুস্তক হইতে শ্লোকগুলি উল্লেখ করা হইল।

পঞ্চাশদেক পীঠানি এবং ভৈরবদেবতাঃ। অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাতেন বিষ্ণুচক্রক্ষতেন চ। মমান্যবপূষো দেব হিতায় ত্বয়ি কথ্যতে।

ব্রহ্মরন্ধ্রং হিঙ্গুলায়াং ভৈরবো ভীমলোচনঃ।
কোট্টরী সা মহামায়া ত্রিগুণা যা-দিগম্বরী॥ ১
শর্করারে ত্রিনেত্রং মে দেবী মহিষমর্দ্দিনী।
ক্রোধীশো ভৈরবস্তত্র সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়ক॥ ২
সুগন্ধায়াং নাসিকা মে দেব স্ত্র্যম্বক ভৈরবঃ।
সুন্দরী সা মহাদেবী সুনন্দা তত্র দেবতা॥ ৩
কাশ্মীরেকণ্ঠদেশশ্চ ত্রিসন্ধ্যেশ্বর ভৈরবঃ।
মহামায়া ভগবতী গুণাতীতা বরপ্রদা॥ ৪
জ্বালামুখ্যাং মহাজিহ্বা দেব উন্মত্তভৈরবঃ।
অম্বিকা সিদ্ধিদানাম্নী॥ ৫
স্তনং জালন্ধরে মম।
ভীষণো ভৈরব স্তত্র দেবী ত্রিপুরমালিনী॥ ৬
হার্দ্দপীঠং বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথস্তু ভৈরবঃ।
দেবতা জয় দুর্গাখ্যা॥ ৭
নেপালে জানুনী মম।
কপালী ভৈরবঃ শ্রীমান্ মহামায়া চ দেবতা॥ ৮
মানসে দক্ষহস্তো মে দেবী দাক্ষায়ণী হর।
অমরো ভৈরব স্তত্র সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ॥ ৯
উৎকলে নাভিদেশশ্চ বিরজা ক্ষেত্রমুচ্যতে।
বিমলা সা মহাদেবী জগন্নাথস্তু ভৈরবঃ॥ ১০
গণ্ডক্যাং গণ্ড পাতশ্চ তত্র সির্দ্ধিন সংশয়।
তত্র গণ্ডকীসা চণ্ডী চক্রপানিস্তু ভৈরবঃ॥ ১১
বহুলায়াং বামবাহুর্ব্বহুলাখ্যা চ দেবতা।
ভীরুকো ভৈরবো দেবঃ সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ॥ ১২
উজ্জয়িন্যাং কুপরশ্চ মাঙ্গল্যঃ কপিলাম্বরঃ।
ভৈরবঃ সিদ্ধিদঃ সাক্ষাদ্দেবী মঙ্গল চণ্ডিকা॥ ১৩
চট্টলে দক্ষ বাহুর্মে ভৈরবশ্চন্দ্রশেখরঃ।
ব্যক্তরূপা ভগবতী ভবানী তত্র দেবতা।
বিশেষতঃ কলিযুগে বসামি চন্দ্রশেখরে॥ ১৪

BANGLADARSHAN.COM

ত্রিপুরায়াং দক্ষ পাদো দেবতা ত্রিপুরা মাতা।
ভৈরব স্ত্রিপুরেশশ্চ সর্ব্বাভীষ্ট ফলপ্রদঃ॥ ১৫
ত্রিস্রোতায়াং বামপাদো ভ্রামরী ভৈরবোহস্ত্রবঃ।
যোনি পীঠ কামগিরৌ কামাখ্যা তত্র দেবতা॥ ১৬
যত্রাস্তে দ্বিগুণাতীতা রক্ত পাষাণ রূপিণী।
যত্রাস্তে মাধবঃ সাক্ষাদুমানন্দোহথ ভৈরবঃ॥ ১৭
অঙ্গলীষু চ হস্তস্য প্রয়াগে ললিতা ভবঃ।
এবং তা দেবতা সর্ব্বা এবন্তে দশ ভৈরবাঃ॥
করতোয়া সমা সাদ্য যাবৎ শিখর বাসিনীং।
শত যোজন বিস্তীর্ণং ত্রিকোণোং সর্ব্বাসিদ্ধিদং॥ ১৮
দেবা মরণ মিচ্ছন্তি কিংপুনর্মানবাদয়ঃ।
ভূত ধাত্রী মহামায়া ভৈরব ক্ষীরখণ্ডক।
যুগাদ্যায়াং মহাদেব দক্ষাঙ্গুষ্ঠং পদো মম॥ ১৯
নকুলীশ কালীপীঠে দক্ষপাদাঙ্গুলীষু চ।
সর্ব্বসিদ্ধিকরী দেবী কালিকা তত্র দেবতা॥ ২০
জয়ন্ত্যাং বাম জঙ্ঘাঞ্চ জয়ন্তী ক্রমদীশ্বরঃ॥ ২১
ভুবনেশী সিদ্ধিরূপা কিরীটস্থা কিরীটৈঃ।
দেবতা বিমলা নাম্নী সম্বর্ত্তো ভৈরব স্তথা॥ ২২
বারাণস্যাং বিশালাক্ষী দেবতা কালভৈরবঃ।
মণিকর্ণীতি বিখ্যাতা কুণ্ডলঞ্চ মম শ্রুতেঃ॥ ২৩
কন্যাশ্রমে চ পৃষ্ঠং মে নিমিষো ভৈরব স্তথা।
সর্ব্বাণী দেবতা তত্র॥ ২৪
কুরুক্ষেত্রে চ গুলফতঃ।
স্থানুর্নাম্না চ সাবিত্রী দেবতা॥ ২৫
মণিবেদকে।
মণি বন্ধে চ গায়ত্রী সর্ব্বানন্দস্তু ভৈরবঃ॥ ২৬
শ্রী শৈলে চ মম গ্রীবা মহালক্ষ্মীস্তু দেবতা।
ভৈরবঃ শম্বরনিন্দো দেশে দেশে ব্যবস্থিতঃ॥ ২৭
কাঞ্চী দেশে চ কঙ্কালঃ ভৈরবো রুরু নামকঃ।
দেবতা দেবগর্ভাখ্যা॥ ২৮
নিতম্ব কালমাধবে।

BANGLADARSHAN.COM

ভৈরবশ্চাসিতাঙ্গশ্চ দেবী কালী চ মুক্তিদা॥ ২৯
শোণাখ্যা ভদ্রসেনস্তু নর্ম্মদাখ্যে নিতম্বকঃ॥ ৩০
রামগিরৌ স্তনান্যঞ্চ শিবাণী চণ্ডভৈরবঃ॥ ৩১
বৃন্দাবনে কেশজালে উমা নাম্নী চ দেবতা।
ভূতেশো ভৈরব স্তত্র সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ॥ ৩২
সংহারাখ্য উর্দ্ধ দন্তে দেবী নায়ারণী শুচৌ।
অধো দন্তে মহারুদ্রো বারাহী পঞ্চ সাগরে॥ ৩৩
করতোয়া তটে তল্পং বামে বামন ভৈরবঃ।
অপর্ণা দেবতা তত্র ব্রহ্মরূপা করোদ্ভবা॥ ৩৪
শ্রীপর্ব্বতে দক্ষ তপ্লং তত্র শ্রীসুন্দরী পরা।
সর্ব্ব সিদ্ধিকরী সর্ব্বাসুন্দরানন্দ ভৈরবঃ॥ ৩৫
কপালিনী ভীমরূপা বাম গুলফো বিভাষকে॥ ৩৬
উদরঞ্চ প্রভাষে মে চন্দ্রভাগা যশস্বিনী।
বক্রতুণ্ডো ভৈরবঃ॥ ৩৭
শ্চোদ্ধোষ্ঠো ভৈরব পর্ব্বতে।
অবন্তী চ মহাদেবী লম্বকর্ণস্তু ভৈরবঃ॥ ৩৮
চিবুকে ভ্রামরী দেবী বিকৃতাক্ষো জলে স্থলে॥ ৩৯
গণ্ডো গোদাবরী তীরে বিশ্বেশী বিশ্ব মাতৃকা।
দণ্ড পাণি ভৈরবস্তু বাম গণ্ডে তু রাকিণী।
অমায়ী ভৈরবো বৎস সর্ব্বশৈলাত্মকোপরী॥ ৪০
রত্নবল্যাং দক্ষ স্কন্ধঃ কুমারী ভৈরব শিবঃ॥ ৪১
মিথিলায়াং উমা দেবী বাম স্কন্ধো মহোদরঃ॥ ৪২
নলাহাট্যাং নলাপাতা যোগেশো ভৈরব স্তথা।
তত্রসা কালিকা দেবী সর্ব্ব সিদ্ধি প্রদায়িকাঃ॥ ৪৩
কর্ণাটে চৈব কর্ণং মে অভীরুর্নাম ভৈরবঃ।
দেবতা জয় দুর্গাখ্যা নানা ভোগ প্রদায়িনী॥ ৪৪
বক্রেশ্বরে মনঃ পোতং বক্রনাথস্তু ভৈরবঃ।
নদী পাপ হর তত্র দেবী মহিষমর্দ্দিনী॥ ৪৫
যশোরে পাণি পদ্মঞ্চ দেবতা যশোরেশ্বরী।
চণ্ডাশ্চ ভৈরবো যত্র তত্র সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥ ৪৬
অট্টহাসে চোষ্ঠপাতো দেবী সা ফুল্লরা স্মৃতা।

BANGLADARSHAN.COM

বিশ্বেশো ভৈরব স্তত্র সর্ব্বাভীষ্ট প্রদায়কঃ॥ ৪৭
হারপাতো নন্দিপুরে ভৈরবো নন্দিকেশ্বরঃ।
নন্দিনী সা মহাদেবী তত্র সিদ্ধির্নসংশয়ঃ॥ ৪৮
লঙ্কায়াং নূপুরঞ্চৈব ভৈরবো রাক্ষসেশ্বরঃ।
ইন্দ্রাক্ষী দেবতা তত্র ইন্দ্রেনোপাসিতা পুরা॥ ৪৯
বিরাট দেশ মধ্যেতু পাদাঙ্গুলি নিপাতনং।
ভৈরব অমৃতাক্ষশ্চ দেবী তত্রাম্বিকা স্মৃতা॥ ৫০
মাগধে দক্ষজঙ্ঘামে ব্যোমকেশস্তু ভৈরবঃ।
সর্ব্বানন্দকরী দেবী সর্ব্বকাম ফলপ্রদা॥ ৫১

এতাস্তে কথিতা পুত্র পীঠনাথাধি দেবতাঃ॥
ইতি তন্ত্রচূড়ামণৌ শিব পার্ব্বতীসংবাদে একপঞ্চাশদ্বিদ্যোৎ পত্তৌ পীঠ নির্ণয়ঃ।

বিশ্বকোষ

১৩০৮ বঙ্গাব্দে সঙ্কলিত ও প্রকাশিত পুস্তকটি (বিশ্বকোষ) শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের পুস্তক-এ “বহুলা”র উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহা উল্লেখ করা হইল।

BANGLADARSHAN.COM

বহুলা–(স্ত্রী) বহুল–টাপ্। ১নীলিকা। ২এলা। (ভাবপ্র) ৩ গো, গাভী। (মেদিনী) ৪ দেবীবিশেষ।
“ইষ্টা সা তেন মুনিনা নিঃসৃত্য রবিমণ্ডলাৎ।
বহুলা হ্যাগতা তূর্ণং প্রস্থং মানসভূভৃতঃ॥” (কালিকা পুঃ, ২৩ অঃ)
৪ নদীভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু ৫৭/৩৯) ৫ স্বনামখ্যাতা উত্তমরাজপত্নী। (মার্কণ্ডেয়পু ৬৯/৬) ৬ কৃত্তিকা নক্ষত্র, এই অর্থে এই শব্দ নিত্য বহুবচনান্ত। (মেদিনী)

তন্ত্রোক্ত একান্ন পীঠ

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত গৌড়ের ইতিহাস পুস্তকটির লেখক শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে তন্ত্রোক্ত একান্ন পীঠের উল্লেখ করা হইল।

উপবঙ্গ সমুদ্র গর্ভ হইতে উত্থিত হইলে চণ্ডাল, কৈবর্ত্ত, চামার প্রভৃতি ইহাতে বাস করিতে আরম্ভ করে। পরে আর্য জাতির বসতি হয়। আর্য্যেরা এখানে বাস করিয়া অনার্য্যদিগের দেবদেবীকে গ্রাম্যদেবতা শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। গ্রাম্য-দেবতার নাম সংস্কৃতে পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে, তবে এখনও দুই একস্থানে প্রাচীন অনার্য্যনাম শুনা যায়। ভূত-প্রেতগুলি শিবের সঙ্গে ও স্ত্রী-দেবীগণ ভগবতীর মূর্ত্তিবিশেষে মিশিয়া গিয়াছে। উত্তর ভারতে বহু পূর্ব্বে গ্রাম্য দেবদেবীগুলি কুমারদেবের অনুচর ও অনুচরীরূপে গৃহীত হইয়াছিল।

পশ্চিমে মহানন্দা, পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র, উত্তরে কামরূপ রাজ্য, দক্ষিণে গঙ্গানদী–বরেন্দ্র এই চতুঃসীমার অন্তর্গত। গৌড়, দেবীকোট, মহাস্থান ও পুণ্ড্রবর্দ্ধন বরেন্দ্র বিভাগের প্রধান নগর ছিল, রুকণপুর (রুক্মীণীপুর) বরেন্দ্রের অন্য একটি নগর। প্রবাদ মুখে শুনা যায়, এখন যেখানে ভাতিয়ার বিল, তথায় একটি নগর ছিল। জলপ্লাবনে তাহা নষ্ট হয়ে যায়।

পূর্ব্বে মেঘনা, পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র, দক্ষিণে গঙ্গা, উত্তরে খসপাহাড়–বঙ্গবিভাগ এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন ছিল। যে সকল নদীদ্বারা মেঘনা গঠিত হইয়াছে, পাহাড় ও শিলাচরের পূর্ব্বাংশ তৎসমুদয়ের দ্বারা গঠিত। সুবর্ণগ্রাম, বঙ্গের প্রাচীন নগর ছিল।

পূর্ব্বে জলঙ্গী (জলাঙ্গী), পশ্চিমে রাজমহল পর্ব্বত, উত্তরে গঙ্গা, দক্ষিণে দামোদর নদ–এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন স্থান রাঢ়ের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল। কর্ণসুবর্ণের নাম তখন বিলুপ্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বকালে কখন কখন চিতাভূমি (নামান্তর ঝাড়খণ্ড) বর্ত্তমান সাঁওতালপরগণা–উত্তর রাঢ়ের অন্তর্গত হইত। অজয়নদ দ্বারা রাঢ়দেশ উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমান ময়ূরভঞ্জ হইতে চুটিয়া নাগপুরের জঙ্গলমহল পর্যন্ত স্থানকে ঝাড়খণ্ড বলিত, এখন ময়ূরভঞ্জের রাজাকে "ঝাড়খণ্ডকা রাজা" বলা হয়। এই প্রদেশে উৎকল ও রাঢ়ের মধ্যবর্ত্তী হওয়ায়, ইহাকে মধ্যদেশও বলিত। এখান হইতে শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণেরা পুণ্ড্ররাজ্যে আগমন করেন। স্থানীয় কিম্বদন্তী হইতে জানা যায়, রাঢ়ে আর্য্যোপনিবেশ স্থাপন কালে কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্যজাতিগণ বড় বাধা দিয়াছিল। বৈজুনামক অনার্য্য দলপতি ব্রাহ্মণদের দেবমূর্ত্তিকে প্রহার করিত। সম্ভবতঃ অনার্য্যদের দেবতাকে বৈজুনাথ নাম দিয়া আর্য্যগণ পূজা করিতে সম্মত হইলে বিবাদ নিষ্পতি হয়। বৈজ্জনাথ ক্রমে বৈদ্যনাথ হইয়াছেন। পদ্মপুরাণ ও দেবীভাগবতে বৈদ্যনাথের নাম আছে। বৈদ্যনাথের নিকটবর্ত্তী স্থানে বৌদ্ধস্তুপের চিহ্ন দেখিয়া বোধ হয়, বৌদ্ধরাও এখানে বিহার ও স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

BANGLADARSHAN.COM

উত্তর রাঢ়ে, কোন সময়ে, তান্ত্রিকমতে বিশেষরূপে প্রচলিত হইয়াছিল। তন্ত্রোক্ত একান্ন পীঠের ৭টি রাঢ়ের অন্তর্গত, সেই সাতটি এই–অট্টহাসে দেবী ফুল্লরা, কিরীটে দেবী বিমলা, নলহাটিতে দেবী কালিকা, কেতুগ্রামে দেবী বহুলা, ক্ষীরোদগ্রামে দেবী যুগাদ্যা, বক্রেশ্বরে মহিষমর্দ্দিনী ও নন্দিপুরে দেবী নন্দিনী। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দেবী পুরাণে যে ১০৮টি পীঠের নাম আছে, তন্মধ্যে অট্টহাস ব্যতীত একটিরও নাম নাই। দেবীপুরাণ খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত বলিয়া বোধ হয়, তখন এই সকল স্থান তীর্থরূপে কল্পিত হয় নাই। শৈবমত, শাক্তমত, সৌরমত, বৌদ্ধমত ও পরিশেষে বৈষ্ণবমত সময় বিশেষে রাঢ়ে অধিপত্য করিয়াছিল।

পীঠসমূহের বিবরণ পাঠ করিলে বোধ হয়, বৌদ্ধমত–নিরাকরনার্থ হিন্দুগণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে, একান্নটি স্থান, ভৈরব ও শক্তি আরাধনার কেন্দ্রস্থল করেন। সাধারণ লোকে ভৈরব ও শক্তির সহজ আরাধনায় অনুরক্ত হইয়া পড়ে। রাঢ়, বঙ্গ ও চিতাভূমিতে এবং কামরূপে তন্ত্রচূড়ামণির মতে, এই সকল পীঠস্থান–বৈদ্যনাথ, বহুলা, ত্রিপুরা, ত্রিস্রোকা, কামরূপ, ক্ষীরগ্রাম, কালীপীঠ, কিরীট, করতোয়াতট, নলহাটী, বক্রেশ্বর, যশোর, অট্টহাস ও চট্টল। কুব্জিকাতন্ত্রে পাটলা ও তমোলিপ্তের তমোঘ্নী দেবী, মঙ্গলকোটের মঙ্গলা ও রাঢ়ের মঙ্গলচণ্ডীর নাম আছে।

কর্ণসুবর্ণের গুপ্ত-বংশীয় রাজগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মের শত্রু ছিলেন, তাহাদের সময়ে রাঢ়দেশে হিন্দু ধর্মের ভূয়সী শ্রীবৃদ্ধি হয়। বীরভূম জেলার উত্তরপূর্বাংশ মুর্শিদাবাদের ফতে সিংহ পরগণা বর্দ্ধমানের উত্তরাংশ ও ইন্দ্রাণী পরগণায় বহু প্রাচীন ভগ্ন দেবমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়।

তন্ত্রোক্ত একান্ন পীঠের ৫টি ও ৪টি উপপীঠ এই প্রদেশেই বর্তমান।

সেই পাঁচটি মহাপীঠ–অট্টহাসের ফুল্লরা দেবী ও বিশ্বেশ ভৈরব, নলহাটীতে কালিকা দেবী ও যোগীশভৈরব, কেতুগ্রামে বহুলা দেবী ও ভীরুক ভৈরব, ক্ষীরগ্রামে যুগাদ্যাদেবী ও ক্ষীরকভৈরব এবং বক্রেশ্বর মহিষমর্দ্দিনী দেবী ও বক্রনাথ ভৈরব।

চারটি উপপীঠ :-কিরীট গ্রামে বিমলাদেবী ও সম্বন্ধ ভৈরব, নন্দিগ্রামে নন্দিনীদেবী ও নন্দিকেশ্বর ভৈরব, দ্বারকানদীর পূর্বতীরস্থ তারাদেবী এবং কনকপুরের অপরাজিতা দেবী।

সেনরাজগণের সময়ে এই সকল দেবতা পূজিত হইতেন। ইহাদের মন্দির ছিল।

গ্রাম-দেবতা

সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা-১৪শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৩১৪ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত গ্রাম দেবতার লেখক শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের লিখিত পত্রিকা হইতে উল্লেখ করা হইল।

উত্তর রাঢ়ের সহিত তান্ত্রিক ধর্মের একটু বিশিষ্ট সম্পর্ক ছিল মনে হয়।

তন্ত্রবর্ণিত একান্ন মহাপীঠের মধ্যে অন্যূন সাতটি মহাপীঠ কান্দির ১৫/১৬ ক্রোশ মধ্যে অবস্থিত। গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় উহাদের অবস্থিতি এইরূপ দেওয়া আছে–

অট্টহাস–দেবী ফুল্লরা–লুপ লাইন আমেদপুর স্টেশনের কাছে।

কিরীট–দেবী বিমলা–বহরমপুরের নিকট বড়নগরের সন্নিহিত।

নহলাটী–দেবী কালিকা–লুপ লাইনে নলহাটী স্টেশন।

বহুলা–দেবী বহুলা–কাটোয়ার সন্নিহিত কেতুগ্রাম।

ক্ষীরগ্রাম–দেবী যুগাদ্যা–কাটোয়ার সন্নিহিত।

বক্রেশ্বর–দেবী মহিষমর্দিনী–বীরভূম সিউড়ির নিকট।

নন্দিপুর–দেবী নন্দিনীর–লুপ লাইন সাঁইথা স্টেশন।

ভারত ভ্রমণ ও তীর্থ দর্শন

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ভারত ভ্রমণ ও তীর্থ দর্শন পুস্তকের লেখক শ্রীরাজেন্দ্র চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে একান্নপীঠের কিছু বিশেষ পীঠের উল্লেখ করা হইল।

৫১ পীঠ–বিষ্ণুচক্র দ্বারা ছেদিত সতীর শবদেহ যে যে স্থানে পতিত হয়, সেই সেই স্থানগুলি পীঠ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই ৫১ পীঠের সকল স্থানগুলি বর্তমান সময়ে নির্দেশ করা অসম্ভব।

BANGLADARSHAN.COM

নিম্নলিখিত পীঠগুলি পুস্তক মধ্যে সন্নিবেশিত হইয়াছে, যথা–

১) হিঙ্গলা। ২) জ্বালামুখী। ৩) সুগন্ধা। ৪) ভৈরব পর্ব্বত। ৫) অট্টহাস। ৬) প্রভাস। ৭) করতোয়া। ৮) বৃন্দাবন। ৯) কালীঘাট-কলিকাতা। ১০) কালীঘাট-কাটোয়া। ১১) কিরীট। ১২) শ্রীহট্ট। ১৩) নলহাটী। ১৪) কাশ্মীরে অমরনাথ। ১৫) মিথিলা। ১৬) চট্টগ্রামে চন্দ্রশেখর। ১৭) উজানী। ১৮) প্রয়াগ। ১৯) বহুলা। ২০) জলন্ধর। ২১) রামগিরি বা চিত্রকূটপর্ব্বত। ২২) বৈদ্যনাথ। ২৩) উৎকলে পুরী। ২৪) কাঞ্চিদেশ। ২৫) কামরূপ বা কামাখ্যা। ২৬) জয়ন্তী। ২৭) ত্রিপুরা। ২৮) ক্ষীরগ্রাম। ২৯) কুরুক্ষেত্র। ৩০) বক্রেশ্বর। ৩১) যশোর। ৩২) নন্দীপুর। ৩৩) বারাণসী। ৩৪) বিভাস। ৩৫) ত্রিস্রোতা। ৩৬) কটাক্ষরাজ।

যে স্থান হইতে	যে স্থানে যাইবে	রেল ভাড়া	যান	খরচা
কলিকাতা (আহিরীটোলা ঘাট)	কাটোয়া		স্টীমার	১ টাকা
কাটোয়া	কেতুগ্রাম (বহুলা)		গোযান	
কেতুগ্রাম	কাটোয়া		ঐ	
কাটোয়া	কলিকাতা		ষ্টীমার	১ টাকা

বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ ও সাধুজীবনী

BANGLADARSHAN.COM

১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত বঙ্গদেশের তীর্থবিবরণ ও সাধুজীবনী পুস্তকের লেখক মহেন্দ্রচন্দ্র রায় তত্ত্বনিধি-বিদ্যাবিনোধ মহাশয়ের লিখিত তথ্য উল্লেখ করা হইল।

বরাহী তন্ত্রোক্ত রচনাবলী :

ব্রহ্মরন্ধ্র হিঙ্গুলায়াং ভৈরবো ভীমলোচনঃ।
কোট্টরী সা মহামায়া ত্রিগুণা যা দিগম্বরী॥ ১
করবীরে ত্রিনেত্রং মে দেবী মহিষ-মর্দ্দিনী।
ক্রোধীশো ভৈরবস্তত্র সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ॥ ২
সুগন্ধায়াৎ নাসিকা মে দেবস্ত্রম্ব্যক ভৈরবঃ।
সুন্দরী সা মহাদেবী সুনন্দা তত্র দেবতা॥ ৩
কাশ্মীরে কণ্ঠদেশশ্চ ত্রিসন্ধ্যেশ্বর ভৈরবঃ।
মহামায়া ভগবতী গুণাতীতা বরপ্রদা॥ ৪
জ্বালামুখ্যাং মহাজ্বিহা দেব উন্মত্ত ভৈরব অম্বিকা সিদ্ধিদানাম্নী॥ ৫
স্তনং জলন্ধরে মম ভীষণো ভৈরবস্তত্র দেবী ত্রিপুরমালিনী॥ ৬
হৃদ্যপীঠং বৈদ্যনাথে বৈদ্যনাথস্তু ভৈরবঃ দেবতা জয়দুর্গাখ্যা॥ ৭
নেপালে জানু মে শিব কপালী ভৈরব শ্রীমান্ মহামায়া চ দেবতা॥ ৮

মানসে দক্ষহস্তো মে দেবী দাক্ষায়ণী হর।
অমরো ভৈরবস্তত্র সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ॥ ৯
উৎকলে নাভিদেশস্তু বিরজা ক্ষেত্রমুচ্যতে।
বিমল্লা সা মহাদেবী জগন্নাথস্তু ভৈরবঃ॥ ১০
গণ্ডক্যাং গণ্ডপাতশ্চ তত্রসিদ্ধি র্ন সংশয়ঃ।
তত্র সা গণ্ডকী চণ্ডী চক্রপাণিস্তু ভৈরবঃ॥ ১১
বহুলায়াং বামবাহুর্বহুলাখ্যা চ দেবতা।
ভীরুকো ভৈরবো দেবঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ॥ ১২
উজ্জয়িন্যাং কর্পূরঞ্চ মাঙ্গল্যঃ কপিলাম্বরঃ।
ভৈরবঃ সিদ্ধিদঃ সাক্ষাদ্দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা॥ ১৩
চট্টলে দক্ষবাহুর্মে ভৈরব শ্চন্দ্রশেখরঃ।
ব্যক্তরূপা ভগবতী ভবানী তত্র দেবতা।
বিশেষতঃ কলিযুগে বসামি চন্দ্রশেখরে॥ ১৪
ত্রিপুরায়াং দক্ষপাদো দেবী ত্রিপুরসুন্দরী।
ভৈরব স্ত্রিপুরেশশ্চ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়কঃ॥ ১৫
ত্রিস্রোতায়াং বামপাদো ভ্রামরী ভৈরবোঽম্বরঃ॥ ১৬
যোনীপীঠং কামগিরৌ কামাখ্যা তত্র দেবতা।
যত্রাস্তে মাধবঃ সাক্ষাদুমানন্দোঽখ ভৈরবঃ।
সর্ব্বদা বিহরেদ্দেবী তত্র মুক্তির্ন সংশয়ঃ।
তত্র শ্রীভৈরবী দেবী তত্র নক্ষত্র দেবতা।
প্রচণ্ড চণ্ডিকা তত্র মাতঙ্গী ত্রিপুরাম্বিকা।
বগলা কমলা তত্র ভূবনেশী সুধূমিনী।
এতানি বর পীঠানি শংসন্তি বর ভৈরব।
এবং তা দেবতাঃ সর্ব্বা এবং তে দশভৈরবাঃ।
সর্ব্বত্র বিরলাচাহং কামরূপে গৃহে গৃহে।
গৌরীশিখরমারুহ্য পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।
করতোয়াং সমারভ্য যাবদ্দিক্করবাসিনী।
শত যোজন বিস্তারং ত্রিকোণং সর্ব্বসিদ্ধিদং।
দেবা মরণমিচ্ছন্তি কিং পুনর্মানবাদয়ঃ॥ ১৭
অঙ্গুলীবৃন্দং হস্তস্য প্রয়াগে ললিতাভবঃ। ১৮
জয়ন্ত্যাং বাম জঙ্ঘাচ জয়ন্তী ক্রমদীশ্বরঃ॥ ১৯

BANGLADARSHAN.COM

ভূতধাত্রী মহামায়া ভৈরব ক্ষীরকণ্ঠকঃ।
যুগ্যাদ্যা সা মহামায়া দক্ষাঙ্গুষ্ঠং পদংমম॥ ২০
নকুলীশ কালী পীঠে দক্ষপাদাঙ্গুলীযুচ।
সর্ব্বসিদ্ধিকরী দেবী কলিকা তত্র দেবতা॥ ২১
ভুবনেশী সিদ্ধিরূপা কিরীটস্থা কিরীটতঃ।
দেবতা বিমলা নাম্নী সম্বর্ত্তো ভৈরবস্তথা॥ ২২
বারাণস্যাং বিশালাক্ষী দেবতা কালভৈরবঃ।
মণিকর্ণীতি বিখ্যাতা কুণ্ডলঞ্চ মমশ্রুতেঃ॥ ২৩
কান্যাশ্রমে চ মে পৃষ্ঠং নিমেষো ভৈরবস্তথা।
সর্ব্বানী দেবতা তত্র॥ ২৪
কুরুক্ষেত্রে চ গুল্‌ফতঃ স্থাণুনাম্নী চ সাবিত্রী অশ্বনাথস্তু ভৈরবঃ॥ ২৫
মণিবন্ধে চ গায়ত্রী সর্ব্বানন্দস্তু ভৈরবঃ॥ ২৬
শ্রীশৈলে চ মম গ্রীবা মহালক্ষ্মীস্তু দেবতা।
ভৈরবঃ সম্বরানন্দো দেশে দেশে ব্যবস্থিতঃ॥ ২৭
কাঞ্চীদেশে চ কঙ্কালো ভৈরবঃ রুরুনামকঃ।
দেবতা দেবগর্ভাখ্যা॥ ২৮
নিতম্বৎ কালমাধবে ভৈরবশ্চাসিতাঙ্গশ্চ দেবী কালী সুসিদ্ধিদা।
দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা নমস্কৃত্য মন্ত্রসিদ্ধি মবাপ্নুয়াৎ॥ ২৯
শোনাখ্যে ভদ্রসেনস্তু নর্ম্মদাখ্যা নিতম্বকে॥ ৩০
রামগিরৌ তথা নালা শিবানী চণ্ড ভৈরবঃ॥ ৩১
বৃন্দবনে কেশজাল উমানাম্নী চ দেবতা।
ভূতেশো ভৈরব স্তত্র সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ॥ ৩২
সংহারাখ্যা ঊর্দ্ধদন্তো দেবী নারায়ণী শুচৌ॥ ৩৩
অধদন্তো মহারুদ্রো বারাহী পঞ্চসাগরে॥ ৩৪
করতোয়াতটে তল্পং বামে বামব ভৈরবঃ।
অপর্ণা দেবতা তত্র ব্রহ্মরূপা করোদ্ভবা॥ ৩৫
শ্রীপর্ব্বতে দক্ষগুল্‌ফঃ তত্র শ্রীসুন্দরী পরা।
সর্ব্বসিদ্ধিকরী সর্ব্বা সুনন্দা নন্দ ভৈরবঃ॥ ৩৬
কপালিনী ভীমরূপা বামগুল্‌ফঃ বিভাসকে।
ভৈরবশ্চ মহাদেবঃ সর্ব্বসিদ্ধি শুভপ্রদঃ॥ ৩৭
উদরঞ্চ প্রভাসে মে চন্দ্রভাগা যশস্বিনী বক্রতুণ্ডো ভৈরবঃ॥ ৩৮

BANGLADARSHAN.COM

ঊর্দ্ধৌষ্ঠো ভৈরবপর্ব্বতে অবন্ত্যাখ্য মহাদেবীলম্বকর্ণস্তু ভৈরবঃ॥ ৩৯
চিবুকে ভ্রামরী দেবী চিবুক্যাখ্যা জলে স্থলে।
ভৈরবঃ সর্ব্বসিদ্ধীশ স্তত্র সিদ্ধিরনুত্তমা॥ ৪০
গণ্ডো গোদাবরীতীরে বিশ্বেসী বিশ্বমাতৃকা।
দণ্ডপাণি ভৈরবস্তু বামগণ্ডে তুরাকিনী।
ভৈরব বৎসনাভস্তু তত্র সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ॥ ৪১
রত্নবল্যাং দক্ষস্কন্ধঃ কুমারী ভৈরবঃ শিবঃ॥ ৪২
মিথিলায়াং উমাদেবী বামস্কন্ধো মহাদরঃ॥ ৪৩
নলহাট্টাং নলাপাতো যোগেশো ভৈরবস্তথা।
তত্র সা কালিকা দেবী সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়িকা॥ ৪৪
কর্ণাটে চৈব কর্ণৎ মে অভীরুর্নাম ভৈরবঃ।
দেবতা জয়দুর্গাখ্যা নানাভোগপ্রদায়িনী॥ ৪৫
বক্রেশ্বরে মনঃপাতো বক্রনাথস্তু ভৈরবঃ।
নদী পাপহরা তত্র দেবী মহিষ-মর্দ্দিনী॥ ৪৬
যশোরে পাণিপদ্মঞ্চ দেবতা যশোরেশ্বরী।
চণ্ডশ্চ ভৈরব স্তত্র যত্র সিদ্ধি মবাপ্নুয়াৎ॥ ৪৭
অট্টহাসে চৌষ্টপাতো দেবী সা ফুল্লরা স্মৃতা।
বিশ্বেশো ভৈরব স্তত্র সর্ব্বাভীষ্টপ্রদায়কঃ॥ ৪৮
হারপাতো নন্দীপুরে ভৈরবঃ নন্দিকেশ্বরঃ।
নন্দিনী সা মহাদেবী তত্র সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ॥ ৪৯
লঙ্কায়াং নূপুরঞ্চৈব ভৈরবো রাক্ষসেশ্বরঃ।
ইন্দ্রাক্ষি দেবতা তত্র ইন্দ্রেনোপাসিতা পুরা॥ ৫০
বিরাটদেশমধ্যেতু পাদাঙ্গুলী নিপাতনং।
ভৈরবশ্চামৃতাখ্যশ্চ দেবী তত্রাম্বিকা স্মৃতা॥ ৫১
অত্রাস্তে কথিতা পুত্র পীঠনাথাদি দেবতাঃ।
ক্ষেত্রাধীশং বিনা দেব পূজনাথাদি দেবতা।
ভৈরবৈ হ্রিয়তে সর্ব্বং জপ পূজাদি সাধনং।
অজ্ঞাত্বা ভৈরবপীঠং পীঠশক্তিঞ্চ শঙ্কর।
প্রাণনাথ ন সিধ্যেস্তু কল্প কোট জাপাদিভিঃ॥

ইতি তন্ত্রচূড়ামণি পীঠ নির্ণয়ে।

BANGLADARSHAN.COM

॥বহুলাদেবী॥

"বহুলায়াং বামবাহুর্বহুলাখ্যা চ দেবতা।
ভীরুকো ভৈরবস্তত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ॥"

বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কাটোয়া নামক একটী সুপ্রসিদ্ধ সবডিবিসন আছে। এই কাটোয়া নগরীতে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে, নিমাই পণ্ডিত লোক শিক্ষা দিবার জন্য গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঈশ্বর পুরীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্র নামে সমস্ত ভারতে ঈশ্বরাবতাররূপে বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও নাম মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া গিয়াছেন। এই কাটোয়া তদবধি প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কাটোয়া হইতে ৮ মাইল ব্যবধানে কেতুগ্রাম নামে একটী গ্রাম আছে। তথায় সতীদেবীর বামবাহু পতিত হইয়াছিল বলিয়া উহাকে বহুলা বলে। এখানে পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম বহুলা। সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক ভৈরবের নাম ভীরুক।

বহুলা দেবীর মন্দির।

বহুলা দেবীর নাটমন্দির।

॥তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত॥

॥চতুর্থ অধ্যায়॥

১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রাণতোষণী তন্ত্র পুস্তকটির লেখক রামতোষণ বিদ্যালঙ্কার সঙ্কলিত এবং পুস্তকটি সোম্যানন্দ নাথ সম্পাদিতর পীঠ নিরূপণং গ্রন্থে "বহুলা দেবী"র শ্লোক উল্লেখ করা হইল।

বহুলায়াং বামবাহুর্বহুলাখ্যা চ দেবতা।
ভীরুকো ভৈরতো দেবঃ সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কঃ॥

১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত অন্নদামঙ্গলের লেখক ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের পুস্তকে ৫১ পীঠের কথা আছে। ১৩৫০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ভারতচন্দ্র-গ্রন্থাবলীর সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্ররজনী কান্ত দাস রচিত পুস্তক হইতে পীঠমালার শ্লোক গুলির মধ্যে "বহুলা দেবী"র শ্লোক উল্লেখ করা হইল।

ভবসংসার ভিতরে। ভব ভবানী বিহরে॥
ভূতময় দেহ নবদ্বার গেহ
নরকারীকলেবরে।
গুণাতীত হয়ে নানা গুণ লয়ে
দোঁহে নানা খেলা করে॥
উত্তম অধম স্থাবর জঙ্গম
সব জীবের অন্তরে।
চেতনাচেতনে মিলি দুই জনে
দেহিদেহরূপে চরে॥
অভেদ হইয়া ভেদ প্রকাশিয়া
এ কি করে চরাচরে।
পাইয়াছে টের কি করে এ ফের
কবি রায় গুণাকরে॥

BANGLADARSHAN.COM

বহুলা (কেতুগ্রাম) শ্লোক :

বাহুলায় বাম বাহু ফেলিলা কেশব।
বাহুলা চণ্ডিকা তাহে ভীরুক ভৈরব॥

মহাতীর্থ একান্নপীঠের সন্ধানে ও তন্ত্রের সন্ধানে শাক্তপীঠের লেখক নিগূঢ়ানন্দ মহাশয়ের লিখিত পীঠনির্ণয় অথবা মহাপীঠনিরূপণের এবং তন্ত্রচূড়ামণির একান্নাপীঠের শ্লোকগুলির মধ্য হইতে "বহুলা দেবী"র শ্লোক উল্লেক করা হইল।

বহুলায়াং বামবাহুর্বহলাস্যা চ দেবতা।
ভীরুক ভৈরব স্তস্ত্র সর্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ॥

॥তন্ত্রচূড়ামণিতে বর্ণিত একান্নাপীঠের তালিকা দেওয়া হইল॥

সংখ্যা	পীঠস্থানের নাম	দেবীর অঙ্গ-প্রতঙ্গ	দেবীর নাম	ভৈরবের নাম
১	হিঙ্গুলা	ব্রহ্মরন্ধ্র	কোট্টরীশা	ভীমলোচন
২	শর্করায়	তিনচক্ষু	মহিষমর্দ্দিনী	ক্রোধীশ
৩	সুগন্ধা	নাসিকা	সুনন্দা	ত্র্যম্বক
৪	কাশ্মীর	কণ্ঠদেশ	মহামায়া	ত্রিসন্ধ্যেশ্বর
৫	জ্বালামুখী	মহাজিহ্বা	সিদ্ধিদা	উন্মত্ত ভৈরব
৬	জ্বালন্ধর	স্তন	ত্রিপুরমালিনী	ভীষণ
৭	বৈদ্যনাথ	হৃদয়	জয়দুর্গা	বৈদ্যনাথ
৮	নেপাল	জানু	মহামায়া	কপালী
৯	মানস	দক্ষিণহস্ত	দাক্ষায়ণী	অমর
১০	উৎকল (বিরজাক্ষেত্র)	নাভিদেশ	বিমলা	জগন্নাথ
১১	গণ্ডকী	গণ্ডস্থল	গণ্ডকী	চক্রপাণি
১২	বহুলা	বামবাহু	বহুলাদেবী	ভীরুক
১৩	উজ্জয়িনী	কূর্পর	মঙ্গলচণ্ডিকা	কপিলাম্বর
১৪	চট্টল	দক্ষিণবাহু	ভবানী	চন্দ্রশেখর
১৫	ত্রিপুরা	দক্ষিণপদ	ত্রিপুরসুন্দরী	ত্রিপুরেশ
১৬	ত্রিস্রোতা	বামপদ	ভ্রামরী	ভৈরবেশ্বর
১৭	কামগিরি	যোনিদেশ	কামাখ্যা	উমানন্দ
১৮	প্রয়াগ	হস্তাঙ্গুলী	ললিতা	ভব
১৯	জয়ন্তী	বামজঙ্ঘা	জয়ন্তী	ভৈরবেশ্বর
২০	যুগাদ্যা	দক্ষিণাঙ্গুলী	ভূতধাত্রী	ক্ষীরখণ্ডক
২১	কালীপীঠ	দক্ষিণ পাদাঙ্গুলী	কালিকা	নকুলীশ
২২	কিরীট	কিরীট	বিমলা	সংবর্ত
২৩	বারাণসী	কর্ণকুণ্ডল	বিশালাক্ষী বা মণিকর্ণী	কালভৈরব
২৪	কন্যাশ্রম	পৃষ্ঠ	সর্বাণী	নিমিষ
২৫	কুরুক্ষেত্র	গুল্‌ফ	সাবিত্রী	স্থাণু
২৬	মণিবন্ধ	দুইমণিবন্ধ	গায়ত্রী	সর্বানন্দ
২৭	শ্রীশৈল	গ্রীবা	মহালক্ষ্মী	শম্বরানন্দ
২৮	কাঞ্চী	অস্থি	দেবগর্ভা	রুরু
২৯	কালমাধব	নিতম্ব	কালী	অসিতাঙ্গ
৩০	শোর্ণদেশ	নিতম্বক	নর্মদা	ভদ্রসেন
৩১	রামগিরি	অন্যস্তন	শিবানী	চণ্ডভৈরব
৩২	বৃন্দাবন	কেশপাশ	উমা	ভূতেশ

BANGLADARSHAN.COM

৩৩	শুচি	ঊর্ধ্বদন্ত	নারায়ণী	সংহার
৩৪	পুবসাগর	অধোদন্ত	বারাহী	মহারুদ্র
৩৫	করতোয়াতট	তল্প	অপর্ণা	বামন ভৈরব
৩৬	শ্রীপর্বত	দক্ষিণগুল্‌ফ	শ্রীসুন্দরী	সুন্দরানন্দ
৩৭	বিভাস	বামগুল্‌ফ	কপালিনী	সর্বানন্দ
৩৮	প্রভাস	উদর	চন্দ্রভাগা	বক্রতুণ্ড
৩৯	ভৈরব পর্বত	ঊর্ধ্বওষ্ঠ	অবন্তী	লম্বকর্ণ
৪০	জলস্থল	চিবুকদ্বয়	ভ্রামরী	বিকৃতাক্ষ
৪১	গোদাবরীতীর	গণ্ড	বিশ্বেশী	দণ্ডপাণি
৪২	সর্বশৈল	বামগণ্ড	রাকিনী	বৎস্যনাভ
৪৩	রত্নাবলী	দক্ষিণস্কন্ধ	কুমারী	শিব
৪৪	মিথিলা	বামস্কন্ধ	উমা	মহোদর
৪৫	নলহাটী	নলা	কালিকাদেবী	যোগেশ
৪৬	কর্ণাট	কর্ণ	জয়দুর্গা	অভীরু
৪৭	বক্রেশ্বর	মনঃ	মহিষমর্দ্দিনী	বক্রনাথ
৪৮	যশোর	পাণিপদ্ম	যশোরেশ্বরী	চণ্ড
৪৯	অট্টহাস	ওষ্ঠ	ফুল্লরা	বিশ্বেশ
৫০	নন্দিপুর	কণ্ঠহার	নন্দিনী	নন্দিকেশ্বর
৫১	লঙ্কা	নূপুর	ইন্দ্রাক্ষী	রাক্ষসেশ্বর
৫২	বিরাট	পাদাঙ্গুলী	অম্বিকা	অমৃত
৫৩	মগধ	দক্ষিণ জঙঘা	সর্বানন্দকরী	ব্যোমকেশ

BANGLADARSHAN.COM

সাহিত্য-সংহিতা

(সাহিত্য সভার মাসিক পত্রিকা)

১৩২৫ সালে প্রকাশিত সাহিত্য-সংহিতার (সাহিত্য সভার মাসিক পত্রিকা) ৭ম খণ্ড (মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র) মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ সম্পাদিত, পত্রিকা হইতে কেতুগ্রামের সতীপীঠ বা ৫১ পীঠের মধ্যে “বহুলা দেবী”র উল্লেখ করা হইল।

আমরা সেই সময়ে শকটারোহণে কেতুগ্রামে ‘বহুলাদেবী’ (বহুলাক্ষী) দর্শনে যাত্রা করিলাম। কেতুগ্রাম বর্দ্ধমান জেলার একটী বড় গণ্ড গ্রাম, এখানে অনেকগুলি ভদ্রলোকের বাস আছে, গ্রামে থানা, স্কুল, পোষ্ট আফিস সমস্তই আছে। রাস্তা ঘাট মন্দ নহে। আমরা ক্রমে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া “বহুলাদেবী”র মন্দির সন্নিকটে পৌঁছিলাম, দেখিলাম একটী ছোট বারান্দা যুক্ত ঘর মাত্র অবশিষ্ট আছে। মন্দিরের বেষ্টন প্রাচীর ইত্যাদি কিছুই

নাই, পড়িয়া গিয়াছে। ঘরের মধ্যে একটী সুন্দর নয়ন মন মুগ্ধকর কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত চতুঃর্ভূজা দেবী মূর্ত্তি প্রায় তিন হস্ত পরিমাণ উচ্চ হইবে। মূর্ত্তির দক্ষিণে গণেশ ও বামে সরস্বতী এক প্রস্তরে নির্ম্মিত। মূল মূর্ত্তির মুখমণ্ডল ব্যতীত সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্র আচ্ছাদিত। এরূপ ধরণের মূর্ত্তি আর কোথাও দেখি নাই। সেজন্য পুরহিত মহাশয়কে মায়ের কি ধ্যানে পূজা হয় জিজ্ঞাসা করিলাম, তাঁহার নিকট যাহা শুনিলাম তাহাই লিখিলাম, যথা–

"ধ্যায়েচ্ছ্রী বহুলাং নগেন্দ্রতনয়াং পদ্মাসনস্থাং শুভাম্।
দৌর্ভিঃ কঙ্কতিকাংকাং বরাভয়যুতাং দর্শান্বিতাং শোভিতাম্॥
নিদ্রাবেশ বসাঞ্চিতাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌যুক্ত পুত্রান্বিতাম্।
গৌরাঙ্গী মণিহার কণ্ঠ নমিতাং চিন্তাং সুখাং কামদাম্॥"

পুষ্পাঞ্জলীর মন্ত্র–

"এতে গন্ধ পুষ্প ওঁ হ্রীং বহুলাক্ষী দুর্গায়ৈ নমঃ॥"

প্রণাম মন্ত্র–

"বহুলাং চতুর্ভূজাং পুত্রী পুত্রসমন্বিতাং।
নমস্তে ভীরুকো পত্ন্যা সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়িনীম্॥"

এই মন্ত্র হইতে বুঝা যায় যে দেবীর নাম বহুলাখ্যার অপভ্রংশে বহুলাক্ষী নামে পরিণত হইয়াছে।

মায়ের নিত্য সেবার জন্য দেবত্তর জমী ইত্যাদি এই বর্তমান সেবাইতগণের পূর্ব্বপুরুষগণ হইতে ভোগদখল করিয়া আসিতেছেন।

BANGLADARSHAN.COM

কিছুকাল পরে সে মন্দির নষ্ট হইলে সেবাইতগণ এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং তাহাও বহুকাল ও বহু জীর্ণ সংস্কার হইয়া এক্ষণে এই অবস্থায় পরিণত হইয়াছে যে নূতন মন্দির না হইলে আর সংস্কার চলিবে না, দরজা জানালা সমস্ত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে গৃহ ভিত্তির খিলানাদি এবং ঘরের মেঝে পর্যন্ত এরূপ ভাবে ফাটিয়া গিয়াছে যে মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিতে ভয় হয় পাছে মাথায় ভাঙ্গিয়া পড়ে। মন্দিরের এমত শোচনীয় অবস্থা দৃষ্টে হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। আমাদের হিন্দু শাস্ত্রের ৫১ পীঠের মধ্যে "বহুলা" একটী প্রসিদ্ধ পীঠস্থান, এখানে দেবীর বামবাহু পড়িয়াছিল।

"দৃষ্টা সা তেন মুনিনা নিঃসৃত্য রবিমণ্ডলাৎ।
বহুলা সা গতা তূর্ণং প্রস্থং মানসভূভূতঃ॥
প্রত্যহং তত্র সাবিত্রী গায়ত্রী বহুলা তথা।
সরস্বতী চ দ্রুপদা পঞ্চৈতা মানসাচলে॥" (কালিকাপুরাণ)

"বহুলায়াং বাম বাহুর্ব্বহুলাখ্যাচ দেবতা।
ভীরুকো ভৈরবো দেবঃ সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ॥"

দেবী বহুলা বা বহুলাক্ষী নামে প্রসিদ্ধ স্থানটীর নাম বহুলাপুর এবং জমিদারী পত্তনি তালুক লাট বহুলাপুর বলিয়া পরিচালিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই মন্দির প্রস্তুতের জন্য কেহই মনোযোগ করিতেছেন না, সেবাইতগণের অবস্থা ভাল নহে যে তাঁহারা এই মন্দির প্রস্তুত করেন।

সন্ধানে জানিলাম এই গ্রামের ভূম্যাধিকারী বর্দ্ধমানাধিপ, তাঁহার অধীনে গ্রামস্থ ২/৩ জন পত্তনিদার আছেন তাহাদের দ্বারা এ কার্য্য হওয়াও সুকঠিন। আমরা প্রাচীন কীর্তি রক্ষার দিকে কীর্তিমান কৃতবিদ্য হৃদয়বান শ্রীশ্রীমহারাজাধিরাজ বাহাদুর বর্দ্ধমানাধিপতির কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি, তিনি একটু কৃপাদৃষ্টি করিলেই এই মন্দিরটির নির্ম্মাণ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র হিন্দু জাতির একটী লুপ্তপ্রায় প্রসিদ্ধ তীর্থের পুনরোদ্ধার হয়। হিন্দু সন্তানগণ নানা বিষয়ে অধঃ পতিত হইলেও তাঁহাদের হৃদয়ের পবিত্র মধুর ধর্ম্মভাব এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু মাত্রেরই এই শুভ কার্য্যে অগ্রসর হওয়া উচিত। পল্লীগ্রামে একটী এরূপ কুঠারি প্রস্তুত করিতে হাজার টাকার উর্দ্ধ খরচ হইবে না। আমরা সেখানকার সেবাইত শ্রীযুক্ত কুমারীশ চন্দ্র রায় মহাশয়ের ভ্রাতা শ্রীসতীশ চন্দ্র রায় (অসীম কুমার রায় মহাশয়ের পিতামহ) মহাশয়ের দ্বারা যথা সাধ্য পূজাদি করাইলাম। লোকটী সদাশয় এবং সরল প্রকৃতির, তিনি মন্দির নির্ম্মাণের জন্য আমাকে সচেষ্টিত হইতে বিশেষ অনুরোধ করিলেন, আমাদের তথায় থাকিয়া আহারাদির জন্য আগ্রহ করিলেন। কিন্তু আমরা অট্টহাস দেখিবার সংকল্প থাকায় তথায় আর দেরি করি নাই।

পীঠ মালার বচন

আনুমানিক বাংলার ১৩২৫ হইতে ১৩২৭ সালের মধ্যে কেতুগ্রামে সতীপীঠ বহুলা দেবীর পুরাতন মন্দির ভাঙ্গিয়া নূতন মন্দির তৈয়ারী করার জন্য একটি পীঠ মালা বচন (আবেদনপত্র) ছাপানো হইয়াছিল, উক্ত ছাপানো পীঠ মালা বচন সকল ভক্তগণ ও জনসাধারণকে দেওয়ার জন্যে, উক্ত পীঠমালা বচনে যাহা লেখা আছে তাহাই উল্লেখ করা হইল।

BANGLADARSHAN.COM

॥শ্রীশ্রীবহুলা শরণম্॥

॥পীঠ মালার বচন॥

বহুলায়াং বামবাহুর্বহুলাখ্যা চ দেবতা।
ভীরুকো ভৈরবো দেবঃ সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ॥

জেলা বর্দ্ধমান ই, আই, রেল ষ্টেশন কাটোয়ার তিনক্রোশ উত্তর পশ্চিমাভিমুখে এবং আহম্মদপুর কাটোয়া রেলের পাঁচুন্দি নামক ষ্টেশন হইতে একমাইল দক্ষিণে মহাপীঠ কেতুগ্রাম, পটী বহুলাপুর মধ্যে পাড়া “বহুলা” নামক স্থানে সতী অঙ্গ বাম বাহু পতিত হয়, তথায় মায়ের বিশাল মন্দিরে অধিষ্ঠাত্রী শ্রীশ্রীবহুলা (বহুলাখ্যার অপভ্রংশে প্রকাশ বহুলাক্ষী) দেবীর প্রকাণ্ড নয়ন মন-মুগ্ধকর পাষাণ মূর্ত্তি অবস্থিত। উক্ত মন্দিরাদি বহুকালের নির্ম্মিত পুনঃপুনঃ সংস্কার সত্বেও উপস্থিত মন্দিরাদি এরূপ জীর্ণ ও ভগ্নাবস্থায় দাঁড়াইয়াছে যে অন্যূন দুই হাজার টাকার কমে তাহার সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না। মন্দিরটীর এরূপ ভগ্নাবস্থা হইয়াছে যে মহাদেবীকে উক্ত মন্দির হইতে সরাইয়া নিকটস্থ একখানি খেরী চালাঘরে রাখা হইয়াছে। উক্ত গ্রামে তাদৃশ অবস্থাপন্ন ব্যক্তি

না থাকায় সাধারণের সাহায্য ব্যতীত কেবল মাত্র সেবাইতগণের দ্বারা এরূপ মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান অসম্ভব। অতএব স্বধর্ম্মানুরাগী মহোদয়গণের নিকট সানুনয় নিবেদন এই যে, তাঁহারা যথাসাধ্য দানে উক্ত ভগ্ন মন্দিরাদির সংস্কার কল্পে উৎসাহ দান করিয়া সমগ্র হিন্দুজাতির একটী প্রসিদ্ধ পীঠস্থান রক্ষা করুন। যিনি যাহা দান করিবেন তাহা প্রেরিত চাঁদার বহিতে স্বাক্ষর করিয়া ধর্ম্মানুরাগী প্রধান উদ্যোগী চারুচন্দ্র রায় (ঘোষাল) মালিক সেবাইতকে দিবেন এবং নিম্নলিখিত যে কোন ঠিকানায় পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

হাটখোলার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার তীর্থসেবী ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই কার্য্য তত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিয়াছেন।

বিনীত নিবেদক–মালিক সেবাইত

শ্রীকুমারীশচন্দ্র দেব শর্ম্মণঃ (দিগর সাং) কেতুগ্রাম বহুলাপুর।

বহুলাপাড়া, পোষ্ট–কেতুগ্রাম, জেলা–বর্দ্ধমান।

ঠিকানা–বহরমপুরের মাননীয় রায় বৈকুণ্ঠনাথ সেন বাহাদুরের ভ্রাত হাইকোর্টের উকিল ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ সেন ৭৬ নং মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ইডেন হাসপাতালের ভূতপূর্ব্ব হাউসসার্জ্জন ডাক্তার শ্রীযুক্ত বামনদাস মুখোপাধ্যায় এল, এম, এস, ৪৮ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ডাক্তার শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৩/১/৩ আনন্দ লেন, কলিকাতা। মালিক সেবাইত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র রায় (অসীম কুমার রায় মহাশয়ের পিতামহ) বহুলাপাড়া, পোষ্ট–কেতুগ্রাম, জেলা–বর্দ্ধমান।

BANGLADARSHAN.COM

উক্ত সময়ে বহুলা দেবীর যে মন্দির তৈয়ারী হইয়াছিল, তাঁহার শ্বেত পাথরের ফলকটি লেখক/সেবাইত শ্রীযুক্ত অসীম কুমার রায় মহাশয়ের নিকট বর্তমানে আছে।

উক্ত ফলকে যাহা লেখা আছে, তাহা নিম্নে উল্লেখ করা হইল।

বহুলাক্ষী মাতা

লাল গোলাধীপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত রাও যোগীন্দ্র নারায়ণ রায় মহোদয় বাহাদুর মহোদয় বাহাদুরের অর্থ সাহায্যে এবং আলমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হেমেন্দ্রনাথ সেন বরাট মহাশয়ের যত্ন ও চেষ্টায় এই মন্দিরগৃহ নির্ম্মিত হইল। সন ১৩২৯ সাল।

॥চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত॥

॥পঞ্চম অধ্যায়॥

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ–গ্রন্থ হইতে সতীর দক্ষযজ্ঞে গমন এবং পতির অপমানে দুঃখিত হয়ে যোগাগ্নিতে সতীর দেহত্যাগ, দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস এবং দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞ সম্পাদন, শ্লোক ও বাংলা অর্থ উল্লেখ করা হইল।

ভগবান শিব এবং দক্ষ প্রজাপতির মনোমালিন্য

বিদুর উবাচ

ভবে শীলবতাং শ্রেষ্ঠে দক্ষো দুহিতৃবৎসলঃ।

বিদ্বেষমকরোৎ কস্মাদনাদৃত্যাত্মজাং সতীম্॥ ৪-২-১

বিদুর জিজ্ঞাসা করলেন–হে ব্রহ্মণ ! প্রজাপতি দক্ষ তো নিজের কন্যাদের প্রতি স্নেহশীল ছিলেন, তাহলে তিনি নিজ দুহিতা সতীকে অনাদর করে চরিত্রবানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মহাদেবের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করলেন কেন ? ৪-২-১

কস্তুং চরাচরগুরুং নির্বৈরং শান্তবিগ্রহম্।

আত্মারামং কথং দ্বেষ্টি জগতো দৈবতং মহৎ॥ ৪-২-২

মহাদেব চরাচরগুরু, শত্রুভাব-শূন্য, প্রশান্তমূর্তি, আত্মারাম এবং সর্বজগতের পরমারাধ্য দেবতা। তাঁর সঙ্গে কে কেনই বা শত্রুতা করবে ? ৪-২-২

BANGLADARSHAN.COM

এতদাখ্যাহি মে ব্রহ্মন্ জামাতুঃ শ্বশুরস্য চ।

বিদ্বেষস্তু যতঃ প্রাণাংস্তত্যজে দুস্ত্যজান্ সতী॥ ৪-২-৩

ভগবান, এই জামাতা এবং শ্বশুরের মধ্যে এমন বিদ্বেষ কী করে সৃষ্টি হল–যার ফলে, যা ত্যাগ করা একান্তই দুঃসাধ্য সেই নিজের প্রাণ পর্যন্ত সতী বিসর্জন দিলেন ? দয়া করে আপনি আমাকে তা বলুন। ৪-২-৩

মৈত্রেয় উবাচ

পুরা বিশ্বসৃজাং সত্রে সমেতাঃ পরমর্ষয়ঃ।

তথামরগণাঃ সর্বে সানুগা মুনয়োঽগ্নয়ঃ॥ ৪-২-৪

মৈত্রেয় বললেন–বিদুর ! পুরাকালে একবার বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতিগণের যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ ঋষিবৃন্দ, দেবতাগণ, মুনিগণ এবং অগ্নিসমূহ নিজেদের অনুচরবর্গ একত্রিত হয়েছিলেন। ৪-২-৪

তত্র প্রবিষ্টমৃষয়ো দৃষ্ট্বার্কমিব রোচিষা।

ভ্রাজমানং বিতিমিরং কুর্বন্তং তন্মহৎসদঃ॥ ৪-২-৫

উদতিষ্ঠন্ সদস্যাস্তে স্বধিষ্ণ্যেভ্যঃ সহাগ্নয়ঃ।

ঋতে বিরিঞ্চং শর্বং চ তদ্ভাসাক্ষিপ্তচেতসঃ॥ ৪-২-৬

সেই সময়ে প্রজাপতি দক্ষও সেই সভায় প্রবেশ করেন। নিজের তেজে সূর্যের মতো দীপ্তিশালী দক্ষ বিশাল সেই সভাগৃহের অন্ধকার দূর করে সেখানে আগমন করলে তাঁকে দেখে ব্রহ্মা এবং ব্যতীত অগ্নিগণসহ উপস্থিত সকল সভাসদ তাঁর তেজে প্রভাবিত হয়ে নিজেদের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ৪-২-৫-৬

সদসস্পতিভির্দক্ষো ভগবান্ সাধু সৎকৃতঃ।

অজং লোকগুরুং নত্বা নিষসাদ তদাজ্ঞয়া॥ ৪-২-৭

এইভাবে সভাসদগণ-কর্তৃক বিশেষরূপ সম্মানিত হয়ে তেজস্বী দক্ষ জগৎ-পিতা ব্রহ্মাকে প্রণাম করে তাঁর আজ্ঞা অনুসারে নিজের আসনে উপবিষ্ট হলেন। ৪-২-৭

প্রাঙ্নিষণ্ণং মৃড়ং দৃষ্ট্বা নামৃষ্যত্তদনাদৃতঃ।

উবাচ বামং চক্ষুর্ভ্যামভিবীক্ষ্য দহন্নিব॥ ৪-২-৮

কিন্তু মহাদেবকে আগের থেকেই উপবিষ্ট দেখে এবং তাঁর দিকে থেকে প্রত্যুত্থানজাতীয় কোনো সম্মানসূচক ব্যবহার না পেয়ে দক্ষ তা সহ্য করতে পারলেন না। তিনি মহাদেবের দিকে কুটিল চোখে এমনভাবে দৃষ্টিপাত করলেন যেন তাঁকে দগ্ধ করে ফেলবেন এবং বলতে লাগলেন। ৪-২-৮

শ্রূয়তাং ব্রহ্মর্ষয়ো মে সহদেবাঃ সহাগ্নয়ঃ।

সাধূনাং ব্রুবতো বৃত্তং নাজ্ঞানান্ন চ মৎসরাৎ॥ ৪-২-৯

দেবতা এবং অগ্নিগণসমূহ উপস্থিত ব্রহ্মর্ষিবৃন্দ ! আমার কথা শুনুন। আমি না বুঝে অথবা বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে কিছু বলছি না কিন্তু শিষ্টাচারের কথা বলছি। ৪-২-৯

অয়ং তু লোকপালানাং যশোঘ্নো নিরপত্রপঃ।

সদ্ভিরাচরিতঃ পন্থা যেন স্তব্ধেন দূষিতঃ॥ ৪-২-১০

এই নির্লজ্জ মহাদেব সমস্ত লোকপালগণের পবিত্র কীর্তিরাশি ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে। দেখুন সজ্জনদের অনুসৃত আচরণপদ্ধিতে এই উদ্ধত কীভাবে লাঞ্ছিত করল। ৪-২-১০

BANGLADARSHAN.COM

এষ মে শিষ্যতাং প্রাপ্তো যন্মে দুহিতুরগ্রহীৎ।

পাণিং বিপ্রাগ্নিমুখতঃ সাবিত্র্যা ইব সাধুবৎ॥ ৪-২-১১

গৃহীত্বা মৃগশাবাক্ষ্যাঃ পাণিং মর্কটলোচনঃ।

প্রত্যুত্থানাভিবাদার্হে বাচাপ্যকৃত নোচিতম্॥ ৪-২-১২

এই মর্কটলোচন বেশ সাধুর মতো অগ্নি ও ব্রাহ্মণগণের সাক্ষাতে, আমার সাবিত্রীতুল্য পবিত্র হরিণনয়না কন্যার পাণিগ্রহণ করেছে, সুতরাং এক হিসাবে সে আমারই পুত্রতুল্য। ওর পক্ষে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে স্বাগতঅভিবাদন জানানো এবং প্রণাম করা উচিত ছিল কিন্তু ও এমনকী মুখের কথায়ও আমাকে সম্মান জানায়নি। ৪-২-১১-১২

লুপ্তক্রিয়ায়াশুচয়ে মানিনে ভিন্নসেতবে।

অনিচ্ছন্নপ্যদাং বালাং শূদ্রায়েবোশতীং গিরম্॥ ৪-২-১৩

হায় ! শূদ্রকে বেদ শিক্ষা দেওয়ার মতো অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি কর্মবশে এর হাতে আমার সুকুমারী কন্যাকে সম্প্রদান করেছি। এ সর্বপ্রকার সদাচারবর্জিত, সর্বদা অপবিত্র, দুর্বিনীত এবং ধর্মের মর্যাদা লঙ্ঘনকারী। ৪-২-১৩

প্রেতাবাসেষু ঘোরেষু প্রেতৈর্ভূতগণৈর্বৃতঃ।

অটত্যুন্মত্তবন্নগ্নো ব্যুপ্তকেশো হসন্ রুদন্॥ ৪-২-১৪

এ প্রেতদের আবাসস্থল ভয়ংকর শ্মশানে ভূত-প্রেত-পরিবৃত করে উন্মত্তের মতো বিকীর্ণ কেশে নগ্নদেহে বিচরণ করে, কখনো হাসে কখনো বা কাঁদে। ৪-২-১৪

চিতাভস্মকৃতস্নানঃ প্রেতস্রঙ্নস্থিভূষণঃ।
শিবাপদেশো হ্যশিবো মত্তো মত্তজনপ্রিয়ঃ।
পতিঃ প্রমথভূতানাং তমোমাত্রাত্মকাত্মনাম্॥ ৪-২-১৫

সারা শরীরে চিতাভস্ম-বিলেপন করে যেন তার দ্বারাই এ স্নান করে, এর গলায় প্রেতের পক্ষেই পরিধানযোগ্য নরমুণ্ডের মালা, মৃতের অস্থিই এ অলংকাররূপে পরিধান করে থাকে। বস্তুত এ শুধু নামেই শিব—প্রকৃতপক্ষে ঘোর অশিব অমঙ্গলরূপী। এ নিজেও যেমন মাদক-দ্রব্যাদি সেবন করে মত্ত থাকে তেমনি মত্ত ব্যক্তিরাই এর প্রিয়পাত্র। নিকৃষ্টস্বভাব তমোগুণী ভূত-প্রেত-প্রমথ প্রভৃতি জীবদের এ অধিপতি। ৪-২-১৫

তস্মা উন্মাদনাথায় নষ্টশৌচায় দুর্হৃদে।
দত্তা বত ময়া সাধ্বী চোদিতে পরমেষ্ঠিনা॥ ৪-২-১৬

হায় ! আমি কেবল ব্রহ্মার প্ররোচনায় আমার সরলা কন্যাটিকে উন্মাদ-নামক ভূতেদের দলপতি, আচার-বিচারহীন অপবিত্র এই দুরাত্মার হাতে সম্প্রদান করেছি। ৪-২-১৬

মৈত্রেয় উবাচ

বিনিন্দ্যৈবং স গিরিশমপ্রতীপমবস্থিতম্।
দক্ষোঽথাপ উপস্পৃশ্য ক্রুদ্ধঃ শপ্তুং প্রচক্রমে॥ ৪-২-১৭

মৈত্রেয় বললেন—বিদুর ! দক্ষ এইভাবে শিবের অনেক নিন্দাবাদ করলেও শিব কিন্তু কোনো প্রতিবাদ বা বিপরীত আচরণ করলেন না, পূর্ববৎ নিশ্চলভাবেই বসে রইলেন। এতে দক্ষের ক্রোধের মাত্রা আরও বেড়ে গেল, তিনি হাতে জল নিয়ে তাঁকে শাপ দিতে উদ্যত হলেন। ৪-২-১৭

BANGLADARSHAN.COM

অয়ং তু দেবযজন ইন্দ্রোপেন্দ্রাদিভির্ভবঃ।
সহ ভাগং ন লভতাং দেবৈর্দেবগণাধমঃ॥ ৪-২-১৮

দক্ষ বললেন, এই শিব দেবতাগণের মধ্যে সব বিষয়েই অধম। এখন থেকে দেবযোগে ইন্দ্র-উপেন্দ্র প্রমুখ দেবতাদের সঙ্গে এ কোনো যজ্ঞভাগ পাবে না। ৪-২-১৮

নিষিধ্যমানঃ স সদস্যমুখ্যৈর্দক্ষো গিরিত্রায় বিসৃজ্য শাপম্।
তস্মাদ্ বিনিষ্ক্রম্য বিবৃদ্ধমন্যুর্জগাম কৌরব্য নিজং নিকেতনম্॥ ৪-২-১৯

হে কুরুবংশজাত বিদুর ! সেখানে উপস্থিত সভাসদগণ তাঁকে বহুপ্রকারে নিষেধ করলেন কিন্তু তিনি কারো কথাই শুনলেন না, মহাদেবকে অভিশাপ দিলেন। তারপর অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ দক্ষ সেই সভা থেকে বহির্গত হয়ে নিজ গৃহে চলে গেলেন। ৪-২-১৯

বিজ্ঞায় শাপং গিরিশানুগাগ্রণীর্নন্দীশ্বরো রোষকষায়দূষিতঃ।
দক্ষায় শাপং বিসসর্জ দারুণং যে চান্বমোদংস্তদবাচ্যতাং দ্বিজাঃ॥ ৪-২-২০

যখন মহাদেবের প্রধান অনুচর নন্দীশ্বর জানতে পারলেন যে দক্ষ শিবকে অভিশাপ দিয়েছেন তখন ক্রোধে তাঁর চক্ষু রক্তবর্ণ হয়ে উঠল এবং তিনি দক্ষ এবং যেসব ব্রাহ্মণ তাঁর শিবনিন্দা সমর্থন করেছিলেন তাদের সকলকে ভয়ংকর অভিশাপ দিলেন। ৪-২-২০

য এতন্মর্ত্যমুদ্দিশ্য ভগবত্যপ্রতিদ্রুহি।
দ্রুহ্যত্যজ্ঞঃ পৃথগ্ দৃষ্টিস্তত্ত্বতো বিমুখো ভবেৎ॥ ৪-২-২১

তিনি বললেন—যে এই মরণশীল শরীরের কারণে গর্বযুক্ত হয়ে—যিনি অপরের দ্রোহের পাত্র (অন্যের দ্বারা অপকৃত) হয়েও (প্রতিহিংসার বশবর্তী হয়ে) তার প্রতি দ্রোহমূলক আচরণ করেন না—সেই ভগবান শংকরকে দ্বেষ করে, সেই ভেদবুদ্ধিসম্পন্ন মূর্খ দক্ষ কখনই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করতে পারবে না। ৪-২-২১

গৃহেষু কূটধর্মেষু সক্তো গ্রাম্যসুখেচ্ছয়া।
কর্মতন্ত্রং বিতনুতে বেদবাদবিপন্নধীঃ॥ ৪-২-২২
বুদ্ধ্যা পরাভিধ্যায়িন্যা বিস্মৃতাত্মগতিঃ পশুঃ।
স্ত্রীকামঃ সোঽস্ত্বতিতরাং দক্ষো বস্তমুখোঽচিরাৎ॥ ৪-২-২৩

(চাতুর্মাস্য-যাগকারীর অক্ষয় পুণ্য হয় ইত্যাদি অর্থবাদরূপী) বেদবাক্যসমূহের দ্বারা মোহিত এবং বিবেকভ্রষ্ট হয়ে এই দক্ষ বিষয়সুখ ভোগের ইচ্ছায় কপট ধর্মময় গৃহস্থাশ্রমে আসক্ত থেকে কেবলমাত্র কর্মকাণ্ডেরই বিস্তার করে চলেছে। দেহাদিকেই আত্মা বলে ধারণা করেছে। আর সেই বুদ্ধির প্রভাবে এ আত্মতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হয়েছে, সুতরাং এ সাক্ষাৎ পশুতুল্যই হয়ে গেছে। এ (পশুরই মতো) নিতান্ত স্ত্রীকামুক হোক এবং এর মুখটি অচিরাৎ ছাগলের মুখে পরিণত হোক। ৪-২-২২-২৩

বিদ্যাবুদ্ধিরবিদ্যায়াং কর্মময্যামসৌ জড়ঃ।
সংসরন্ত্বিহ যে চামুমনু শর্বাবমানিনম্॥ ৪-২-২৪

এই মূর্খ কর্মকাণ্ডবহুল অবিদ্যাকেই বিদ্যা বলে ধারণা করেছে সেই কারণে এই শিবাবমাননাকারী দুর্মতি দক্ষ এবং তার অনুসারী সকলেই জন্মমরণরূপ সংসারচক্রে আবদ্ধ হয়ে থাকুক। ৪-২-২৪

গিরঃ শ্রুতায়াঃ পুষ্পিণ্যা মধুগন্ধেন ভূরিণা।
মথ্না চোন্মথিতাত্মানঃ সম্মুহ্যন্তু হরদ্বিষঃ॥ ৪-২-২৫

বেদবাণীরূপ লতা ফলশ্রুতিরূপ পুষ্পে সুশোভিত, তার কর্মফলরূপ মনোমোহকর গন্ধে এদের চিত্ত উন্মথিত হয়ে রয়েছে সেইহেতু এই শিববিদ্বেষীরা কর্মাসক্তির কঠিন বন্ধনে জড়িত এবং বিভ্রান্ত হয়ে থাকুক। ৪-২-২৫

BANGLADARSHAN.COM

সর্বভক্ষা দ্বিজা বৃত্তে ধৃতবিদ্যাতপোব্রতাঃ।
বিত্তদেহেন্দ্রিয়ারামা যাচকা বিচরন্ত্বিহ॥ ৪-২-২৬

এই ব্রাহ্মণরা খাদ্যাখাদ্যের বিচারশূন্য হয়ে কেবলমাত্র উদরপূর্তির জন্যই বিদ্যা, তপস্যা ও ব্রতপালনাদি আশ্রয় করুক এবং ধনসম্পদ, দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের সুখকেই একমাত্র সুখ মনে করে—এগুলিরই ক্রীতদাসে পরিণত হয়ে সর্বদাই ভিক্ষা-প্রত্যাশী হয়ে এই সংসারে বিচরণ করুক। ৪-২-২৬

তস্যৈবং দদতঃ শাপং শ্রুত্বা দ্বিজকুলায় বৈ।
ভৃগুঃ প্রত্যসৃজচ্ছাপং ব্রহ্মদণ্ডং দুরত্যয়ম্॥ ৪-২-২৭

ব্রাহ্মণকুলের প্রতি নন্দীশ্বরের এই অভিশাপ-বাক্য শুনে ভৃগুমুনি তার বিপরীতে এই দির্লঙ্ঘ্য অভিসম্পাতরূপ ব্রহ্মদণ্ড প্রয়োগ করলেন। ৪-২-২৭

ভবব্রতধরা যে চ যে চ তান্ সমনুব্রতাঃ।
পাখণ্ডিনস্তে ভবন্তু সচ্ছাস্ত্রপরিপন্থিনঃ॥ ৪-২-২৮

যারা শিবের ভক্ত এবং যারা সেই শিবভক্তদের অনুগামী তারা সকলেই সৎ-শাস্ত্রের পরিপন্থী হয়ে ‘পাষণ্ডী’ নামে খ্যাত হোক। ৪-২-২৮

নষ্টশৌচা মূঢ়ধিয়ো জটাভস্মাস্থিধারিণঃ।
বিশন্তু শিবদীক্ষায়াং যত্র দৈবং সুরাসবম্॥ ৪-২-২৯

যারা শৌচাচারবিহীন, মন্দবুদ্ধি তথা জটা, ভস্ম এবং অস্থিধারণকারী তারাই শৈবসম্প্রদায়ে দীক্ষিত হোক —যে সম্প্রদায়ে সুরা এবং চোয়ান মন দেবতার মতো আদর পেয়ে থাকে। ৪-২-২৯

ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাংশ্চৈব যদ্‌যূয়ং পরিনিন্দথ।

সেতুং বিধারণং পুংসামতঃ পাখণ্ডমাশ্রিতাঃ॥ ৪-২-৩০

ধর্মমর্যাদার সংস্থাপক এবং বর্ণাশ্রমধর্ম-আচরণকারী ব্যক্তিদের রক্ষক স্বরূপ বেদ এবং ব্রাহ্মণদের যে তোমরা নিন্দা করছ এতেই বোঝা যাচ্ছে যে তোমরা (বেদ-বাহ্য) পাষণ্ড পথেরই আশ্রয় নিয়েছ। ৪-২-৩০

এষ এব হি লোকানাং শিবঃ পন্থাঃ সনাতনঃ।

যং পূর্বে চানুসংতস্থুর্যৎ প্রমাণং জনার্দনঃ॥ ৪-২-৩১

এই বেদমার্গই সর্বলোকের পক্ষে কল্যাণকর চিরন্তন পথ। আমাদের পূর্বপুরুষগণ এই পথেরই অনুসরণ করে এসেছেন এবং এর মূল স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু। ৪-২-৩১

তদ্‌ব্রহ্ম পরমং শুদ্ধং সতাং বর্ত্ম সনাতনম্‌।

বিগর্হ্য যাত পাষণ্ডং দৈবং বো যত্র ভূতরাট্‌॥ ৪-২-৩২

সজ্জনগণের এই পরম পবিত্র এবং সনাতন পথ-স্বরূপ বেদের তোমরা নিন্দা করছ—সুতরাং যে ধর্মে তোমাদের ভূতনাথই ইষ্টদেবতা সেই পাষণ্ডমার্গেই তোমাদের গতি হোক। ৪-২-৩২

মৈত্রেয় উবাচ

তস্যৈবং বদতঃ শাপং ভৃগোঃ স ভগবান্‌ ভবঃ।

নিশ্চক্রাম ততঃ কিঞ্চিদ্‌ বিমনা ইব সানুগঃ॥ ৪-২-৩৩

মৈত্রেয় বললেন—ভৃগুমুনি এই প্রকারে অভিসম্পাত করলে ভগবান শংকর যেন কিঞ্চিৎ বিমনা হয়ে নিজের অনুচরগণের সঙ্গে সেখান থেকে চলে গেলেন। ৪-২-৩৩

BANGLADARSHAN.COM

তেঽপি বিশ্বসৃজঃ সত্রং সহস্রপরিবৎসরান্‌।

সংবিধায় মহেষ্বাস যত্রেজ্য ঋষভো হরিঃ॥ ৪-২-৩৪

আপ্লুত্যাবভৃথং যত্র গঙ্গা যমুনয়ান্বিতা।

বিরজেনাত্মনা সর্বে স্বং স্বং ধাম যযুস্ততঃ॥ ৪-২-৩৫

মহাধনুর্ধর বিদুর ! সেই প্রজাপতিগণ যে যজ্ঞটির অনুষ্ঠান করছিলেন সেটি ছিল সহস্রবৎসরব্যাপী এবং পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীহরিই ছিলেন সেখানে উপাস্য দেবতা। সেই যজ্ঞ নিষ্পন্ন করে প্রজাপতিগণ গঙ্গা যেখানে যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন সেই প্রয়াগে যজ্ঞান্তে করণীয় অবভৃথস্নান সমাপন অন্তে প্রসন্ন চিত্তে নিজ নিজ স্থানে চলে গেলেন। ৪-২-৩৪-৩৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে দক্ষশাপো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

পিতৃগৃহের যজ্ঞোৎসবে গমনের জন্য সতীর আগ্রহ

মৈত্রেয় উবাচ

সদা বিদ্বিষতোরেবং কালো বৈ ধ্রিয়মাণয়োঃ।

জামাতুঃ শ্বশুরস্যাপি সুমহানতিচক্রমে॥ ৪-৩-১

মৈত্রেয় বললেন—বিদুর ! এইভাবে সেই জামাতা ও শ্বশুর পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করে চললেন। এইভাবে দীর্ঘসময় কেটে গেল। ৪-৩-১

যদাভিষিক্তো দক্ষস্তু ব্রহ্মণা পরমেষ্ঠিনা।

প্রজাপতীনাং সর্বেষামাধিপত্যে স্ময়োঽভবৎ॥ ৪-৩-২

এরই মধ্যে যখন ব্রহ্মা দক্ষকে প্রজাপতিদের অধিপতিরূপে অভিষিক্ত করলেন তখন দক্ষের গর্ব আরও বেড়ে গেল। ৪-৩-২

ইষ্ট্বা স বাজপেয়েন ব্রহ্মিষ্ঠানভিভূয় চ।

বৃহস্পতিসবং নাম সমারেভে ক্রতূত্তমম্॥ ৪-৩-৩

তিনি ভগবান শংকর প্রমুখ ব্রহ্মনিষ্ঠগণকে যজ্ঞভাগ থেকে বঞ্চিত করে তাঁদের অবমাননা করে প্রথমে বাজপেয় যজ্ঞ করলেন এবং তারপর বৃহস্পতি-সব নামে মহাযজ্ঞ আরম্ভ করলেন। ৪-৩-৩

তস্মিন্ ব্রহ্মর্ষয়ঃ সর্বে দেবর্ষিপিতৃদেবতাঃ।

আসন্ কৃতস্বস্ত্যয়নাস্তৎপত্ন্যশ্চ সভর্তৃকাঃ॥ ৪-৩-৪

BANGLADARSHAN.COM

সেই যজ্ঞোৎসবে সকল ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি, পিতৃগণ এবং দেবতাগণ নিজ নিজ পত্নীদের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁরা সকলে মিলিত হয়ে সেখানে মাঙ্গলিক কার্য সম্পন্ন করেছিলেন এবং দক্ষও তাঁদের সকলকে স্বাগত-অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। ৪-৩-৪

তদুপশ্রুত্য নভসি খেচরাণাং প্রজল্পতাম্।

সতী দাক্ষায়ণী দেবী পিতুর্যজ্ঞমহোৎসবম্॥ ৪-৩-৫

সেই সময় আকাশপথে গমনকারী দেবতাগণ নিজেদের মধ্যে সেই যজ্ঞের বিষয়ে আলোচনা করছিলেন। তাঁদের মুখ থেকে দক্ষকন্যা সতী নিজ পিতৃগৃহের সেই যজ্ঞমহোৎসবের কথা শুনতে পেলেন। ৪-৩-৫

ব্রজন্তীঃ সর্বতো দিগ্ভ্য উপদেববরস্ত্রিয়ঃ।

বিমানযানাঃ সপ্রেষ্ঠা নিষ্ককণ্ঠীঃ সুবাসসঃ॥ ৪-৩-৬

দৃষ্ট্বা স্বনিলয়াভ্যাশে লোলাক্ষীর্মৃষ্টকুণ্ডলাঃ।

পতিং ভূতপতিং দেবমৌৎসুক্যাদভ্যভাষত॥ ৪-৩-৭

তিনি দেখলেন তাঁর বাসস্থান কৈলাসের নিকট দিয়েই চারদিক থেকে গন্ধর্ব ও যক্ষগণের সুন্দরী রমণীবৃন্দ নিজ নিজ পতীর সঙ্গে বিমানে আরোহণ করে সেই যজ্ঞোৎসবে গমন করছেন। তাঁদের কণ্ঠে পদকযুক্ত হার, কর্ণে উজ্জ্বল কুণ্ডল, পরিধানে উৎকৃষ্ট বস্ত্র, আনন্দে চঞ্চল তাঁদের নেত্র। তাঁদের দেখে সতীরও অত্যন্ত ঔৎসুক্য জন্মাল এবং তিনি নিজের পতি ভূতনাথ মহাদেবকে বলতে লাগলেন। ৪-৩-৬-৭

সত্যুবাচ

প্রজাপতেস্তে শ্বশুরস্য সাম্প্রতং নির্যাপিতো যজ্ঞমহোৎসবঃ কিল।

বয়ং চ তত্রাভিসরাম বাম তে যদ্যর্থিতামী বিবুধা ব্রজন্তি হি॥ ৪-৩-৮

সতী বললেন—হে বামদেব ! শুনলাম, আপনার শ্বশুর দক্ষ প্রজাপতির গৃহে সম্প্রতি এক বিশাল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। দেখুন এইসব দেবতাগণ সেখানেই যাচ্ছেন। যদি আপনার ইচ্ছা হয় তাহলে আমরাও সেখানে যেতে পারি। ৪-৩-৮

তস্মিন্ ভগিন্যো মম ভর্তৃভিঃ স্বকৈর্ধ্রুবং গমিষ্যন্তি সুহৃদ্দিদৃক্ষবঃ।
অহং চ তস্মিন্ ভবতাভিকাময়ে সহোপনীতং পরিবর্হমর্হিতুম্॥ ৪-৩-৯

এই উপলক্ষে আত্মীয়-স্বজনগণের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করার ইচ্ছায় আমার বোনেরা নিজেদের স্বামীদের সাথে অবশ্যই সেখানে আসবে। আমারও একান্ত ইচ্ছা, সেখানে গিয়ে মাতা-পিতার দেওয়া অলংকার-বস্ত্রাদি উপহার আপনার সঙ্গে গ্রহণ করি। ৪-৩-৯

তত্র স্বসুর্মে ননু ভর্তৃসম্মিতা মাতৃষ্বসৃঃ ক্লিন্নধিয়ং চ মাতরম্।
দ্রক্ষ্যে চিরোৎকণ্ঠমনা মহর্ষিভিরুন্নীয়মানং চ মৃড়াধ্বরধ্বজম্॥ ৪-৩-১০

আমার মন দীর্ঘকাল যাবৎ উৎকণ্ঠিত হয়ে আছে, সেখানে গেলে যারা তাদের স্বামীদের যোগ্য পত্নী সেই আমার বোনেদের, আমার মাসীমাদের, সর্বোপরি আমার স্নেহময়ী মায়ের সাথে দেখা হবে। তাছাড়া হে কল্যানময় প্রভু ! সেখানে মহর্ষিগণ যে সর্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ আরম্ভ করেছেন তা-ও দেখতে পাব। ৪-৩-১০

ত্বয্যেতদাশ্চর্যমজাত্মমায়য়া বিনির্মিতং ভাতি গুণত্রয়াত্মকম্।
তথাপ্যহং যোষিদতত্ত্ববিচ্চ তে দীনা দিদৃক্ষে ভব মে ভবক্ষিতিম্॥ ৪-৩-১১

জন্মরহিত হে দেবাদিদেব ! আপনিই জগতের উৎপত্তির হেতু। আপনারই মায়ায় রচিত এই ত্রিগুণাত্মক আশ্চর্য জগৎ আপনারই মধ্যে প্রকাশমান রয়েছে। কিন্তু আমি আপনার তত্ত্ব সম্পর্কে অনভিজ্ঞ স্ত্রীলোক এবং কাতরস্বভাব, ফলে আমার জন্মভূমি-দর্শনের জন্য আমি একান্ত উৎসুক হয়ে রয়েছি। ৪-৩-১১

BANGLADARSHAN.COM

পশ্য প্রয়ান্তীরভবান্যযোষিতোঽপ্যলংকৃতাঃ কান্তসখা বরূথশঃ।
যাসাং ব্রজদ্ভিঃ শিতিকণ্ঠ মণ্ডিতং নভো বিমানৈঃ কলহংসপাণ্ডুভিঃ॥ ৪-৩-১২

হে উৎপত্তিহীন নিত্যসত্তাশীল প্রভু ! হে নীলকণ্ঠ ! দেখুন, এই রমণীদের অনেকের সঙ্গেই দক্ষের কোনো সম্পর্ক নেই। তা সত্ত্বেও এরা কেমন অলংকৃত হয়ে নিজ নিজ পতির সাথে দলে দলে সেখানে চলেছে। এদের কলহংসের মতো শুভ্রবর্ণের বিমানগুলি আকাশকেও করে তুলেছে শ্রীমণ্ডিত। ৪-৩-১২

কথং সুতায়াঃ পিতৃগেহকৌতুকং নিশম্য দেহঃ সুরবর্য নেঙ্গতে।
অনাহুতা অপ্যভিয়ন্তি সৌহৃদং ভর্তুর্গুরোর্দেহকৃতশ্চ কেতনম্॥ ৪-৩-১৩

সুরশ্রেষ্ঠ ! পিতৃগৃহে উৎসবের কথা শুনতে পেলে কন্যার মন কি সেখানে যাওয়ার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে না ? আর ঘনিষ্ঠ বান্ধব, স্বামী, গুরু এবং জন্মদ পিতা-মাতার গৃহে তো অনাহূতও যাওয়া যায়। ৪-৩-১৩

তন্মে প্রসীদেদমমর্ত্য বাঞ্ছিতং কর্তুং ভবান্ কারুণিকো বতার্হতি।
ত্বয়াত্মনোঽর্ধেঽহমদভ্রচক্ষুষা নিরূপিতা মানুগৃহাণ যাচিতঃ॥ ৪-৩-১৪

সুতরাং হে দেব ! আমার প্রতি প্রসন্ন হোন ; আমার এই আকাঙ্ক্ষা আপনি অবশ্যই পূর্ণ করতে পারেন। আপনি পরম করুণাময়, সেইজন্যই অনন্তজ্ঞানের আধার হয়েও আমাকে নিজের অর্ধাঙ্গে স্থান দিয়েছেন। এখন আমার এই প্রার্থনার বিষয়েও আপনার অনুগ্রহ প্রকাশ করুন। ৪-৩-১৪

ঋষিরুবাচ

এবং গিরিত্রঃ প্রিয়য়াভিভাষিতঃ প্রত্যভ্যধত্ত প্রহসন্ সুহৃৎপ্রিয়ঃ।
সংস্মারিতো মর্মভিদঃ কুবাগিষূন্ যানাহ কো বিশ্বসৃজাং সমক্ষতঃ॥ ৪-৩-১৫

মৈত্রেয় ঋষি বললেন—প্রিয়তমা পত্নী সতীদেবী এই প্রার্থনা জানালে আত্মীয়-বন্ধুগণের প্রিয়-আচরণকারী ভগবান শংকরের স্মৃতিপথে অপর প্রজাপতিগণের সমক্ষেই উচ্চারিত দক্ষপ্রজাপতির সেই বাণের মতো মর্মভেদী কুৎসিত বাক্যগুলি পুনরায় উদিত হল। তিনি মৃদু হেসে বলতে লাগলেন। ৪-৩-১৫

শ্রীভগবানুবাচ

ত্বয়োদিতং শোভনমেব শোভনে অনাহুতা অপ্যভিযন্তি বন্ধুষু।
তে যদ্যনুৎপাদিতদোষদৃষ্টয়ো বলীয়সানাত্ম্যমদেন মন্যুনা॥ ৪-৩-১৬

ভগবান শংকর বললেন—সুন্দরী ! তুমি যে বলেছ নিমন্ত্রিত না হয়েও বন্ধুজনের গৃহে যাওয়া যায় তা ঠিকই, কিন্তু তা তখনই করা যায় যখন সেই বন্ধুজনের দেহাদিসম্পর্কে প্রবল গর্ববোধ ও ক্রোধের বশে দৃষ্টি এমনভাবে আচ্ছন্ন না হয়ে যায় যে তারা অপরের মিথ্যা দোষ উদ্ভাবন করে তার প্রতি বিদ্বেষ পরায়ণ হয়ে ওঠে। ৪-৩-১৬

বিদ্যাতপোবিত্তবপুর্বয়ঃকুলৈঃ সতাং গুণৈঃ ষড়্ভিরসত্তমেতরৈঃ।
স্মৃতৌ হতায়াং ভৃতমানদুর্দৃশঃ স্তব্ধা ন পশ্যন্তি হি ধাম ভূয়সাম্॥ ৪-৩-১৭

বিদ্যা, তপস্যা, ধন, সুদৃঢ় শরীর, যুবা-বয়স এবং সদ্বংশ—এই ছয়টি সৎ-পুরুষের পক্ষে গুণ কিন্তু অসাধুর ক্ষেত্রে এইগুলিই দোষে পরিণত হয়, দৃষ্টি আবিল হয়ে ওঠে এবং বিবেকজ্ঞান নষ্ট হয়ে যায়। এর ফলে উদ্ধতস্বভাব সেই ব্যক্তি মহাপুরুষগণের প্রভাব দেখতে পায় না। ৪-৩-১৭

নৈতাদৃশানাং স্বজনব্যপেক্ষয়া গৃহান্ প্রতীয়াদনবস্থিতাত্মনাম্।
যেঽভ্যাগতান্ বক্রধিয়াভিচক্ষতে আরোপিতভ্রূভিরমর্ষণাক্ষিভিঃ॥ ৪-৩-১৮

এইজন্যই যারা কুটিল বুদ্ধির বশে অভ্যাগত জনের প্রতি ভ্রূকুটি করে ক্রুদ্ধ চোখে দৃষ্টিপাত করে সেই অব্যবস্থিত চিত্ত ব্যক্তিদের গৃহে ‘এ আমার আত্মীয়’—এইরকম আত্মীয় বুদ্ধিতে কখনো যাওয়া উচিত নয়। ৪-৩-১৮

BANGLADARSHAN.COM

তথারিভির্ন ব্যথতে শিলীমুখৈঃ শেতেঽর্দিতাঙ্গো হৃদয়েন দূয়তা।
স্বানাং যথা বক্রধিয়াং দুরুক্তিভির্দিবানিশং তপ্যতি মর্মতাড়িতঃ॥ ৪-৩-১৯

দেবী ! নিজের কুটিলবুদ্ধি আত্মীয়গণের ক্রূর বাক্যের আঘাতে যে ব্যথা লাগে, শত্রুদের বাণে দেহ বিদ্ধ হলেও সেরূপ হয় না। কারণ বাণে শরীর ছিন্ন-ভিন্ন হলেও কোনো-প্রকারে নিদ্রা এসেই যায় কিন্তু দুর্বাক্যের দ্বারা মর্মে বিদ্ধ ব্যক্তি হৃদয়ের যন্ত্রণায় দিনরাত অশান্তি ভোগ করে। ৪-৩-১৯

ব্যক্তং ত্বমুৎকৃষ্টগতেঃ প্রজাপতেঃ প্রিয়াত্মজানামসি সুভ্রু সম্মতা।
অথাপি মানং ন পিতুঃ প্রপৎস্যসে মদাশ্রয়াৎ কঃ পরিতপ্যতে যতঃ॥ ৪-৩-২০

হে সুন্দরী ! আমি অবশ্যই একথা জানি যে উচ্চসম্মানের পদে অধিষ্ঠিত দক্ষ প্রজাপতির কন্যাগণের মধ্যে তুমিই তাঁর সর্বাপেক্ষা প্রিয় পাত্রী। কিন্তু আমার সঙ্গে সম্বন্ধের কারণে তুমি তাঁর কাছে সমাদর পাবে না কারণ তিনি আমার প্রতি বিদ্বেষে দগ্ধ হচ্ছেন। ৪-৩-২০

পাপচ্যমানেন হৃদাতুরেন্দ্রিয়ঃ সমৃদ্ধিভিঃ পূরুষবুদ্ধিসাক্ষিণাম্।
অকল্প এষামধিরোঢ়ুমঞ্জসা পদং পরং দ্বেষ্টি যথাসুরা হরিম্॥ ৪-৩-২১

স্বীয় চিত্তবৃত্তির সাক্ষী স্বরূপে অবস্থিত সুতরাং অহংবোধশূন্য মহাপুরুষগণের সমৃদ্ধি দেখে যাদের হৃদয়ে জ্বালা ধরে এবং ইন্দ্রিয়সমূহ বিকল হয়ে যায় তারা সেই মহাপুরুষদের উন্নত স্থিতি নিজেরা সহজে লাভ করতে তো পারেই না, কেবল অসুরেরা যেমন শ্রীহরিকে সর্বদাই দ্বেষ করে সেইরকম তাঁদের প্রতি ঈর্ষাপোষণ করে চলে। ৪-৩-২১

প্রত্যুদগমপ্রশ্রয়ণাভিবাদনং বিধীয়তে সাধু মিথঃ সুমধ্যমে।
প্রাজ্ঞৈঃ পরস্মৈ পুরুষায় চেতসা গুহাশয়ায়ৈব ন দেহমানিনে॥ ৪-৩-২২

সুমধ্যমে ! তুমি হয়তো বলতে পার যে আমি প্রজাপতিগণের সভায় তাঁর প্রতি সম্মান দেখালাম না কেন ? প্রকৃতপক্ষে লোকব্যবহারে এই যে পরস্পরের মধ্যে ভদ্রতাসূচক প্রত্যুদ্‌গমন বা সম্মুখে যাওয়া, বিনয়-প্রদর্শন, প্রণাম বা নমস্কার-জ্ঞাপন প্রভৃতি আচরণ করা হয়ে থাকে, তত্ত্বজ্ঞানীরা সেগুলি অনেক উৎকৃষ্টতর উপায়ে নির্বাহ করেন। তাঁরা সর্বপ্রাণীর অন্তঃকরণে অন্তর্যামীরূপে বিরাজমান পরমপুরুষ বাসুদেবের উদ্দেশ্যেই মনে মনে প্রণমাদি করে থাকেন, দেহাভিমানী পুরুষকে করেন না। ৪-৩-২২

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো হ্যধোক্ষজো মে নমসা বিধীয়তে॥ ৪-৩-২৩

বিশুদ্ধ অন্তঃকরণকেই বসুদেব বলা হয়ে থাকে কারণ সেখানেই ভগবান বাসুদেবের অপরোক্ষ অনুভব হয়। সেই শুদ্ধ চিত্তের অভ্যন্তরবাসী সর্বেন্দ্রিয়াতীত ভগবান বাসুদেবকেই আমি প্রণমাদি নিবেদন করে থাকি। ৪-৩-২৩

তত্তে নিরীক্ষ্যো ন পিতাপি দেহকৃদ্ দক্ষো মম দ্বিট্ তদনুব্রতাশ্চ যে।
যো বিশ্বসৃগ্‌যজ্ঞগতং বরোরু মামনাগসং দুর্বচসাকরোত্তিরঃ॥ ৪-৩-২৪

এইজন্যই হে সুন্দরী, আমি কোনো অপরাধ না করলেও যিনি প্রজাপতিগণের যজ্ঞে আমাকে কটুবাক্যে তিরস্কার করেছিলেন সেই দক্ষ তোমার জন্মদাতা পিতা হলেও আমার শত্রু হিসাবে তাঁর বা তাঁর অনুগামীদের মুখদর্শন করাও তোমার উচিত নয়। ৪-৩-২৪

যদি ব্রজিষ্যস্যতিহায় মদ্বচো ভদ্রং ভবত্যা ন ততো ভবিষ্যতি।
সম্ভাবিতস্য স্বজনাৎ পরাভবো যদা স সদ্যো মরণায় কল্পতে॥ ৪-৩-২৫

যদি তুমি আমার কথা অমান্য করে সেখানে যাও তাহলে তোমার পক্ষে তা মঙ্গলজনক হবে না। আত্মীয়স্বজনের দ্বারা অপমান সম্মানিত ব্যক্তির সদ্য মৃত্যুর কারণ হয়ে উঠতে পারে। ৪-৩-২৫

BANGLADARSHAN.COM

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে উমারুদ্রসংবাদে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥

সতীর অগ্নিপ্রবেশ

মৈত্রেয় উবাচ

এতাবদুক্ত্বা বিররাম শংকরঃ পত্ন্যঙ্গনাশং হ্যভয়ত্র চিন্তয়ন্।
সুহৃদ্দিদৃক্ষুঃ পরিশঙ্কিতা ভবান্নিষ্ক্রামতী নির্বিশতী দ্বিধাস সা॥ ৪-৪-১

মৈত্রেয় বললেন—বিদুর ! ভগবান শংকর এই পর্যন্ত বলে নিবৃত্ত হলেন। তিনি দেখলেন সতীকে দক্ষগৃহে যাওয়ার অনুমতি অথবা তা থেকে নিবারণ—উভয়তই সতীর দেহনাশের সম্ভাবনা। অপর দিকে, সতীদেবীও আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার ইচ্ছায় একবার গৃহের বাইরে আসেন, আবার 'ভগবান শংকর পাছে রুষ্ট হন' এই শংকায় পুনরায় গৃহে প্রবেশ করেন। এইভাবে কোনো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে না আসতে পেরে তিনি অত্যন্ত দ্বিধায় পড়ে গেলেন—চঞ্চল হয়ে উঠলেন। ৪-৪-১

সুহৃদ্দিদৃক্ষাপ্রতিঘাতদুর্মনাঃ স্নেহাদ্ রুদত্যশ্রুকলাতিবিহ্বলা।
ভবং ভবান্যপ্রতিপূরুষং রুষা প্রধক্ষ্যতীবৈক্ষত জাতবেপথুঃ॥ ৪-৪-২

স্বজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ইচ্ছাতে বাধা পড়ায় তিনি মনঃকষ্ট ভোগ করতে লাগলেন। প্রিয়জনদের প্রতি স্নেহে তাঁর হৃদয় আর্দ্র হয়ে উঠল, অশ্রুধারাসিক্ত নয়নে একান্ত ব্যাকুলভাবে তিনি রোদন করতে লাগলেন। তাঁর সমস্ত শরীর থরথর-কম্পিত হতে লাগল

এবং সেই অবস্থায় তিনি অপ্রতিম পুরুষ ভগবান শংকরের প্রতি রোষে এমনভাবে দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন যেন তাঁকে ভস্ম করে ফেলবেন। ৪-৪-২

ততো বিনিঃশ্বস্য সতী বিহায় তং শোকেন রোষেণ চ দূয়তা হৃদা।
পিত্রোরগাৎ স্ত্রৈণবিমূঢ়ধীর্গৃহান্ প্রেম্ণাত্মনো যোঽর্ধমদাৎ সতাং প্রিয়ঃ॥ ৪-৪-৩

শোকে ও ক্রোধে সতীর চিত্ত একান্ত অস্থির হয়ে উঠল এবং স্ত্রীস্বভাবহেতু তাঁর বুদ্ধিও বিমূঢ় হয়ে গেল। যিনি প্রীতির বশে তাঁকে নিজের অর্ধাঙ্গ প্রদান করেছিলেন সেই সজ্জনপ্রিয় ভগবান মহাদেবকে পরিত্যাগ করে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে তিনি নিজের পিতা-মাতার গৃহে যাত্রা করলেন। ৪-৪-৩

তামন্বগচ্ছন্ দ্রুতবিক্রমাং সতীমেকাং ত্রিনেত্রানুচরাঃ সহস্রশঃ।
সপার্ষযক্ষা মণিমন্মদাদয়ঃ পুরোবৃষেন্দ্রাস্তরসা গতব্যথাঃ॥ ৪-৪-৪

সতীকে একাকিনী দ্রুত পদক্ষেপে চলে যেতে দেখে মহাদেবের বহুসংখ্যক পার্ষদ এবং যক্ষগণের সঙ্গে মণিগণ, মদ প্রভৃতি সহস্র সহস্র অনুচর বৃষরাজকে সর্বাগ্রে রেখে নির্ভয়ে ত্বরিতগতিতে তাঁর অনুসরণ করল। ৪-৪-৪

তাং সারিকাকন্দুকদর্পণাম্বুজশ্বেতাতপত্রব্যজনস্রগাদিভিঃ।
গীতায়নৈর্দুন্দুভিশঙ্খবেণুভির্বৃষেন্দ্রমারোপ্য বিটঙ্কিতা যযুঃ॥ ৪-৪-৫

তারা সতীকে সেই বৃষেন্দ্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করাল এবং সারিকা পাখি, কন্দুক, দর্পণ এবং পদ্ম প্রভৃতি ক্রীড়া-সামগ্রী, শ্বেতছত্র, চামর এবং মালা ইত্যাদি রাজচিহ্ন এবং দুন্দুভি, শঙ্খ, বাঁশরী প্রভৃতি সংগীতের উপকরণে সুসজ্জিত হয়ে তাঁর সঙ্গে চলতে লাগল। ৪-৪-৫

আব্রহ্মঘোষোর্জিতযজ্ঞবৈশসং বিপ্রর্ষিজুষ্টং বিবুধৈশ্চ সর্বশঃ।
মৃদ্দার্বয়ঃকাঞ্চনদর্ভচর্মভির্নিসৃষ্টভাণ্ডং যজনং সমাবিশৎ॥ ৪-৪-৬

তারপর সতী নিজের সেবকদের সঙ্গে দক্ষের যজ্ঞশালায় পৌঁছলেন। সেখানে ব্রাহ্মণগণ যেন পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে উচ্চৈঃস্বরে বেদধ্বনি করছিলেন, চতুর্দিকে ব্রহ্মর্ষি এবং দেবতাগণ বিরাজিত ছিলেন এবং স্থানে মাটি, কাঠ, লোহা, সোনা, কুশ ও চর্মদ্বারা নির্মিত বহুধরনের যজ্ঞপাত্র শোভা পাচ্ছিল। ৪-৪-৬

তামাগতাং তত্র ন কশ্চনাদ্রিয়দ্ বিমানিতাং যজ্ঞকৃতো ভয়াজ্জনঃ।
ঋতে স্বসৃর্বৈ জননীং চ সাদরাঃ প্রেমাশ্রুকণ্ঠ্যঃ পরিষস্বজুর্মুদা॥ ৪-৪-৭

সতী সেখানে উপস্থিত হলে তাঁর পিতা তাঁকে অবহেলা করলেন (অর্থাৎ তাঁর উপস্থিতি গ্রাহ্যই করলেন না) এবং তা দেখে সতীর মাতা এবং বোনেরা ছাড়া উপস্থিত অপর কোনো ব্যক্তিই যজ্ঞকর্তা দক্ষের ভয়ে তাঁর কোনো সমাদর বা অর্ভ্যর্থনা করলেন না। তাঁর মাতা এবং বোনেরা অবশ্য অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন এবং প্রেমাশ্রুগদগদ-কণ্ঠে তাঁকে সাদরে আলিঙ্গন করলেন। ৪-৪-৭

সৌদর্যসম্প্রশ্নসমর্থবার্তয়া মাত্রা চ মাতৃষ্বসৃভিশ্চ সাদরম্।
দত্তাং সপর্যাং বরমাসনং চ সা নাদত্ত পিত্রাপ্রতিনন্দিতা সতী॥ ৪-৪-৮

কিন্তু সতী পিতার কাছ থেকে অপমানিত হওয়ার কারণে তাঁর বোনেদের সহোদরাসুলভ কুশল-প্রশ্ন সমন্বিত আলাপ এবং মা ও মাসীমাদের দেওয়া অভ্যর্থনার উপযোগী উপহার ও সুন্দর আসন—কিছুই স্বীকার করলেন না। বোনেদের কথা শুনতে পেলেন না এবং উপহারদ্রব্য গ্রহণ করলেন না। ৪-৪-৮

অরুদ্রভাগং তমবেক্ষ্য চাধ্বরং পিত্রা চ দেবে কৃতহেলনং বিভৌ।
অনাদৃতা যজ্ঞসদস্যধীশ্বরী চুকোপ লোকানিব ধক্ষ্যতী রুষা॥ ৪-৪-৯

সর্বলোকের অধীশ্বরী দেবী সতী যজ্ঞমণ্ডপে নিজে তো অপমানিতা হলেনই উপরন্তু তিনি দেখলেন যে সেই যজ্ঞে ভগবান শংকরের জন্য কোনো ভাগ নেই এবং পিতা দক্ষ মহাদেবের প্রতি বিভিন্নভাবে অবজ্ঞা ও অবহেলা প্রকাশ করছেন। এর ফলে সতী ভয়ংকর কুপিতা হলেন, মনে হল যেন তিনি ক্রোধে বিশ্বজগৎ দগ্ধ করে ফেলবেন। ৪-৪-৯

BANGLADARSHAN.COM

জগর্হ সামর্ষবিপন্নয়া গিরা শিবদ্বিষং ধূমপথশ্রমস্ময়ম্।
স্বতেজসা ভূতগণান্ সমুত্থিতান্ নিগৃহ্য দেবী জগতোঽভিশৃণ্বতঃ॥ ৪-৪-১০

(যাগযজ্ঞাদি) কর্মপথের অনুশীলনে দক্ষের মনে অত্যন্ত গর্ব হয়েছিল। শিবের প্রতি তাকে বিদ্বেষ প্রকাশ করতে দেখে সতীর সঙ্গে আগত ভূতগণ দক্ষকে বধ করতে উদ্যত হলে দেবী সতী নিজের তেজে তাদের নিবারণ করলেন এবং ক্রোধরুদ্ধস্বরে সমস্ত লোকের সমক্ষে পিতা দক্ষের নিন্দা করে বলতে লাগলেন। ৪-৪-১০

শ্রীদেব্যুবাচ

ন যস্য লোকেঽস্ত্যতিশায়নঃ প্রিয়স্তথাপ্রিয়ো দেহভৃতাং প্রিয়াত্মনঃ।
তস্মিন্ সমস্তাত্মনি মুক্তবৈরকে ঋতে ভবন্তং কতমঃ প্রতীপয়েৎ॥ ৪-৪-১১

সতীদেবী বললেন—ভগবান মহাদেবের তুলনায় শ্রেষ্ঠ এ সংসারে কেউ নেই। তিনি স্বরূপত সকল দেহধারীর প্রিয় আত্মা। তাঁর প্রিয় বা অপ্রিয়ও কেউ নেই সুতরাং তাঁর কারো সঙ্গে শত্রুতাও নেই। তিনি সকলের কারণ এবং সর্বাত্মক। আপনি ছাড়া আর এমন কে আছে যে তাঁর সঙ্গে বিরোধ করবে ? ৪-৪-১১

দোষান্ পরেষাং হি গুণেষু সাধবো গৃহ্ণন্তি কেচিন্ন ভবাদৃশা দ্বিজ।
গুণাংশ্চ ফল্গূন্ বহুলীকরিষ্ণবো মহত্তমাস্তেষ্ববিদদ্ভবানঘম্॥ ৪-৪-১২

হে দ্বিজ ! আপনার মতো ব্যক্তিরা অপরের গুণের মধ্যেও দোষ দেখে থাকেন কিন্তু সাধুপুরুষগন তা করেন না। যাঁরা দোষ দেখা দূরে থাক—অপরের সামান্য গুণকেও বহুতররূপে বিশাল করে দেখতে চান তাঁরাই জগতে সর্বশ্রেষ্ঠ। কী দুঃখের কথা যে, আপনি সেইরকম মহাপুরুষের ওপরেই নিজের কম্পিত দোষের কালিমা লেপন করতে প্রয়াসী হলেন। ৪-৪-১২

BANGLADARSHAN.COM

নাশ্চর্যমেতদ্যদসৎসু সর্বদা মহদ্বিনিন্দা কুণপাত্মবাদিষু।
সের্ষ্যং মহাপূরুষপাদপাংসুভির্নিরস্ততেজঃসু তদেব শোভনম্॥ ৪-৪-১৩

যে দুর্জনেরা এই শবরূপী জড় দেহকেই আত্মা বলে ধারণা করে তারা যদি ঈর্ষাবশে সর্বদাই মহাপুরুষগণের নিন্দা করে তো তাতে আশ্চর্যের কিছুই নেই। কারণ মহাপুরুষগণ যদিও তাদের এই কুৎসিত প্রচেষ্টার বিষয়ে কোনো মনোযোগই দেন না কিন্তু তাঁদের চরণধূলি এই অপরাধ সহ্য করতে না পেরে তাদের তেজ নষ্ট করে দেয়। কাজেই মহাপুরুষনিন্দার মতো জঘন্য দুষ্কর্ম তাদের পক্ষেই শোভা পায়। ৪-৪-১৩

যদ্ দ্ব্যক্ষরং নাম গিরেরিতং নৃণাং সকৃৎ প্রসঙ্গাদঘমাশু হন্তি তৎ।
পবিত্রকীর্তিং তমলঙ্ঘ্যশাসনং ভবানহো দ্বেষ্টি শিবং শিবেতরঃ॥ ৪-৪-১৪

যাঁর ‘শিব’ এই দুই-অক্ষর-বিশিষ্ট নাম প্রসঙ্গক্রমে একবার মাত্র মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলেই উচ্চারণকারীর সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট করে দেয়, যাঁর আদেশ জগতে কেউ লঙ্ঘন করতে পারে না, হায় ! আপনি সেই পবিত্রকীর্তি মঙ্গলময় ভগবান শংকরকে দ্বেষ করেন। অবশ্যই আপনি অমঙ্গল স্বরূপ। ৪-৪-১৪

যৎপাদপদ্মং মহতাং মনোঽলিভির্নিষেবিতং ব্রহ্মরসাসবার্থিভিঃ।
লোকস্য যদ্বর্ষতি চাশিষোঽর্থিনস্তস্মৈ ভবান্ দ্রুহ্যতি বিশ্ববন্ধবে॥ ৪-৪-১৫

মহাপুরুষগণের মন-মধুকর ব্রহ্মানন্দরূপ মধুপানের অভিলাষে নিরন্তর যাঁর চরণকমলের সেবা করে থাকে, আবার অপরদিকে যাঁরা চরণারবিন্দ সকাম পুরুষদেরও অভীষ্ট ভোগ্য বস্তু প্রদান করে সেই বিশ্ববন্ধু ভগবান শিবের সঙ্গে আপনি শত্রুতার আচরণ করেছেন। ৪-৪-১৫

কিং বা শিবাখ্যমশিবং ন বিদুস্ত্বদন্যে ব্রহ্মাদয়স্তমবকীর্য জটাঃ শ্মশানে।
তন্মাল্যভস্মনৃকপাল্যবসৎ পিশাচৈর্যে মূর্ধভির্দধতি তচ্চরণাবসৃষ্টম্॥ ৪-৪-১৬

তিনি কেবলমাত্র নামেই শিব কিন্তু কার্যত অশিব বেশধারী অমঙ্গরূপী এই তত্ত্বটি সম্ভবত আপনি ছাড়া অপর কোনো দেবতা জানেন না। কারণ যে ভগবান শিব শ্মশানের নরমুণ্ডমালা, চিতাভস্ম এবং নরকপালাদি মৃতের অস্থি ধারণ করে, জটাজূট বিকীর্ণ করে, ভূতপিশাচাদির সঙ্গে শ্মশানে বাস করেন তাঁরই চরণতলভ্রষ্ট নির্মাল্য ব্রহ্মাদি দেবগণ নিজেদের মস্তকে ধারণ করে থাকেন। ৪-৪-১৬

কর্ণৌ পিধায় নিরয়াদ্যদকল্প ঈশে ধর্মাবিতর্যসৃণিভির্নৃভিরস্যমানে।
ছিন্দ্যাৎ প্রসহ্য রুশতীমসতীং প্রভুশ্চেজ্জিহ্বামসূনপি ততো বিসৃজেৎ স ধর্মঃ॥ ৪-৪-১৭

যদি যথেচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিরা ধর্মরক্ষাকারী পূজনীয় প্রভুর নিন্দাবাদ করে তবে নিজের ক্ষমতায় তাদের দণ্ড দেওয়া সম্ভব না হলে কান বন্ধ করে সেখান থেকে চলে যাবে, আর যদি ক্ষমতা থাকে তাহলে বলপ্রয়োগে সেই অমঙ্গল-শব্দ-উচ্চারণকারীর জিহ্বাকে ছেদন করে ফেলবে। এই ধরণের পাপের প্রতিকারকল্পে নিজের প্রাণ পর্যন্ত পরিত্যাগ করবে—এই-ই ধর্ম। ৪-৪-১৭

অতস্তবোৎপন্নমিদং কলেবরং ন ধারয়িষ্যে শিতিকণ্ঠগর্হিণঃ।
জগ্ধস্য মোহাদ্ধি বিশুদ্ধিমন্ধসো জুগুপ্সিতস্যোদ্ধরণং প্রচক্ষতে॥ ৪-৪-১৮

আপনি ভগবান নীলকণ্ঠের নিন্দাকারী, সুতরাং আপনার থেকে উৎপন্ন এই শরীর আমি আর ধারণ করতে পারব না। যদি কেউ ভুল করে কোনো নিষিদ্ধ বা নিন্দিত বস্তু খেয়ে ফেলে তাহলে তা বমন করে শরীর থেকে নিষ্কাশিত করার দ্বারাই শুদ্ধি সম্পাদিত হয় এইরকম বলা হয়ে থাকে। ৪-৪-১৮

ন বেদবাদাননুবর্ততে মতিঃ স্ব এব লোকে রমতো মহামুনেঃ।
যথা গতির্দেবমনুষ্যয়োঃ পৃথক্ স্ব এব ধর্মে ন পরং ক্ষিপেৎ স্থিতঃ॥ ৪-৪-১৯

যে মহামুনি আত্মস্বরূপানুভবের আনন্দময় ভূমিতেই নিরন্তর বিহার করেন তাঁর বুদ্ধি বেদের বিধিনিষেধময় বাক্যসমূহের সর্বথা অনুসরণ করে না (কারণ নিম্নাধিকারীর জন্য প্রদত্ত নির্দেশ ব্রহ্মজ্ঞের পক্ষে প্রযোজ্য নয়), যেমন দেবতা ও মানুষের গতি একই প্রকারের হয় না, উভয়ের ভেদ আছে, সেইরকমই জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর স্থিতিও একই প্রকারের হয় না। সেইজন্যই নিজের ধর্মপথে অবিচলিত নিষ্ঠাশীল কোনো ব্যক্তিরও অপরের অনুসৃত পথের নিন্দা করা উচিত নয়। ৪-৪-১৯

BANGLADARSHAN.COM

কর্ম প্রবৃত্তং চ নিবৃত্তমপ্যুতং বেদে বিবিচ্যোভয়লিঙ্গমাশ্রিতম্।
বিরোধি তদ্যৌগপদৈককর্তরি দ্বয়ং তথা ব্রহ্মণি কর্ম নর্চ্ছতি॥ ৪-৪-২০

প্রবৃত্তিমূলক (যাগযজ্ঞাদি) কর্ম এবং নিবৃত্তিমূলক (শম-দমাদি) কর্ম—এই উভয়ই সত্য বা যথার্থ। বেদে এই উভয়ের জন্য আসক্ত (সকাম) এবং বৈরাগ্যবান (নিষ্কাম) এই দুই ভিন্নধরনের অধিকারী নির্দেশ করা হয়েছে। এই দুই ধরনের কর্ম পরস্পরবিরোধী হওয়ায় একই পুরুষ একই সময়ে এই দুইয়ের অনুষ্ঠান করতে পারে না। ভগবান শংকর তো স্বয়ং পরমাত্মা পরব্রহ্মস্বরূপ—তাঁর পক্ষে এই উভয়বিধ কর্মের কোনোটিরই আচরণের আবশ্যকতা নেই। ৪-৪-২০

মা বঃ পদব্যঃ পিতরস্মদাস্থিতা যা যজ্ঞশালাসু ন ধূমবর্ত্মভিঃ।
তদন্নতৃপ্তৈরসুভৃদ্ভিরীড়িতা অব্যক্তলিঙ্গা অবধূতসেবিতাঃ॥ ৪-৪-২১

পিতা ! আমাদের যে ঐশ্বর্য অধিগত হয়েছে তা অব্যক্ত (বাইরে থেকে বোঝা যায় না), তা কেবলমাত্র আত্মজ্ঞানী মহাপুরুষেরাই লাভ করতে পারেন। আপনি সে ঐশ্বর্যের অধিকারী নন, আর যজ্ঞশালায় যজ্ঞাগ্নে তৃপ্ত হয়ে প্রাণধারণ করাকেই যারা জীবনের সার্থকতা জ্ঞান করে সেই ক্রিয়াকাণ্ডে মত্ত ব্যক্তিরা এই ঐশ্বর্যের প্রশংসাও করে না। ৪-৪-২১

নৈতেন দেহেন হরে কৃতাগসো দেহোদ্ভবেনালমলং কুজন্মনা।
ব্রীড়া মমাভূৎ কুজনপ্রসঙ্গতস্তজ্জন্ম ধিগ্ যো মহতামবদ্যকৃৎ॥ ৪-৪-২২

আপনি ভগবান শংকরের কাছে অপরাধ করেছেন। সুতরাং আপনার দেহ থেকে উৎপন্ন আমার এই শরীরের জন্মগ্রহণ ব্যাপারটিই আমার কুৎসিত বোধ হচ্ছে, এই ঘৃণিত শরীর ধারণ করে আমি কী করব ? আপনার মতো দুর্জনের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে বলে আমার লজ্জা হচ্ছে। মহাপুরুষেরা নিন্দাকারী ব্যক্তির থেকে জন্ম নেওয়াকেও ধিক্কার। ৪-৪-২২

গোত্রং ত্বদীয়ং ভগবান্ বৃষধ্বজো দাক্ষায়ণীত্যাহ যদা সুদুর্মনাঃ।
ব্যপেতনর্মস্মিতমাশু তদ্ধ্যহং ব্যুৎস্রক্ষ্য এতৎ কুণপং ত্বদঙ্গজম্॥ ৪-৪-২৩

যখন ভগবান শিব পরিহাসচ্ছলেও আপনার সাথে সম্বন্ধযুক্ত 'দাক্ষায়নী' (দক্ষের কন্যা)—নামে আমায় সম্বোধন করবেন সেই মুহূর্তেই হাস্য-পরিহাস ভুলে গিয়ে আমি গভীর লজ্জা এবং দুঃখ অনুভব করব। সুতরাং তার পূর্বেই আমি আপনার দেহজাত আমার এই শবতুল্য শরীর এখনই পরিত্যাগ করব। ৪-৪-২৩

মৈত্রেয় উবাচ

ইত্যধ্বরে দক্ষমনূদ্য শত্রুহন্ ক্ষিতাবুদীচীং নিষসাদ শান্তবাক্।
স্পৃষ্ট্বা জলং পীতদুকূলসংবৃতা নিমীল্য দৃগ্‌যোগপথং সমাবিশৎ॥ ৪-৪-২৪

মৈত্রেয় বললেন—(কামাদি) রিপুজয়ী হে বিদুর ! সেই যজ্ঞমণ্ডপে দক্ষকে এই কথাগুলি বলে দেবী সতী মৌন অবলম্বন করলেন এবং উত্তরদিকে ভূমিতলে উপবিষ্ট হলেন। তিনি আচমনপূর্বক পীতবস্ত্র পরিধান করে নিমীলিত নয়নে শরীর ত্যাগের উদ্দেশ্যে যোগপথ অবলম্বন করে সমাধিমগ্ন হয়ে গেলেন। ৪-৪-২৪

কৃত্বা সমানাবনিলৌ জিতাসনা সোদানমুত্থাপ্য চ নাভিচক্রতঃ।
শনৈর্হৃদি স্থাপ্য ধিয়োরসি স্থিতং কণ্ঠাদ্ ভ্রুবোর্মধ্যমনিন্দিতানয়ৎ॥ ৪-৪-২৫

তিনি প্রথমত আসনের স্থিরতা সম্পাদন (অর্থাৎ যৌগিক আসনে দেহকে দৃঢ়ভাবে সংস্থাপন) করে প্রাণায়ামের সাহায্যে প্রাণ এবং অপান বায়ুকে নিরোধ করে তাদের সাম্যভাব বিধান করলেন এবং সেদুটিকে নাভিচক্রকে স্থাপিত করলেন। তারপর নাভিচক্র থেকে উদান বায়ুকে ঊর্ধ্বমুখী করে ধীরে ধীরে সচেতনভাবে হৃদয়ে স্থাপন করলেন। এরপর সেই অনিন্দিতা দেবী সতী সেই হৃদয়মধ্যস্থ বায়ুকে ক্রমশ কণ্ঠপথে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে নিয়ে এলেন। ৪-৪-২৫

BANGLADARSHAN.COM

এবং স্বদেহং মহতাং মহীয়সা মুহুঃ সমারোহিতমঙ্কমাদরাৎ।
জিহাসতী দক্ষরুষা মনস্বিনী দধার গাত্রেষ্বনিলাগ্নিধারণাম্॥ ৪-৪-২৬

এইভাবে, সজ্জন-বন্দনীয় মহাদেব যে শরীরটিকে সাদরে বহুবার ক্রোড়ে ধারণ করেছেন, দক্ষের প্রতি রোষবশত মহামনস্বিনী সতী তাঁর সেই শরীর ত্যাগ করবার ইচ্ছায় যৌগিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে সর্ব অঙ্গে বায়ু এবং অগ্নির ধারণা করলেন। ৪-৪-২৬

ততঃ স্বভর্তুশ্চরণাম্বুজাসবং জগদ্‌গুরোশ্চিন্তয়তী ন চাপরম্।
দদর্শ দেহো হতকল্মষঃ সতী সদ্যঃ প্রজজ্বাল সমাধিজাগ্নিনা॥ ৪-৪-২৭

জগদ্‌গুরু তাঁর স্বামী ভগবান মহাদেবের চরণপদ্মদুটি সতী নিজ হৃদয়ের গভীরে ধ্যান করতে লাগলেন এবং তাঁর সেই ঐকান্তিক অনুরাগ ও ভক্তিই যেন সেই চরণকমলসঞ্জাত মধুস্রোতের মতো তাঁকে অভিষিক্ত করে অন্য সব চিন্তা ভুলিয়ে দিল, তিনি তখন অন্য কিছুই আর দেখতেও পেলেন না। তাঁর শরীর দক্ষ দেহোৎপন্ন এই যে কলুষস্পর্শের একটি ধারণা তাঁর চিত্তে পূর্বে উদিত হয়েছিল সেটিও লুপ্ত হয়ে এবং মুহূর্তমধ্যে তাঁর সেই নিষ্কলুষ শরীর যোগাগ্নিদ্বারা প্রজ্বলিত হল। ৪-৪-২৭

তৎ পশ্যতাং খে ভুবি চাদ্ভুতং মহদ্ হাহেতি বাদঃ সুমহানজায়ত।
হন্ত প্রিয়া দৈবতমস্য দেবী জহাবসূন্ কেন সতী প্রকোপিতা॥ ৪-৪-২৮

সেখানে উপস্থিত দেবতা ও অন্যান্য সকলে সতীর দেহত্যাগরূপ এই পরম আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখে হাহাকার করতে লাগলেন এবং পৃথিবীর সকল প্রান্ত পরিত্যাগ করে এই মহাকলরব শোনা যেতে লাগল—হায় ! দক্ষের দুর্ব্যবহারে কুপিতা হয়ে দেবশ্রেষ্ঠ মহাদেবের প্রিয়া পত্নী সতী প্রাণ বিসর্জন দিলেন। ৪-৪-২৮

অহো অনাত্ম্যং মহদস্য পশ্যত প্রজাপতের্যস্য চরাচরং প্রজাঃ।
জহাবসূন্ যদ্‌বিমতাত্মজা সতী মনস্বিনী মানমভীক্ষ্ণমর্হতি॥ ৪-৪-২৯

দেখ, সমগ্র চরাচর জগৎ এই দক্ষপ্রজাপতিরই সন্তান, অথচ তিনি কী ভয়ংকর দুর্বৃত্তসুলভ আচরণের পরিচয় রাখলেন। এঁর কন্যা সতী ছিলেন উদারচরিত্রা, সর্বদাই সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত। কিন্তু ইনি তাঁর এমন অপমান ঘটালেন যে তিনি প্রাণ পরিত্যাগ করলেন। ৪-৪-২৯

সোঽয়ং দুর্মর্ষহৃদয়ো ব্রহ্মধ্রুক্ চ লোকেঽপকীর্তিং মহতীমবাপ্স্যতি।
যদঙ্গজাং স্বাং পুরুষদ্বিড্রুদ্যতাং ন প্রত্যষেধন্মৃতয়েঽপরাধতঃ॥ ৪-৪-৩০

প্রকৃতপক্ষে ইনি অত্যন্ত অসহিষ্ণু এবং ব্রাহ্মণদ্রোহী। সংসারে ইনি মহৎ অপযশের ভাগী হবেন। যখন এঁর নিজের কন্যা সতী এঁরই অপরাধে প্রাণত্যাগ করতে উদ্যত হলেন তখনও এই শিব বিদ্বেষী তাঁকে নিরস্ত করার চেষ্টা পর্যন্ত করলেন না। ৪-৪-৩০

বদত্যেবং জনে সত্যা দৃষ্ট্বাসুত্যাগমদ্ভুতম্।
দক্ষং তৎপার্ষদা হন্তুমুদতিষ্ঠন্নুদায়ুধাঃ॥ ৪-৪-৩১

সতীর সেই অদ্ভুত প্রাণত্যাগ দেখে লোকে যখন এইরকম বলাবলি করছিল তখন শিবের পার্ষদেরা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে দক্ষকে বধ করতে উদ্যত হল। ৪-৪-৩১

তেষামাপততাং বেগং নিশাম্য ভগবান্ ভৃগুঃ।
যজ্ঞঘ্নঘ্নেন যজুষা দক্ষিণাগ্নৌ জুহাব হ॥ ৪-৪-৩২

তাদের এইভাবে মহাবেগে আক্রমণ করতে দেখে ভৃগুমুনি যজ্ঞবিঘ্নউৎপাদনকারীদের বিনাশ করার জন্য ‘অপহতং রক্ষ ...’ ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে দক্ষিণাগ্নিকে আহুতি দিলেন। ৪-৪-৩২

অধ্বর্যুণা হূয়মানে দেবা উৎপেতুরোজসা।
ঋভবো নাম তপসা সোমং প্রাপ্তাঃ সহস্রশঃ॥ ৪-৪-৩৩

BANGLADARSHAN.COM

অধবর্যু ভৃগু সেই আহুতি দেওয়ামাত্র যজ্ঞকুণ্ড থেকে ‘ঋভু’ নামক মহাতেজস্বী দেবগণ বহু-সহস্র সংখ্যায় আবির্ভূত হলেন। এঁরা নিজেদের তপস্যার প্রভাবে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ৪-৪-৩৩

তৈরলাতায়ুধৈঃ সর্বে প্রমথা সহগুহ্যকাঃ।
হন্যমানা দিশো ভেজুরুশদ্ভির্ব্রহ্মতেজসা॥ ৪-৪-৩৪

সেই ব্রহ্মতেজে দীপ্যমান দেবগণ জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ডই অস্ত্ররূপে ধারণ করে আক্রমণ করলে প্রমথ এবং গুহ্যকগণ রণে ভঙ্গ দিয়ে বিভিন্ন দিকে ধাবিত হল। ৪-৪-৩৪

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে সতীদেহোৎসর্গো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥

বীরভদ্র কর্তৃক দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস এবং দক্ষবধ

মৈত্রেয় উবাচ

ভবো ভবান্যা নিধনং প্রজাপতেরসৎকৃতায়া অবগম্য নারদাৎ।
স্বপার্ষদসৈন্যং চ তদধ্বরর্ভুভির্বিদ্রাবিতং ক্রোধমপারমাদধে॥ ৪-৫-১

মৈত্রেয় বললেন—ভগবান মহাদেব যখন নারদের মুখ থেকে শুনতে পেলেন যে সতী তাঁর পিতা দক্ষপ্রজাপতি কর্তৃক অপমানিত হয়ে প্রানত্যাগ করেছেন এবং সেই যজ্ঞে উৎপন্ন ঋভুনামক দেবতারা তাঁর নিজের পার্ষদদের সৈন্যদলকে পৃষ্ঠপ্রদর্শনে বাধ্য করেছেন তখন তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। ৪-৫-১

ক্রুদ্ধঃ সুদষ্টোষ্ঠপুটঃ স ধূর্জটির্জটাং তড়িদ্বহ্নিসটোগ্ররোচিষম্।
উৎকৃত্য রুদ্রঃ সহসোত্থিতো হসন্ গম্ভীরনাদো বিসসর্জ তাং ভুবি॥ ৪-৫-২

তিনি ভয়ংকর উগ্ররূপ ধারণ করে ক্রোধবশে অধর-দংশন করতে করতে নিজ মস্তকের একটি জটা উৎপাটন করলেন। বিদ্যুৎ এবং অগ্নির প্রজ্বলন্ত শিখার মতো তীব্র-দীপ্তি-বিচ্ছুরণকারী সেই জটা হাতে নিয়ে তিনি সহসা উঠে দাঁড়ালেন এবং গম্ভীর অট্টহাসির সাথে সেটিকে ভূমিতে নিক্ষেপ করলেন। ৪-৫-২

ততোঽতিকায়স্তনুবা স্পৃশন্দিবং সহস্রবাহুর্ঘনরুক্ ত্রিসূর্যদৃক্।
করালদংষ্ট্রো জ্বলদগ্নিমূর্ধজঃ কপালমালী বিবিধোদ্যতায়ুধঃ॥ ৪-৫-৩

তৎক্ষণাৎ সেই জটা থেকে এক অতিকায় পুরুষ উৎপন্ন হল। তার দেহ এত বিশাল ছিল যে তা আকাশকে স্পর্শ করছিল। তার সহস্র বাহু, মেঘের মতো ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ, সূর্যের মতো তীব্র দীপ্তিসম্পন্ন তিনটি চোখ, ভয়ংকর দন্তশ্রেণী, জ্বলন্ত অগ্নিশিখার মতো রক্তবর্ণ কেশরাশি, গলায় নরমুণ্ডের মালা এবং সমস্ত হাতে বহুপ্রকারের অস্ত্র ছিল। ৪-৫-৩

BANGLADARSHAN.COM

তং কিং করোমীতি গৃণন্তমাহ বদ্ধাঞ্জলিং ভগবান্ ভূতনাথঃ।
দক্ষং সযজ্ঞং জহি মদ্ভটানাং ত্বমগ্রণী রুদ্র ভটাংশকো মে॥ ৪-৫-৪

সেই বীরভদ্র যখন যুক্ত করে নিবেদন করল—'ভগবান, আমাকে কী করতে হবে আদেশ করুন' তখন ভগবান ভূতনাথ বললেন—বীর রুদ্র ! তুমি আমারই অংশস্বরূপ, সুতরাং তুমি আমার পার্ষদদের অধিনায়করূপে দ্রুত গমন করো এবং যজ্ঞসমেত দক্ষের বিনাশ সাধন করো। ৪-৫-৪

আজ্ঞপ্ত এবং কুপিতেন মন্যুনা স দেবদেবং পরিচক্রমে বিভুম্।
মেনে তদাত্মানমসঙ্গরংহসা মহীয়সাং তাত সহঃ সহিষ্ণুম্॥ ৪-৫-৫

প্রিয় বিদুর ! কুপিত মহাদেব এই আদেশ দিলে বীরভদ্র সেই দেবাদিদেব সর্বেশ্বর শংকরকে প্রদক্ষিণ করল। সেইসময় তার মনের মধ্যে এইরকম বোধ জন্মাল যে, জগৎ-সংসারে এমন কেউ নেই যে তার তেজ সহ্য করতে পারে এবং অপরপক্ষে সে নিজে সর্বশ্রেষ্ঠ বীরদের তেজও সহ্য করতে সক্ষম। ৪-৫-৫

অন্বীয়মানঃ স তু রুদ্রপার্ষদৈর্ভৃশং নদদ্ভির্ব্যনদৎ সুভৈরবম্।
উদ্যম্য শূলং জগদন্তকান্তকং স প্রাদ্রবদ্ ঘোষণভূষণাঙ্ঘ্রিঃ॥ ৪-৫-৬

বীরভদ্র ভয়ংকর সিংহনাদ করে এক উদ্যত-শূল হস্তে দক্ষের যজ্ঞস্থলের উদ্দেশে ধাবিত হল। তার সেই ত্রিশূল জগৎ-সংসারের বিনাশকর্তা যে মৃত্যু তাকেও বিনাশ করতে সমর্থ ছিল। রুদ্রদেবের অন্যান্য অনুচররাও মহাঘ্যের গর্জন করতে করতে বীরভদ্রের অনুগামী হল। সেইসময় দ্রুতগমনশীল বীরভদ্রের পায়ের নূপুর প্রভৃতি অলংকার ঝংকৃত হতে থাকল। ৪-৫-৬

অথর্ত্বিজো যজমানঃ সদস্যাঃ ককুভ্যুদীচ্যাং প্রসমীক্ষ্য রেণুম্।
তমঃ কিমেতৎ কুত এতদ্রজোঽভূদিতি দ্বিজা দ্বিজপত্ন্যশ্চ দধ্যুঃ॥ ৪-৫-৭

এদিকে দক্ষের যজ্ঞশালায় উপবিষ্ট ঋত্বিক, যজমান, সদস্য এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণপত্নীগণ উত্তরদিকের আকাশে ঘন ধূলিসঞ্চার হতে দেখে চিন্তা করতে লাগলেন—এ কী, অন্ধকার হয়ে আসছে না কী ? না, অন্ধকার নয়, এ-তো ধুলা কিন্তু এত ধুলা কোথা থেকে আসছে ? ৪-৫-৭

বাতা ন বান্তি ন হি সন্তি দস্যবঃ প্রাচীনবর্হির্জীবতি হোগ্রদণ্ডঃ।
গাবো ন কাল্যন্ত ইদং কুতো রজো লোকোঽধুনা কিং প্রলয়ায় কল্পতে॥ ৪-৫-৮

এখন তো ঝড় হচ্ছে না, দস্যুদের উপদ্রবও নেই—কারণ অপরাধীদের কঠোর শাস্তিদাতা রাজা প্রাচীনবর্হি এখনও জীবিত আছেন। গোরুদেরও এখন (দ্রুতবেগে) ঘরে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে না, তাহলে এই ধুলা কোথা থেকে এল ? এখনই কি জগতের প্রলয়ের সময় এসে গেল না কি ? ৪-৫-৮

প্রসূতিমিশ্রাঃ স্ত্রিয় উদ্বিগ্নচিত্তা ঊচুর্বিপাকো বৃজিনস্যৈষ তস্য।
যৎ পশ্যন্তীনাং দুহিতৃণাং প্রজেশঃ সুতাং সতীমবদধ্যাবনাগাম্॥ ৪-৫-৯

তখন দক্ষপত্নী প্রসূতি এবং অন্যান্য রমণীগণ উদ্বিগ্নচিত্তে বলতে লাগলেন—প্রজাপতি দক্ষ যে নিজের অন্যান্য কন্যাদের চোখের সামনে নিরপরাধা সতীর অবমাননা করেছিলেন, মনে হচ্ছে এই সকল সেই পাপেরই ফল। ৪-৫-৯

যস্ত্বন্তকালে ব্যুপ্তজটাকলাপঃ স্বশূলসূচ্যর্পিতদিগ্‌গজেন্দ্রঃ।
বিতত্য নৃত্যত্যুদিতাস্ত্রদোর্ধ্বজানুচ্চাট্টহাসস্তনয়িত্নুভিন্নদিক্॥ ৪-৫-১০

(অথবা এমনও হতে পারে—সংহারমূর্তি ভগবান রুদ্রদেবের অপমানেরই পরিণামে এরূপ ঘটছে) প্রলয়কাল উপস্থিত হলে রুদ্রদেব যখন নিজের জটাকলাপ বিকীর্ণ করে এবং বহুপ্রকার অস্ত্রে সুসজ্জিত তাঁর বাহুগুলিকে ধ্বজদণ্ডের মতো বিস্তীর্ণ করে তাণ্ডবনৃত্য করতে থাকেন তখন তাঁর ত্রিশূলের ফলায় দিগ্‌গজেরা বিদ্ধ হয়ে যায়, তাঁর বজ্রনির্ঘোষ তুল্য প্রচণ্ড অট্টহাসিতে দশদিক বিদীর্ণ হয়ে যেতে থাকে। ৪-৫-১০

অমর্ষয়িত্বা তমসহ্যতেজসং মন্যুপ্লুতং দুর্বিষহং ভ্রুকুট্যা।
করালদংষ্ট্রাভিরুদস্তভাগণং স্যাৎ স্বস্তি কিং কোপয়তো বিধাতুঃ॥ ৪-৫-১১

সে সময় তাঁর তেজ অসহনীয় হয়ে ওঠে, প্রচণ্ড ক্রোধের বশে ভ্রুকুটি করাল সেই মুখমণ্ডল তাঁর রূপকে করে তোলে অতি ভয়ংকর, তাঁর বিকট দন্তরাজির আঘাতে আকাশের নক্ষত্রগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। সেই রুদ্রদেবকে বার বার কুপিত করে স্বয়ং বিধাতার পক্ষেও কি কুশলে থাকা সম্ভব ? ৪-৫-১১

বহ্বেবমুদ্বিগ্নদৃশোচ্যমানে জনেন দক্ষস্য মুহুর্মহাত্মনঃ।
উৎপেতুরুৎপাততমাঃ সহস্রশো ভয়াবহা দিবি ভূমৌ চ পর্যক্॥ ৪-৫-১২

সেখানে উপস্থিত ব্যক্তিরা ভয় বিহ্বল দৃষ্টিতে এই রকম বহু কথা বার বার বলতে থাকলেন। এরই মধ্যে আকাশ ও পৃথিবীর সব দিকে অজস্র রকমের মহাভয়ংকর উৎপাত (দুর্লক্ষণ, অমঙ্গলসূচক ঘটনা) ঘটতে শুরু করল এবং তার ফলে দৃঢ় হৃদয় দক্ষের মনেও ভয় জন্মাল। ৪-৫-১২

তাবৎ স রুদ্রানুচরৈর্মখো মহান্ নানায়ুধৈর্বামনকৈরুদায়ুধৈঃ।
পিঙ্গৈঃ পিশঙ্গৈর্মকরোদরাননৈঃ পর্যাদ্রবদ্ভির্বিদুরান্বরুধ্যত॥ ৪-৫-১৩
কেচিদ্ বভঞ্জুঃ প্রাগ্বংশং পত্নীশালাং তথাপরে।
সদ আগ্নীধ্রশালাং চ তদ্‌বিহারং মহানসম্॥ ৪-৫-১৪

BANGLADARSHAN.COM

বিদুর ! এইসময় রুদ্রানুচরগণ দ্রুতগতিতে এসে সেই বিশাল যজ্ঞমণ্ডপ চারিদিক থেকে ঘিরে ফেলল। তাদের হাতে বহুরকমের অস্ত্রশস্ত্র ছিল। তাদের মধ্যে কেউ ছিল বামনাকৃতি, কেউবা পিঙ্গলবর্ণ, কেউ পীতবর্ণ, কারো মুখ, কারো বা উদর মকরের মতো ছিল। তাদের মধ্যে কেউ কেউ প্রাগ্‌বংশশালা, কেউ বা পত্নীশালা, কেউ সভামণ্ডপ, আবার অন্যেরা আগ্নীধ্রশালা, যজমানগৃহ এবং পাকশালা—এইভাবে যজ্ঞস্থলের বিভিন্ন দিকে অবস্থিত কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনীয় মণ্ডপগুলি ভেঙে ফেলল। ৪-৫-১৩-১৪

রুরুজুর্যজ্ঞপাত্রাণি তথৈকেঽগ্নীননাশয়ন্।
কুণ্ডেষ্বমূত্রয়ন্ কেচিদ্‌বিভিদুর্বেদিমেখলাঃ॥ ৪-৫-১৫

আবার কেউ কেউ যজ্ঞপাত্র গুলি চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলল, কেউ বা (আহ্বনীয় প্রভৃতি) যজ্ঞীয় অগ্নিগুলিকে বিনষ্ট করল, কেউ কেউ যজ্ঞকুণ্ডে মূত্রত্যাগ করল আবার অপর কেউ যজ্ঞবেদীর সীমাসূত্র ছিঁড়ে ফেলল। ৪-৫-১৫

অবাধন্ত মুনীনন্য একে পত্নীরতর্জয়ন্।
অপরে জগৃহুর্দেবান্ প্রত্যাসন্নান্ পলায়িতান্॥ ৪-৫-১৬

কেউ কেউ মুনিগণের উপরে উপদ্রব করতে লাগল, কেউ বা স্ত্রীলোকদের তর্জন করতে লাগল, আবার অন্যেরা নিকটবর্তী পলায়নোৎসুক দেবতাদের ধরে ফেলল। ৪-৫-১৬

ভৃগুং ববন্ধ মণিমান্ বীরভদ্রঃ প্রজাপতিম্।
চণ্ডীশঃ পূষণং দেবং ভগং নন্দীশ্বরোঽগ্রহীৎ॥ ৪-৫-১৭

রুদ্রানুচর মণিমান ভৃগুমুনিকে, বীরভদ্র প্রজাপতি দক্ষকে, চণ্ডীশ পূষাকে এবং নন্দীশ্বর ভগ-দেবতাকে বন্ধন করল। ৪-৫-১৭

সর্ব এবর্ত্বিজো দৃষ্ট্বা সদস্যাঃ সদিবৌকসঃ।
তৈরর্দ্যমানাঃ সুভৃশং গ্রাবভির্নৈকধাদ্রবন্॥ ৪-৫-১৮

BANGLADARSHAN.COM

ভগবান রুদ্রের পার্ষদদের এই ভয়ানক মারণ-লীলা দেখে এবং তাদের নিক্ষিপ্ত প্রস্তরের আঘাতে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে সেখানে যত ঋত্বিক, সদস্য এবং দেবতা ছিলেন সকলেই যেমনভাবে পারেন পলায়ন করলেন। ৪-৫-১৮

জুহ্বতঃ স্রুবহস্তস্য শ্মশ্রূণি ভগবান্ ভবঃ।
ভৃগোর্লুলুঞ্চে সদসি যোঽহসচ্ছ্মশ্রু দর্শয়ন্॥ ৪-৫-১৯

ভৃগুমুনি স্রুব নামক যজ্ঞপাত্র হাতে নিয়ে আহুতি দিচ্ছিলেন, বীরভদ্র তাঁর শ্মশ্রু গুম্ফ উৎপাটিত করে ফেলল, কারণ তিনি পূর্বে প্রজাপতিদের যজ্ঞসভায় শ্মশ্রু-প্রদর্শন করে মহাদেবকে উপহাস করেছিলেন। ৪-৫-১৯

ভগস্য নেত্রে ভগবান্ পাতিতস্য রুষা ভুবি।
উজ্জহার সদঃস্থোঽক্ষ্ণা যঃ শপন্তমসূসুচৎ॥ ৪-৫-২০

ক্রোধাবিষ্ট বীরভদ্র ভগদেবতাকে মাটিতে ফেলে তাঁর চোখদুটি উপড়ে নিল, কারণ দক্ষ যখন শিব-নিন্দা করতে করতে তাঁকে অভিশাপ দিয়েছিলেন, সেই সভায় উপস্থিত ভগ চোখের ইঙ্গিতে তাঁকে প্ররোচিত করেছিলেন। ৪-৫-২০

পূষ্ণশ্চাপাতয়দ্দন্তান্ কালিঙ্গস্য যথা বলঃ।
শপ্যমানে গরিমণি যোঽহসদ্দর্শয়ন্দতঃ॥ ৪-৫-২১

এরপরে বীরভদ্র অনিরুদ্ধের বিবাহের সময় বলরাম কলিঙ্গরাজের যে অবস্থা করেছিলেন, তেমনি পূষার দাঁতগুলি উৎপাটিত করল কারণ দক্ষ যখন জগৎ-পূজ্য শিবের নিন্দাবাদ করছিলেন তখন পূষা দন্ত বিকশিত কর হেসেছিলেন। ৪-৫-২১

আক্রম্যোরসি দক্ষস্য শিতধারেণ হেতিনা।
ছিন্দন্নপি তদুদ্ধর্তুং নাশক্নোৎ ত্র্যম্বকস্তদা॥ ৪-৫-২২

তারপর বীরভদ্র দক্ষের বুকের উপরে বসে অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ধার এক তরবারি দিয়ে তাঁর শিরশ্ছেদ করতে প্রয়াসী হল কিন্তু বার বার বহুপ্রকারে চেষ্টা করেও তখন তাঁর দেহ থেকে মস্তক পৃথক করতে পারল না। ৪-৫-২২

শস্ত্রৈরস্ত্রান্বিতৈরেবমনির্ভিন্নত্বচং হরঃ।
বিস্ময়ং পরমাপন্নো দধ্যৌ পশুপতিশ্চিরম্॥ ৪-৫-২৩

এইভাবে কোনো অস্ত্র-শস্ত্রের দ্বারাই দক্ষের ত্বক ভেদ করা যাচ্ছে না দেখে বীরভদ্র অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে দীর্ঘক্ষণ চিন্তা করতে লাগল। ৪-৫-২৩

দৃষ্ট্বা সংজ্ঞপনং যোগং পশূনাং স পতির্মখে।
যজমানপশোঃ কস্য কায়াত্তেনাহরচ্ছিরঃ॥ ৪-৫-২৪

তারপর সেই যজ্ঞভূমিতে যজ্ঞীয় পশুবধের সাধনস্বরূপ ‘সংজ্ঞপন যোগ’ রয়েছে দেখে তার সাহায্যে দক্ষরূপী যজমান পশুর দেহ থেকে মুণ্ড বিচ্ছিন্ন করে ফেলল। ৪-৫-২৪

সাধুবাদস্তদা তেষাং কর্ম তত্তস্য শংসতাম্।
ভূতপ্রেতপিশাচানামন্যেষাং তদ্‌বিপর্যয়ঃ॥ ৪-৫-২৫

সেখানে উপস্থিত ভূত-প্রেত-পিশাচাদি তাঁর এই কর্মের প্রশংসা করে উচ্চৈঃস্বরে সাধুবাদ দিতে থাকল, অপর পক্ষে দক্ষের দলভুক্তদের মধ্যে ঠিক তার বিপরীত প্রতিক্রিয়া হল অর্থাৎ তারা নিন্দাবাদসহ হাহাকার ধ্বনি করতে লাগল। ৪-৫-২৫

জুহাবৈতচ্ছিরস্তস্মিন্ দক্ষিণাগ্নাবমর্ষিতঃ।
তদ্দেবযজনং দগ্ধ্বা প্রাতিষ্ঠদ্ গুহ্যকালয়ম্॥ ৪-৫-২৬

কুপিত বীরভদ্র দক্ষের মস্তকটি সেই যজ্ঞের দক্ষিণাগ্নিতে আহুতি স্বরূপ প্রদান করে সেই যজ্ঞশালায় অগ্নিসংযোগ করে সেটিকে ধ্বংস করে ফেলল এবং কৈলাস পর্বতে ফিরে চলল। ৪-৫-২৬

BANGLADARSHAN.COM

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে দক্ষযজ্ঞবিধ্বংসো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ॥

ব্রহ্মাদি দেবগণের কৈলাসে গমন ও মহাদেবের ক্রোধপ্রশমন

মৈত্রেয় উবাচ

অথ দেবগণাঃ সর্বে রুদ্রানীকৈঃ পরাজিতাঃ।
শূলপট্টিশনিস্ত্রিংশদাপরিঘমুদগরৈঃ॥ ৪-৬-১
সংছিন্নভিন্নসর্বাঙ্গাঃ সর্ত্বিক্সভ্যা ভয়াকুলাঃ।
স্বয়ম্ভুবে নমস্কৃত্য কার্ৎস্ন্যেনৈতন্ন্যবেদয়ন্॥ ৪-৬-২

মৈত্রেয় বললেন—বিদুর ! এইভাবে যখন রুদ্রানুচরগণ দেবতাদের পরাজিত করল এবং তাদের ত্রিশূল, পট্টিশ, খড়্গ, গদা, পরিঘ, মুদ্‌গর প্রভৃতি অস্ত্রের আঘাতে দেবতাদের সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেল তখন তাঁরা অত্যন্ত ভীত হয়ে ঋত্বিক এবং সদস্যগণকে সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মার কাছে গেলেন এবং তাঁকে প্রণাম করে সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁর কাছে নিবেদন করলেন। ৪-৬-১-২

উপলভ্য পুরৈবেতদ্ভগবানজসম্ভবঃ।

নারায়ণশ্চ বিশ্বাত্মা ন কস্যাধ্বরমীয়তুঃ॥ ৪-৬-৩

ভগবান ব্রহ্মা এবং সর্বান্তর্যামী নারায়ণ পূর্বের থেকেই এই ভারী অনিষ্টকর ঘটনার কথা জানতেন, এইজন্য তাঁরা দক্ষের যজ্ঞে গমন করেননি। ৪-৬-৩

তদাকর্ণ্য বিভুঃ প্রাহ তেজীয়সি কৃতাগসি।

ক্ষেমায় তত্র সা ভূয়ান্ন প্রায়েণ বুভূষতাম্॥ ৪-৬-৪

এখন দেবতাদের মুখে সমস্ত ঘটনার বিবরণ শুনে তিনি (ব্রহ্মা) বললেন—দেবগণ ! পরম তেজস্বী সামর্থ্যশালী কোনো পুরুষের দিক থেকে যদি কোনো দোষ ঘটে যায়, তাহলেও তার প্রতিশোধকল্পে তাঁর প্রতি অপরাধ-আচরণকারীর মঙ্গল হতে পারে না অর্থাৎ শংকরানুচরগণ যদি তোমাদের প্রতি কিঞ্চিৎ দুর্ব্যবহারও করে থাকে, তার পরিবর্তে তোমরা ভগবান শিবের অমর্যাদা করতে প্রয়াসী হোয়ো না। ৪-৬-৪

অথাপি যূয়ং কৃতকিল্বিষা ভবং যে বর্হিষো ভাগভাজং পরাদুঃ।

প্রসাদয়ধ্বং পরিশুদ্ধচেতসা ক্ষিপ্রপ্রসাদং প্রগৃহীতাঙ্ঘ্রিপদ্মম্॥ ৪-৬-৫

তাছাড়া তোমরা তো যজ্ঞে ভগবান শংকরের প্রাপ্য ভাগ না দিয়ে তাঁর কাছে গর্হিত অপরাধ করেছ। কিন্তু ভগবান শিব আশুতোষ অত্যন্ত সহজে এবং শীঘ্রই প্রসন্ন হন, সুতরাং তোমরা গিয়ে অকপট হৃদয়ে তাঁর চরণকমল ধারণ করে তাঁকে প্রসন্ন করো—তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। ৪-৬-৫

আশাসানা জীবিতমধ্বরস্য লোকঃ সপালঃ কুপিতে ন যস্মিন্।

তমাশু দেবং প্রিয়য়া বিহীনং ক্ষমাপয়ধ্বং হৃদি বিদ্ধং দুরুক্তৈঃ॥ ৪-৬-৬

BANGLADARSHAN.COM

দক্ষের দুর্বাক্য-বাণে তাঁর হৃদয় পূর্বেই বিদ্ধ হয়েছিল, তার ওপর তাঁর প্রিয়া সতীদেবীর বিয়োগ ঘটেছে। সুতরাং তোমরা যদি চাও যে ওই যজ্ঞ পুনরায় আরম্ভ হয়ে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হোক তাহলে শীঘ্র গিয়ে তাঁর কাছে নিজেদের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। নতুবা তিনি কুপিত হলে সমস্ত লোকপালগণসমেত এই নিখিল লোকের অস্তিত্ব রক্ষাই অসম্ভব। ৪-৬-৬

নাহং ন যজ্ঞো ন চ যূয়মন্যে যে দেহভাজো মুনয়শ্চ তত্ত্বম্।

বিদুঃ প্রমাণং বলবীর্যয়োর্বা যস্যাত্মতন্ত্রস্য ক উপায়ং বিধিৎসেৎ॥ ৪-৬-৭

ভগবান রুদ্র পরম স্বতন্ত্র, তাঁর তত্ত্ব বা বলবীর্যের পরিমাণ কোনো ঋষি-মুনি, দেবতা বা যজ্ঞস্বরূপ দেবরাজ ইন্দ্রও জানেন না, এমনকী স্বয়ং আমিও জানি না—সুতরাং অন্য কোনো দেহধারীর তো কথাই নেই। এই অবস্থায় তাঁকে শান্ত করার উপায় বিধান কে করতে পারে ? ৪-৬-৭

স ইত্থমাদিশ্য সুরানজস্তৈঃ সমন্বিতঃ পিতৃভিঃ সপ্রজেশৈঃ।

যযৌ স্বধিষ্ণ্যান্নিলয়ং পুরদ্বিষঃ কৈলাসমদ্রিপ্রবরং প্রিয়ং প্রভোঃ॥ ৪-৬-৮

ভগবান ব্রহ্মা দেবতাগণকে এইরূপ নির্দেশ দিয়ে তারপর নিজেই তাঁদেরকে, পিতৃগণকে এবং প্রজাপতিগণকে সঙ্গে নিয়ে নিজ লোক (ব্রহ্মলোক) থেকে ভগবান ত্রিপুরারি শিবের প্রিয় ধাম পর্বতশ্রেষ্ঠ কৈলাসে গমন করলেন। ৪-৬-৮

জন্যৌষধিতপোমন্ত্রযোগসিদ্ধৈর্নরেতরৈঃ।

জুষ্টং কিন্নরগন্ধর্বৈরপ্সরোভির্বৃতং সদা॥ ৪-৬-৯

সেই কৈলাসে ওষধি, তপস্যা, মন্ত্র তথা যোগ প্রভৃতি উপায় দ্বারা যাঁরা সিদ্ধিলাভ করেছেন এবং যাঁরা জন্ম থেকেই সিদ্ধ এমন দেবতাগণ নিত্য নিবাস করেন ; কিন্নর, গন্ধর্ব এবং অপ্সরাবৃন্দ সেখানে সর্বদা অবস্থান করেন। ৪-৬-৯

নানামণিময়ৈঃ শৃঙ্গৈর্নানাধাতুবিচিত্রিতৈঃ।
নানাদ্রুমলতাগুল্মৈর্নানামৃগগণাবৃতৈঃ॥ ৪-৬-১০

সেই কৈলাসের শিখরগুলি মণিময়, বহু প্রকারের ধাতুর বিবিধ বর্ণে সেগুলি বিচিত্রিত। বহুবিধ বৃক্ষ-লতা-গুল্মে পরিপূর্ণ সেই পর্বতে অসংখ্য প্রকারের আরণ্য পশু বিচরণ করে। ৪-৬-১০

নানামলপ্রস্রবণৈর্নানাকন্দরসানুভিঃ।
রমণং বিহরন্তীনাং রমণৈঃ সিদ্ধযোষিতাম্॥ ৪-৬-১১

নির্মল জলের নানা প্রস্রবণ, অনেক গহ্বর ও উচ্চ সানুদেশ সেই পর্বতটিকে সিদ্ধ-রমণীগণের কাছে আনন্দদায়ক করে তুলেছে, যে সিদ্ধরমণীরা সেখানে তাঁদের প্রিয়গণের সঙ্গে বিহার করে থাকেন। ৪-৬-১১

ময়ূরকেকাভিরুতং মদান্ধালিবিমূর্চ্ছিতম্।
প্লাবিতৈ রক্তকণ্ঠানাং কূজিতৈশ্চ পতৎত্রিণাম্॥ ৪-৬-১২

সেখানে চতুর্দিক ময়ূরের কেকারবে, মদমত্ত ভ্রমরদের গুঞ্জনে, কোকিলের কুহু-ধ্বনিতে এবং অন্যান্য পাখিদের কূজনে মুখরিত। ৪-৬-১২

আহূয়ন্তমিবোদ্ধস্তৈর্দ্বিজান্ কামদুঘৈর্দ্রুমৈঃ।
ব্রজন্তমিব মাতঙ্গৈর্গৃণন্তমিব নির্ঝরৈঃ॥ ৪-৬-১৩

সেখানে কল্পবৃক্ষগুলির উচ্চ শাখার আন্দোলনে মনে হয় যেন সেই পর্বত নিজেই হাত তুলে পাখিদের আহ্বান করছে, হাতিদের বিচরণে মনে হয় পর্বত স্বয়ং চলছে, আবার ঝরনার কলস্বরে মনে হয় পর্বত বুঝি কথা বলছে। ৪-৬-১৩

BANGLADARSHAN.COM

মন্দারৈঃ পারিজাতৈশ্চ সরলৈশ্চোপশোভিতম্।
তমালৈঃ শালতালৈশ্চ কোবিদারাসনার্জুনৈঃ॥ ৪-৬-১৪

মন্দার, পারিজাত, সরল, তমাল, তাল, কোবিদ্যার (রক্তকাঞ্চন), অসণ, অর্জুন প্রভৃতি বৃক্ষে সেই পর্বত সুশোভিত। ৪-৬-১৪

চূতৈঃ কদম্বৈর্নীপৈশ্চ নাগপুন্নাগচম্পকৈঃ।
পাটলাশোকবকুলৈঃ কুন্দৈঃ কুরবকৈরপি॥ ৪-৬-১৫
স্বর্ণার্ণশতপত্রৈশ্চ বররেণুকজাতিভিঃ।
কুব্জকৈর্মল্লিকাভিশ্চ মাধবীভিশ্চ মণ্ডিতম্॥ ৪-৬-১৬

আম, কদম্ব, নীপ (ভিন্নপ্রকারের কদম্ব), নাগ, পুন্নাগ, চম্পক, পাটল, অশোক, বকুল, কুন্দ, কুরুবক, স্বর্ণবর্ণ শতপত্র পদ্ম, এলা-লতা, জাতিপুষ্প (মালতী) লতা, কুব্জক, মল্লিকা এবং মাধবী প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির বৃক্ষ ও লতাসমূহও সেই পর্বতের শোভাবৃদ্ধি করেছে। ৪-৬-১৫-১৬

পনসোদুম্বরাশ্বত্থপ্লক্ষন্যগ্রোধহিঙ্গুভিঃ।
ভূর্জৈরোষধিভিঃ পূগৈ রাজপূগৈশ্চ জম্বুভিঃ॥ ৪-৬-১৭
খর্জূরাম্রাতকাম্রাদ্যৈঃ প্রিয়ালমধুকেঙ্গুদৈঃ।
দ্রুমজাতিভিরন্যৈশ্চ রাজিতং বেণুকীচকৈঃ॥ ৪-৬-১৮

কাঁঠাল, ডুমুর, অশ্বত্থ, প্লক্ষ, বট, হিঙ্গু, ভূর্জ, ওষধি (ফল পাকলে যে গাছ মরে যায়) বৃক্ষ, সুপারি, রাজপৃগ, জাম, খেজুর, আম্রাতক (আমড়া), আম, পিয়াল, মহুয়া, ইঙ্গুদ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের বৃক্ষ এবং বেণু ও কীচক জাতীয় বাঁশের ঘনবদ্ধ শ্রেণী সেই পর্বতের বৈচিত্র্যময় সৌন্দর্য সম্পাদন করেছে। ৪-৬-১৭-১৮

কুমুদোৎপলকহ্লারশতপত্রবনর্দ্ধিভিঃ।

নলিনীষু কলং কূজৎখগবৃন্দোপশোভিতম্॥ ৪-৬-১৯

সেই কৈলাসপর্বতের সরোবরগুলিতে কুমুদ, উৎকল, কহ্লার, শতপত্র প্রভৃতি বিভিন্ন প্রজাতির পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়ে রয়েছে এবং তারই শোভা-গন্ধে মুগ্ধ হয়ে মধুর কূজনে মত্ত অজস্র পাখি সেখানে এক মনোহর পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। ৪-৬-১৯

মৃগৈঃ শাখামৃগৈঃ ক্রোড়ৈর্মৃগেন্দ্রৈর্ঋক্ষশল্যকৈঃ।

গবয়ৈঃ শরভৈর্ব্যাঘ্রৈ রুরুভির্মহিষাদিভিঃ॥ ৪-৬-২০

কর্ণান্ত্রৈকপদাশ্বাস্যৈর্নির্জুষ্টং বৃকনাভিভিঃ।

কদলীখণ্ডসংরুদ্ধনলিনীপুলিনশ্রিয়ম্॥ ৪-৬-২১

পর্যস্তং নন্দয়া সত্যাঃ স্নানপুণ্যতরোদয়া।

বিলোক্য ভূতেশগিরিং বিবুধা বিস্ময়ং যযুঃ॥ ৪-৬-২২

হরিণ, বানর, শূকর, সিংহ, ভল্লুক, সজারু, নীলগাই, শরভ, বাঘ, রুরুমৃগ, মহিষ, কর্ণান্ত্র, একপদ, অশ্বমুখ, নেকড়ে বাঘ, কস্তুরীমৃগ প্রভৃতি সেখানে ইতস্তত বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। তীরে কদলীবন ঘন হয়ে ঘিরে থাকায় শ্যামল সুষমার মণ্ডিত হয়ে রয়েছে সরোবরগুলি। সেই পর্বতকে বেষ্টন করে বয়ে চলেছে নন্দা নদী যার পবিত্র জল সতীদেবীর স্নানের ফলের হয়ে উঠেছে পবিত্রতর এবং সুগন্ধযুক্ত। ভগবান ভূতনাথ মহাদেবের নিবাসস্থান সেই কৈলাসের এই অপূর্ব রমণীয়তা চাক্ষুষ করে দেবতারা বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। ৪-৬-২০-২১-২২

দদৃশুস্তত্র তে রম্যামলকাং নাম বৈ পুরীম্।

বনং সৌগন্ধিকং চাপি যত্র তন্নাম পঙ্কজম্॥ ৪-৬-২৩

BANGLADARSHAN.COM

তাঁরা সেখানে অলকানামে এক সুরম্য নগরী এবং সৌগন্ধিক নামে বন দেখতে পেলেন যে বনে সেই নামেরই (সৌগন্ধিক নামক) পদ্ম ফুল ফুটে সুগন্ধে সমগ্র বনকে আমোদিত করে রাখে। ৪-৬-২৩

নন্দা চালকনন্দা চ সরিতৌ বাহ্যতঃ পুরঃ।

তীর্থপাদপদাম্ভোজরজসাতীব পাবনে॥ ৪-৬-২৪

অলকাপুরীর বহির্দেশে নন্দা এবং অলকানন্দা নামে দুটি নদী বয়ে চলেছে। যাঁর পাদপদ্ম সর্বতীর্থসার সেই শ্রীহরির চরণধূলিস্পর্শে তাদের জল পবিত্র হয়ে গেছে। ৪-৬-২৪

যয়োঃ সুরস্ত্রিয়ঃ ক্ষত্তরবরুহ্য স্বধিষ্ণ্যতঃ।

ক্রীড়ন্তি পুংসঃ সিঞ্চন্ত্যো বিগাহ্য রতিকর্শিতাঃ॥ ৪-৬-২৫

বিদুর ! রতিবিলাসশ্রান্ত দেবাঙ্গনাগণ নিজেদের নিবাসস্থান থেকে অবতরণ করে সেই নদীদুটির জলে অবগাহন করেন এবং ক্রীড়াচ্ছলে নায়কদের দেহে জল নিক্ষেপ করে থাকেন। ৪-৬-২৫

যয়োস্তৎস্নানবিভ্রষ্টনবকুঙ্কুমপিঞ্জরম্।

বিতৃষোঽপি পিবন্ত্যম্ভঃ পায়য়ন্তো গজা গজীঃ॥ ৪-৬-২৬

স্নানের সময়ে সেই সুরাঙ্গনাদের বক্ষোদেশের অনতিপূর্ব রচিত কুঙ্কুমপত্রলেখা ধৌত হয়ে নদীর জল রঞ্জিত হয়ে যায়। বন্যগজেরা তৃষ্ণার্ত না হলেও (গন্ধে মুগ্ধ হয়ে) সেই কুঙ্কুমমিশ্রিত জল নিজেরা পান করে এবং তাদের সঙ্গিনী হস্তিনীদেরও পান করায়। ৪-৬-২৬

তারহেমমহারত্নবিমানশতসংকুলাম্।

জুষ্টাং পুণ্যজনস্ত্রীভির্যথা খং সতড়িদ্ঘনম্॥ ৪-৬-২৭

অলকাপুরীতে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং বহুমূল্য মণিরত্নাদি রচিত বহুসংখ্যক রথে চারিদিক পরিব্যাপ্ত এবং সেখানে (রূপরম্যা) যক্ষরমণীগণ বাস করেন, এরফলে সেই নগরী বিদ্যুৎ-সংযুক্ত মেঘমালায় মণ্ডিত আকাশের শোভা ধারণ করেছে। ৪-৬-২৭

হিত্বা যক্ষেশ্বরপুরীং বনং সৌগন্ধিকং চ তৎ।
দ্রুমৈঃ কামদুঘৈর্হৃদ্যং চিত্রমাল্যফলচ্ছদৈঃ॥ ৪-৬-২৮

যক্ষেশ্বর কুবেরের রাজধানী সেই অলকাপুরীকে পশ্চাতে ফেলে দেবতারা সৌগন্ধিক বনে এসে পৌঁছলেন। বিচিত্র ফল, ফুল ও পাতায় সুশোভিত বহু কল্পবৃক্ষ সেই বনটিকে শ্রীমণ্ডিত করে রেখেছে। ৪-৬-২৮

রক্তকণ্ঠখগানীকস্বরমণ্ডিতষট্পদম্।
কলহংসকুলপ্রেষ্ঠং খরদণ্ডজলাশয়ম্॥ ৪-৬-২৯

সেখানে কোকিলের পঞ্চমতান ভ্রমরদের মধুর গুঞ্জনের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যেন পরস্পরের উৎকর্ষ বৃদ্ধির কারণ হয়েছে এবং রাজহংসকুলের একান্ত প্রিয় বহু বিকশিত পদ্ম সরোবর সেই বনের সৌন্দর্য বিধান করেছে। ৪-৬-২৯

বনকুঞ্জরসংঘৃষ্টহরিচন্দনবায়ুনা।
অধি পুণ্যজনস্ত্রীণাং মুহুরুন্মথয়ন্মনঃ॥ ৪-৬-৩০

বন্যগজের শরীর-ঘর্ষণে হরিচন্দনবৃক্ষের ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে যে সুবাস নির্গত হয় তার দ্বারা সেখানকার বায়ু সুরভিত হয়ে ওঠে। সেই সুগন্ধ বায়ু যক্ষরমণীগনের মনকে করে তোলে আকুল ও উৎসুক। ৪-৬-৩০

বৈদূর্যকৃতসোপানা বাপ্য উৎপলমালিনীঃ।
প্রাপ্তা কিম্পুরুষৈর্দৃষ্ট্বা ত আরাদ্দদৃশুর্বটম্॥ ৪-৬-৩১

সেখানে সুরম্য জলাশয়ে কিম্পুরুষেরা জলক্রীড়ার নিমিত্ত সমাগত হয়—যে জলাধারগুলির সোপান বৈদুর্যমণিদ্বারা রচিত এবং যেখানে বহুসংখ্যক পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়ে থাকে। সেই বনের এই বিচিত্র শোভা দর্শন করতে করতে আরও কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর দেবতারা অদূরেই একটি বটবৃক্ষ দেখতে পেলেন। ৪-৬-৩১

BANGLADARSHAN.COM

স যোজনশতোৎসেধঃ পাদোনবিটপায়তঃ।
পর্যক্কৃতাচলচ্ছায়ো নির্নীড়স্তাপবর্জিতঃ॥ ৪-৬-৩২

সেই বটবৃক্ষ উচ্চতায় একশো যোজন এবং শাখাগুলি পঁচাত্তর যোজন বিস্তৃত ছিল। চারদিকে অচল ছায়া বিস্তার করে অবস্থিত সেই বটের নীচে কোনো তাপ স্বাভাবিক-ভাবেই ছিল না এবং সেই বৃক্ষে কোনো পাখির নীড়ও ছিল না। ৪-৬-৩২

তস্মিন্মহাযোগময়ে মুমুক্ষুশরণে সুরাঃ।
দদৃশুঃ শিবমাসীনং ত্যক্তামর্ষমিবান্তকম্॥ ৪-৬-৩৩

মহাযোগময়, মুমুক্ষুজনের আশ্রয়ভূত সেই বটবৃক্ষের নীচে দেবতারা ভগবান শিবকে অধিষ্ঠিত দেখতে পেলেন। তাঁকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন স্বয়ং যমরাজ ক্রোধশূন্য মূর্তিতে অবস্থান করছেন। ৪-৬-৩৩

সনন্দনাদ্যৈর্মহাসিদ্ধৈঃ শান্তৈঃ সংশান্তবিগ্রহম্।
উপাস্যমানং সখ্যা চ ভর্ত্রা গুহ্যকরক্ষসাম্॥ ৪-৬-৩৪

প্রশান্তমূর্তি সেই ভগবান শংকরকে সনন্দন প্রভৃতি শান্ত মহাসিদ্ধগণ এবং তাঁর সখা যক্ষ-রাক্ষসদের অধিপতি কুবের সেবা করছিলেন। ৪-৬-৩৪

বিদ্যাতপোযোগপথমাস্থিতং তমধীশ্বরম্।
চরন্তং বিশ্বসুহৃদং বাৎসল্যাল্লোকমঙ্গলম্॥ ৪-৬-৩৫

জগৎপতি মহাদেব সমগ্র বিশ্বের সুহৃদ, স্নেহবশে তিনি উপাসনা, চিত্তের একাগ্রতা এবং সমাধি প্রভৃতি সাধনের আচরণে নিরত থাকেন। ৪-৬-৩৫

লিঙ্গং চ তাপসাভীষ্টং ভস্মদণ্ডজটাজিনম্।

অঙ্গেন সন্ধ্যাভ্ররুচা চন্দ্রলেখাং চ বিভ্রতম্॥ ৪-৬-৩৬

তাঁর দেহের কান্তি সন্ধ্যাকালীন মেঘের মতো ; সেই দেহে তিনি তপস্বীগণের একান্ত অভীষ্ট চিহ্নসমূহ ভস্ম, দণ্ড, জটা, মৃগচর্ম এবং মস্তকে চন্দ্রলেখা ধারণ করে ছিলেন। ৪-৬-৩৬

উপবিষ্টং দর্ভময্যাং বৃস্যাং ব্রহ্ম সনাতনম্।

নারদায় প্রবোচন্তং পৃচ্ছতে শৃণ্বতাং সতাম্॥ ৪-৬-৩৭

তিনি কুশাসনে উপবিষ্ট ছিলেন এবং উপস্থিত বহু সাধু শ্রোতাদের সম্মুখে দেবর্ষি নারদের জিজ্ঞাসার উত্তরে সনাতন ব্রহ্ম সম্পর্কে উপদেশ দিচ্ছিলেন। ৪-৬-৩৭

কৃত্বোরৌ দক্ষিণে সব্যং পাদপদ্মং চ জানুনি।

বাহুং প্রকোষ্ঠেঽক্ষমালামাসীনং তর্কমুদ্রয়া॥ ৪-৬-৩৮

তিনি বামচরণ দক্ষিণ উরুর উপরে, বাম হাত বাম জানুতে এবং দক্ষিণ হাতের মণিবন্ধে জপমালা ধারণ করে তর্কমুদ্রা অবলম্বনে আসীন ছিলেন। ৪-৬-৩৮

তং ব্রহ্মনির্বাণসমাধিমাশ্রিতং ব্যুপাশ্রিতং গিরিশং যোগকক্ষাম্।

সলোকপালা মুনয়ো মনূনামাদ্যং মনুং প্রাঞ্জলয়ঃ প্রণেমুঃ॥ ৪-৬-৩৯

BANGLADARSHAN.COM

তিনি যোগপট্টের (কাষ্ঠনির্মিত যোগাসন সহায়ক উপকরণ) সাহায্যে আসন বদ্ধ অবস্থায় একাগ্রচিত্তে ব্রহ্মানন্দের অনুভবে মগ্ন ছিলেন। এই সময়ে সেই লোকপাল দেববৃন্দের সঙ্গে সমাগত মুনিগণ মননশীলদের মধ্যে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ সেই ভগবান গিরীশকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করলেন। ৪-৬-৩৯

স তূপলভ্যাগতমাত্মযোনিং সুরাসুরেশৈরভিবন্দিতাঙ্ঘ্রিঃ।

উত্থায় চক্রে শিরসাভিবন্দনমর্হত্তমঃ কস্য যথৈব বিষ্ণুঃ॥ ৪-৬-৪০

যদিও দেবতা ও দৈত্যদের অধিপতিগণ সকলেই তাঁর চরণবন্দনা করতেন তথাপি স্বয়ং ব্রহ্মাকে তাঁর অধিষ্ঠানে সমাগত দেখে ভগবান মহাদেব অবিলম্বে গাত্রোত্থান করলেন এবং বামনাবতারে সর্বলোকপূজ্য ভগবান বিষ্ণু যেমন মহর্ষি কশ্যপকে বন্দনা করেছিলেন তেমনভাবেই নতমস্তকে ব্রহ্মাকে প্রণাম করলেন। ৪-৬-৪০

তথাপরে সিদ্ধগণা মহর্ষিভির্যে বৈ সমন্তাদনু নীললোহিতম্।

নমস্কৃতঃ প্রাহ শশাঙ্কশেখরং কৃতপ্রণামং প্রহসন্নিবাত্মভূঃ॥ ৪-৬-৪১

মহাদেবের চারপাশে যে সকল মহর্ষি ও সিদ্ধগণ উপবিষ্ট ছিলেন তাঁরাও সেইভাবেই ব্রহ্মাকে প্রণাম জানালেন। এইভাবে সকলের প্রণাম সমাপন হলে তখনও প্রণাম-মুদ্রায় অবস্থিত ভগবান চন্দ্রশেখরকে ব্রহ্মা সস্মিত বদনে বললেন। ৪-৬-৪১

ব্রহ্মোবাচ

জানে ত্বামীশং বিশ্বস্য জগতো যোনিবীজয়োঃ।

শক্তেঃ শিবস্য চ পরং যত্তদ্ব্রহ্ম নিরন্তরম্॥ ৪-৬-৪২

ব্রহ্মা বললেন—হে দেব ! আমি জানি আপনি সমগ্র বিশ্বের অধীশ্বর, কারণ জগতের যোনিস্বরূপ যে শক্তি (প্রকৃতি) এবং বীজস্বরূপ যে শিব (পুরুষ) আপনি এই উভয়েরই কারণ এবং এতদুভয়ের অতীত নির্বিকার একরস পরব্রহ্মস্বরূপ। ৪-৬-৪২

ত্বমেব ভগবন্নেতচ্ছিবশক্ত্যোঃ সরূপয়োঃ।

বিশ্বং সৃজসি পাস্যৎসি ক্রীড়ন্নূর্ণপটো যথা॥ ৪-৬-৪৩

হে ভগবান ! আপনারই অংশভূত যে শিব ও শক্তি তাদের নিমিত্তমাত্র করে লীলাচ্ছলে আপনি নিজেরই মধ্যে থেকে এই বিশ্বসংসারের উদ্ভব ঘটান, পালন করেন আবার সংহার করেন—যেমন মাকড়সা নিজ দেহ থেকে উর্ণাজাল বিস্তার, তার ধারণ এবং পুনরায় সংহরণ করে থাকে। ৪-৬-৪৩

ত্বমেব ধর্মার্থদুঘাভিপত্তয়ে দক্ষেণ সূত্রেণ সসর্জিথাধ্বরম্।

ত্বয়ৈব লোকেঽবসিতাশ্চ সেতবো যান্ ব্রাহ্মণাঃ শ্রদ্দধতে ধৃতব্রতাঃ॥ ৪-৬-৪৪

ধর্ম ও অর্থপ্রসবকারী বেদের রক্ষার নিমিত্ত দক্ষকে (প্রয়োজন সাধক) সূত্ররূপে ব্যবহার করে আপনিই যজ্ঞের সৃষ্টি করেছেন। নিয়মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ শ্রদ্ধার সঙ্গে যে বর্ণাশ্রম ধর্মের মর্যাদা প্রতিপালন করে থাকেন তা আপনিই নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। ৪-৬-৪৪

ত্বং কর্মণাং মঙ্গল মঙ্গলানাং কর্তুঃ স্ম লোকং তনুষে স্বঃ পরং বা।

অমঙ্গলানাং চ তমিস্রমুল্বণং বিপর্যয়ঃ কেন তদেব কস্যচিৎ॥ ৪-৬-৪৫

মঙ্গলময় মহেশ্বর ! আপনি শুভকর্মকারী ব্যক্তিদের স্বর্গলোক অথবা মোক্ষপ্রদান করে থাকেন এবং পাপাচারীদের ঘোর অন্ধকারময় নরকে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই কর্মফল বিপরীত হয়ে যায় কেন ? ৪-৬-৪৫

ন বৈ সতাং ত্বচ্চরণার্পিতাত্মনাং ভূতেষু সর্বেষ্বভিপশ্যতাং তব।

ভূতানি চাত্মন্যপৃথগ্‌দিদৃক্ষতাং প্রায়েণ রোষোঽভিভবেদ্‌যথা পশুম্॥ ৪-৬-৪৬

যাঁরা আপনার চরণে নিজেকে সমর্পণ করেন, সর্বভূতে আপনাকে দর্শন করেন এবং অভেদ দৃষ্টিতে নিজের মধ্যে সর্বভূতকে দর্শন করেন সেই মহাত্মারা কখনোই ক্রোধের বশীভূত হন না, যেমন পশুরা (পশুতুল্য ব্যক্তিরা, যথা দক্ষ) হয়ে থাকে। ৪-৬-৪৬

BANGLADARSHAN.COM

পৃথদ্ধিয়ঃ কর্মদৃশো দুরাশয়াঃ পরোদয়েনার্পিতহৃদ্রুজোঽনিশম্।

পরান্ দুরুক্তৈর্বিতুদন্ত্যরুন্তুদা স্তান্না বধীদ্দৈববধান্ ভবদ্বিধঃ॥ ৪-৬-৪৭

যে সকল ব্যক্তি ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন এবং তার ফলে কেবল কর্মকাণ্ডে আসক্ত, যাদের অভিপ্রায় অশুভ, পরের উন্নতি দর্শনে যাদের হৃদয় দিনরাত অশান্তির জ্বালায় জ্বলতে থাকে, অপরের মর্মপীড়া উৎপাদনে সর্বদা উৎসুক যে সকল ব্যক্তি নিজেদের কুৎসিত দুর্বাক্যের দ্বারা অন্যদের কষ্ট দেয়, আপনার মতো মহাপুরুষের পক্ষে তাদের বধ করাও উচিত নয় কারণ দৈবকর্তৃকই তারা নিহত হয়ে রয়েছে। ৪-৬-৪৭

যস্মিন্ যদা পুষ্করনাভমায়য়া দুরন্তয়া স্পৃষ্টধিয়ঃ পৃথগ্‌দৃশঃ।

কুর্বন্তি তত্র হ্যনুকম্পয়া কৃপাং ন সাধবো দৈববলাৎ কৃতে ক্রমম্॥ ৪-৬-৪৮

হে দেবদেব ! ভগবান কমলনাভ বিষ্ণুর প্রবল মায়ায় মোহিত কোনো ব্যক্তির যদি কখনো কোনো স্থানে ভেদ বুদ্ধি উৎপন্ন হয় তাহলেও সাধুপুরুষেরা নিজেদের পরদুঃখকাতর স্বভাবের বশেই তার উপরে কৃপা করে থাকেন, দৈববশে যা ঘটে যায় সে বিষয়ে সংশোধন বা প্রতিকারের জন্য নিজে উদ্যোগী হন না। নিজের প্রতি আচরিত অবমাননা দৈবকৃত বিবেচনায় নিজেরা তার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন না। ৪-৬-৪৮

ভবাংস্তু পুংসঃ পরমস্য মায়য়া দুরন্তয়াস্পৃষ্টমতিঃ সমস্তদৃক্।

তয়া হতাত্মস্বনুকর্মচেতঃ স্বনুগ্রহং কর্তুমিহার্হসি প্রভো॥ ৪-৬-৪৯

প্রভু, আপনি সর্বজ্ঞ, পরম পুরুষ ভগবানের মায়া আপনার বুদ্ধিকে স্পর্শও করতে পারেনি। সুতরাং যাদের চিত্ত সেই মায়ার বশীভূত হয়ে কর্মমার্গের প্রতি আসক্ত হয়েছে তারা যদি কোনো অপরাধ করে ফেলে তাহলেও তাদের প্রতি আপনার কৃপা প্রদর্শন করা উচিত। ৪-৬-৪৯

কুর্বধ্বরস্যোদ্ধরণং হতস্য ভোস্ত্বয়াসমাপ্তস্য মনো প্রজাপতেঃ।

ন যত্র ভাগং তব ভাগিনো দদুঃ কুযজ্বিনো যেন মখো নিনীয়তে॥ ৪-৬-৫০

ভগবান ! আপনিই সর্বমূল, সকল যজ্ঞের পূর্ণতা ও সফলতা বিধান আপনিই করেন। যজ্ঞভাগে আপনার সম্পূর্ণ অধিকার বর্তমান। তা সত্ত্বেও দক্ষের যজ্ঞে নির্বোধ কু-যাজ্ঞিকেরা আপনার অংশ প্রদান করেনি এবং (তার পরিণামে) সেই যজ্ঞ আপনার দ্বারাই বিনষ্ট হয়েছে। এখন আপনি কৃপা করে এই অপূর্ণ যজ্ঞের পুনরুদ্ধার করুন। ৪-৬-৫০

জীবতাদ্ যজমানোঽয়ং প্রপদ্যেতাক্ষিণী ভগঃ।

ভৃগোঃ শ্মশ্রূণি রোহন্তু পূষ্ণো দন্তাশ্চ পূর্ববৎ॥ ৪-৬-৫১

প্রভু, এই যজমান (দক্ষ) পুনর্জীবিত হোক, ভগদেবতা তাঁর চক্ষু পুনরায় লাভ করুন, ভৃগুমুনির শ্মশ্রু পুনরুৎপন্ন হোক এবং পূষার দন্তও পূর্ববৎ হোক। ৪-৬-৫১

দেবানাং ভগ্নগাত্রাণামৃত্বিজাং চায়ুধাশ্মভিঃ।

ভবতানুগৃহীতানামাশু মন্যোঽস্ত্বনাতুরম্॥ ৪-৬-৫২

হে রুদ্রদেব ! (আপনার অনুচরদের) অস্ত্র-শস্ত্র এবং প্রস্তরখণ্ডের প্রহারে যে সকল দেবতা ও ঋত্বিকদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভগ্ন বা আহত হয়েছে, আপনার অনুগ্রহে তাঁরা অচিরেই আরোগ্য লাভ করেন। ৪-৬-৫২

এষ তে রুদ্র ভাগোঽস্তু যদুচ্ছিষ্টোঽধ্বরস্য বৈ।

যজ্ঞস্তে রুদ্রভাগেন কল্পতামদ্য যজ্ঞহন্॥ ৪-৬-৫৩

হে রুদ্র ! যজ্ঞ সম্পূর্ণ হওয়ার পর যা কিছু অবশিষ্ট থাকে সেই সবই এখন থেকে আপনার অংশ হোক। যে যজ্ঞধ্বংসকারী ! আপনার ভাগ প্রধান করেই এই যজ্ঞ আজ সুসম্পন্ন হোক, পূর্ণতা লাভ করুক। ৪-৬-৫৩

BANGLADARSHAN.COM

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে রুদ্রসান্ত্বনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥

দক্ষযজ্ঞের পূর্ণতা সম্পাদন

মৈত্রেয় উবাচ

ইত্যজেনানুনীতেন ভবেন পরিতুষ্যতা।

অভ্যধায়ি মহাবাহো প্রহস্য শ্রূয়তামিতি॥ ৪-৭-১

মৈত্রেয় বললেন–হে মহাবাহু বিদুর ! ব্রহ্মা এই প্রকারে প্রার্থনা জানালে শংকর পরিতুষ্ট হয়ে সহাস্যে যা বলেছিলেন শ্রবণ করো। ৪-৭-১

শ্রীমহাদেব উবাচ

নাঘং প্রজেশ বালানাং বর্ণয়ে নানুচিন্তয়ে।

দেবমায়াভিভূতানাং দণ্ডস্তত্র ধৃতো ময়া॥ ৪-৭-২

ভগবান মহাদেব বললেন—হে প্রজাপতি ব্রহ্মা ! শ্রীভগবানের মায়ায় মোহিত দক্ষ-সদৃশ অবোধদের অপরাধ সম্পর্কে আমি আলোচনাও করি না বা সে-সম্বন্ধে চিন্তাও করি না। তবে কেবলমাত্র (তাদের কল্যাণের জন্যই) সাবধান করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদের সামান্য দণ্ডবিধান করেছি। ৪-৭-২

প্রজাপতের্দগ্ধশীর্ষ্ণো ভবত্বজমুখং শিরঃ।
মিত্রস্য চক্ষুষেক্ষেত ভাগং স্বং বর্হিষো ভগঃ॥ ৪-৭-৩

প্রজাপতি দক্ষের মস্তক দগ্ধ হয়ে গেছে, এখন সেই স্থানে ছাগমুণ্ড সংযুক্ত করা হোক, ভগদেবতা মিত্রদেবতার চোখের সাহায্যে নিজের যজ্ঞভাগ দর্শন করতে পারবেন। ৪-৭-৩

পূষা তু যজমানস্য দদ্ভির্জক্ষতু পিষ্টভুক্।
দেবাঃ প্রকৃতসর্বাঙ্গা যে ম উচ্ছেষণং দদুঃ॥ ৪-৭-৪

পূষা পিষ্টদ্রব্যভোজী হবেন, যজমানের দন্তের সাহায্যে তাঁর ভক্ষণ সম্পন্ন হতে পারবে। অপর সব দেবতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাক, কারণ তাঁরা যজ্ঞের অবশিষ্ট দ্রব্য আমার অংশরূপে নির্দিষ্ট করেছেন। ৪-৭-৪

বাহুভ্যামশ্বিনোঃ পূষ্ণো হস্তাভ্যাং কৃতবাহবঃ।
ভবন্ত্বধ্বর্যবশ্চান্যে বস্তশ্মশ্রুর্ভৃগুর্ভবেৎ॥ ৪-৭-৫

অধ্বর্যু প্রমুখ অন্যান্য ঋত্বিকগণের মধ্যে যাঁদের বাহু (কনুই-এর উপরের দিক) ভগ্ন হয়ে গেছে তাঁরা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বাহুদ্বারা বাহুযুক্ত এবং যাঁদের হস্ত (কনুই-এর নীচের দিক) নষ্ট হয়েছে তাঁরা পূষার হস্তদ্বারা হস্তবান (অর্থাৎ কর্মসম্পাদনে সক্ষম) হবেন। ভৃগুমুনির মুখে ছাগশ্মশ্রুতুল্য শ্মশ্রু উৎপন্ন হবে। ৪-৭-৫

BANGLADARSHAN.COM

মৈত্রেয় উবাচ

তদা সর্বাণি ভূতানি শ্রুত্বা মীঢুষ্টমোদিতম্।
পরিতুষ্টাত্মভিস্তাত সাধু সাধ্বিত্যথাব্রুবন্॥ ৪-৭-৬

মৈত্রেয় বললেন—বৎস বিদুর ! ভগবান শংকরের বাক্য শুনে সকলেই সন্তুষ্টচিত্তে 'সাধু' 'সাধু' বলতে লাগলেন। ৪-৭-৬

ততো মীঢ্বাংসমামন্ত্র্য শুনাসীরাঃ সহর্ষিভিঃ।
ভূয়স্তদ্দেবযজনং সমীঢ্বদ্ধেধসো যযুঃ॥ ৪-৭-৭

তারপর সকল দেবতা ও ঋষিগণ দক্ষের যজ্ঞভূমিতে গমনের জন্য মহাদেবের নিকট প্রার্থনা জানালেন এবং তাঁকে ও ব্রহ্মাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গমন করলেন। ৪-৭-৭

বিধায় কার্ৎস্ন্যেন চ তদ্ যদাহ ভগবান্ ভবঃ।
সংদধুঃ কস্য কায়েন সবনীয়পশোঃ শিরঃ॥ ৪-৭-৮

ভগবান শংকর যা যা বলেছিলেন সেখানে সেইভাবেই সমস্ত ব্যাপার সুনিষ্পন্ন করে তাঁরা দক্ষের দেহে যজ্ঞীয় পশুর মুণ্ডটি সংযোজিত করে দিলেন। ৪-৭-৮

সংধীয়মানে শিরসি দক্ষো রুদ্রাভিবীক্ষিতঃ।
সদ্যঃ সুপ্ত ইবোত্তস্থৌ সদৃশে চাগ্রতো মৃড়ম্॥ ৪-৭-৯

মস্তক সংযুক্ত করা হলে সেই দেহের প্রতি রুদ্রদেব দৃষ্টিপাত করলেন আর সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষ সদ্যসুপ্তোত্থিতের মতো পুনর্জীবিত হয়ে উঠে সামনেই কল্যাণমূর্তি ভগবান শিবকে দর্শন করলেন। ৪-৭-৯

তদা বৃষধ্বজদ্বেষকলিলাত্মা প্রজাপতিঃ।
শিবাবলোকাদভবচ্ছরদ্ধ্রদ ইবামলঃ॥ ৪-৭-১০

ভগবান বৃষধ্বজের প্রতি বিদ্বেষের কালিমায় মলিন দক্ষের হৃদয় এখন শিব-দর্শন-মাত্র (বর্ষাকালীন আবিলতা থেকে মুক্ত) শরৎকালীন হ্রদের মতো নির্মল ও প্রসন্ন হয়ে উঠল। ৪-৭-১০

ভবস্তবায় কৃতধীর্নাশক্নোদনুরাগতঃ।
ঔৎকণ্ঠ্যাদ্ বাষ্পকলয়া সম্পরেতাং সুতাং স্মরন্॥ ৪-৭-১১

তাঁর ইচ্ছা হল শিবের স্তুতি করবেন, কিন্তু মৃতা (নিরপরাধ) কন্যা সতীর কথা মনে পড়ায় স্নেহে ও (অপ্রতিবিধেয় দুঃখের) উৎকণ্ঠায় তাঁর চোখ বাষ্পাকুল হয়ে উঠল, মুখ দিয়ে বাক্য নিঃসরণ হল না। ৪-৭-১১

কৃচ্ছ্রাৎ সংস্তভ্য চ মনঃ প্রেমবিহ্বলিতঃ সুধীঃ।
শশংস নির্ব্যলীকেন ভাবেনেশং প্রজাপতিঃ॥ ৪-৭-১২

শেষে অনেক কষ্টে হৃদয়ের আবেগ সংযত করে ধীশক্তিসম্পন্ন প্রজাপতি দক্ষ একান্ত প্রেম বিহ্বলতার সঙ্গে অকপটভাবে শিবের স্তুতি আরম্ভ করলেন। ৪-৭-১২

দক্ষ উবাচ

ভূয়াননুগ্রহ অহো ভবতা কৃতো মে দণ্ডস্ত্বয়া ময়ি ভৃতো যদপি প্রলব্ধঃ।
ন ব্রহ্মবন্ধুষু চ বাং ভগবন্নবজ্ঞা তুভ্যং হরেশ্চ কুত এব ধৃতব্রতেষু॥ ৪-৭-১৩

দক্ষ বললেন—ভগবান ! আমি আপনার নিন্দাবাদ করে আপনার কাছে অপরাধ করেছিলাম, আপনি কিন্তু তার পরিবর্তে (আমাকে উপেক্ষা না করে) আমার দণ্ডবিধানের দ্বারা আমাকে শিক্ষা দিয়ে পরম অনুগ্রহই প্রকাশ করলেন। আপনি এবং শ্রীহরি আচারহীন, নামে-মাত্র ব্রাহ্মণ, ব্রহ্মবন্ধুদেরও উপেক্ষা করেন না, সুতরাং আমার মতো যারা যাগযজ্ঞাদি-কর্মে নিষ্ঠাভাবে রত থাকে তাদের প্রতি বিমুখ হবেন না—এটাই স্বাভাবিক। ৪-৭-১৩

BANGLADARSHAN.COM

বিদ্যাতপোব্রতধরান্ মুখতঃ স্ম বিপ্রান্ ব্রহ্মাত্মতত্ত্বমবিতুং প্রথমং ত্বমস্রাক্।
তদ্ব্রাহ্মণান্ পরম সর্ববিপৎসু পাসি পালঃ পশূনিব বিভো প্রগৃহীতদণ্ডঃ॥ ৪-৭-১৪

প্রভু ! আপনিই আত্মতত্ত্বের রক্ষার জন্য ব্রহ্মারূপ ধারণ করে বিদ্যা, তপস্যা, ও ব্রতাদির অনুশীলনকারী ব্রাহ্মণদের সর্বপ্রথমে নিজের মুখ থেকে সৃষ্ট করেছিলেন। হে পরমেশ্বর ! পশুপালক যেমন দণ্ড ধারণ করে পশুদের রক্ষা করে তেমনই আপনি সেই ব্রাহ্মণদের সর্বপ্রকার বিপদ থেকে রক্ষা করে থাকেন। ৪-৭-১৪

যোঽসৌ ময়াবিদিততত্ত্বদৃশা সভায়াং ক্ষিপ্তো দুরুক্তিবিশিখৈরগণয্য তন্মাম্।
অর্বাক্ পতন্তমর্হত্তমনিন্দয়াপাদ্ দৃষ্ট্যার্দ্রয়া স ভগবান্ স্বকৃতেন তুষ্যেৎ॥ ৪-৭-১৫

আপনার তত্ত্ব সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণই অজ্ঞ ছিলাম, সেই কারণেই আমি সেই যজ্ঞসভায় নিজের দুর্বাক্য-বাণে আপনাকে বিদ্ধ করেছিলাম। কিন্তু আপনি আমার সেই অপরাধ গ্রহণ করেননি, উপরন্তু আপনার মতো পূজ্যতম মহানুভবের নিন্দাজনিত পাপে অতি নীচ ঘোর নরকে পতনোন্মুখ আমাকে আপনার করুণাপূর্ণ দৃষ্টিপাতে রক্ষা করেছেন। এখনও আমার মধ্যে এমন কোনো গুণ নেই যার দ্বারা আপনাকে প্রসন্ন করতে পারি, আপনি নিজগুণেই আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। ৪-৭-১৫

মৈত্রেয় উবাচ

ক্ষমাপ্যৈবং স মীঢ্বাংসং ব্রহ্মণা চানুমন্ত্রিতঃ।
কর্ম সন্তানয়ামাস সোপাধ্যায়র্ত্বিগাদিভিঃ। ৪-৭-১৬

মৈত্রেয় বললেন—এইভাবে ভগবান আশুতোষ শংকরের কাছ থেকে স্বকৃত অপরাধের ক্ষমা অনুমোদন করিয়ে নিয়ে তারপর প্রজাপতি দক্ষ ব্রহ্মার নির্দেশে উপাধ্যায় এবং ঋত্বিকগণের সহায়তায় যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। ৪-৭-১৬

বৈষ্ণবং যজ্ঞসন্ততৈ ত্রিকপালং দ্বিজোত্তমাঃ।

পুরোডাশং নিরবপন্ বীরসংসর্গশুদ্ধয়ে॥ ৪-৭-১৭

যজ্ঞের যথাবিধি বিস্তার এবং নির্বিঘ্ন সমাপ্তির নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ রুদ্রানুচর ভূত-পিশাচাদির সংসর্গহেতু তার শান্তির জন্য বিষ্ণুদেবতার উদ্দেশ্যে ত্রিকপাল পুরোডাশ উৎসর্গ করলেন। ৪-৭-১৭

অধ্বর্যুণাত্তহবিষা যজমানো বিশাম্পতে।

ধিয়া বিশুদ্ধয়া দধ্যৌ তথা প্রাদুরভূদ্ধরিঃ॥ ৪-৭-১৮

হে বিদুর ! সেই হবিঃ হাতে নিয়ে আহুতি দেওয়ার জন্য দণ্ডায়মান অধবর্যুর সঙ্গে যজমান দক্ষও যখনই বিশুদ্ধ চিত্তে শ্রীহরির ধ্যান করলেন, তৎক্ষণাৎ ভগবান সেখানে আবির্ভূত হলেন। ৪-৭-১৮

তদা স্বপ্রভয়া তেষাং দ্যোতয়ন্ত্যা দিশো দশ।

মুষ্ণংস্তেজ উপানীতস্তার্ক্ষ্যেণ স্তোত্রবাজিনা॥ ৪-৭-১৯

বৃহৎ এবং রথন্তর সামযুক্ত স্তোত্র যার দুটি পক্ষস্বরূপ সেই গরুড়ের দ্বারা বাহিত হয়ে, নিজের অঙ্গপ্রভায় দশ দিক আলোকিত এবং উপস্থিত অন্যান্য দেবতাদের তেজ হরণ করে ভগবান শ্রীহরি সেখানে উপস্থিত হলেন। ৪-৭-১৯

শ্যামো হিরণ্যরশনোঽর্ককিরীটজুষ্টো নীলালকভ্রমরমণ্ডিতকুণ্ডলাস্যঃ।

কম্বব্জচক্রশরচাপগদাসিচর্মব্যগ্রৈর্হিরণ্ময়ভুজৈরিব কর্ণিকারঃ॥ ৪-৭-২০

তাঁর বর্ণ শ্যাম, কটিদেশে স্বর্ণরশনা এবং পীতাম্বর, মস্তকে সূর্যের মতো উজ্জ্বল মুকুট, মুখমণ্ডল ভ্রমরকৃষ্ণ কেশরাজি এবং স্বর্ণকুণ্ডলের দীপ্তিতে মনোহর। ভক্তগণের রক্ষার জন্য সর্বদা ব্যগ্র সুবর্ণালংকারে মণ্ডিত তাঁর আটটি হস্তে শঙ্খ, পদ্ম, চক্র, বাণ, ধনু, গদা, খড়্গ এবং চর্ম ধারণ করে প্রফুল্ল কর্ণিকার বৃক্ষে মতো তিনি শোভা পাচ্ছিলেন। ৪-৭-২০

BANGLADARSHAN.COM

বক্ষস্যধিশ্রিতবধূর্বনমাল্যুদারহাসাবলোককলয়া রময়ংশ্চ বিশ্বম্।

পার্শ্বভ্রমদ্ব্যজনচামররাজহংসঃ শ্বেতাতপত্রশশিনোপরি রজ্যমানঃ॥ ৪-৭-২১

তাঁর বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীদেবী বিরাজ করছিলেন, গলায় বনমালা পরিহিত, তাঁর করুণা ও প্রসন্নতায় পরিপূর্ণ স্মিতহাস্য এবং দৃষ্টিপাতে সমগ্র বিশ্ব আনন্দিত হয়ে উঠেছিল। তাঁর দুই পাশে সচল (পার্ষদরূপী) চামর ও ব্যজন দুটি শুভ্র রাজহংসের মতো শোভা পাচ্ছিল, মাথার উপরে চন্দ্রের মতো শ্বেতচ্ছত্র বিরাজ করছিল। ৪-৭-২১

তমুপাগতমালক্ষ্য সর্বে সুরগণাদয়ঃ।

প্রণেমুঃ সহসোত্থায় ব্রহ্মেন্দ্রত্র্যক্ষনায়কাঃ॥ ৪-৭-২২

ভগবান শ্রীহরি সমুপস্থিত হয়েছেন দেখে ব্রহ্মা, মহাদেব, ইন্দ্র প্রমুখ দেববৃন্দ এবং ঋষি ও গন্ধর্বাদিসহ সকলেই সত্বর দণ্ডায়মান হয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। ৪-৭-২২

তত্তেজসা হতরুচঃ সন্নজিহ্বাঃ সসাধ্বসাঃ।

মূর্ধ্না ধৃতাঞ্জলিপুটা উপতস্থুরধোক্ষজম্॥ ৪-৭-২৩

তাঁর তেজোদীপ্তিতে তাঁদের দেহকান্তি ম্লান হয়ে গেল, জিহ্বা অবসন্ন হয়ে এল এবং (নিজেদের দৈন্যবোধের কারণে) সলজ্জ সংকোচ এবং (শ্রীহরির প্রতি) সম্ভ্রমে পরিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁরা যুক্তকর মস্তকে ধারণ করে শ্রীহরির সম্মুখে দণ্ডায়মান অবস্থায় স্তব করতে লাগলেন। ৪-৭-২৩

অপ্যর্বাগ্বৃত্তয়ো যস্য মহি ত্বাত্মভুবাদয়ঃ।

যথামতি গৃণন্তি স্ম কৃতানুগ্রহবিগ্রহম্॥ ৪-৭-২৪

যদিও ব্রহ্মাদি দেবগণের ধীশক্তি শ্রীভগবানের মহিমা সম্পর্কে সম্যক ধারণা করতে সক্ষম নয়, তথাপি ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের নিমিত্ত দিব্যমূর্তি ধারণ করে আবির্ভূত সেই শ্রীহরিকে তাঁরা নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারেই স্তুতি করেছিলেন। ৪-৭-২৪

দক্ষো গৃহীতার্হণসাদনোত্তমং যজ্ঞেশ্বরং বিশ্বসৃজাং পরং গুরুম্।
সুনন্দনন্দাদ্যনুগৈর্বৃতং মুদা গৃণন্ প্রপেদে প্রযতঃ কৃতাঞ্জলিঃ॥ ৪-৭-২৫

সর্বপ্রথমে দক্ষ একটি অত্যুত্তম পাত্রে পূজাসামগ্রী গ্রহণ করে নন্দ-সুনন্দ প্রভৃতি পার্ষদগণের দ্বারা পরিবৃত, প্রজাপতিগণের পরম গুরু ভগবান যজ্ঞেশ্বরের নিকটে গেলেন এবং আনন্দিতচিত্তে বিনীতভাবে যুক্ত করে প্রার্থনা ও স্তুতিবচন উচ্চারণ করতে করতে তাঁর শরণাপন্ন হলেন। ৪-৭-২৫

দক্ষ উবাচ

শুদ্ধং স্বধাম্ন্যুপরতাখিলবুদ্ধ্যবস্থং চিন্মাত্রমেকমভয়ং প্রতিষিধ্য মায়াম্।
তিষ্ঠংস্তয়ৈব পুরুষত্বমুপেত্য তস্যামাস্তে ভবানপরিশুদ্ধ ইবাত্মতন্ত্রঃ॥ ৪-৭-২৬

দক্ষ বললেন—ভগবান ! নিজ স্বরূপে আপনি বুদ্ধির (জাগ্রতাদি) বিভিন্ন অবস্থার অতীত, শুদ্ধ, চিন্মাত্রস্বরূপ এবং ভেদশূন্য, সুতরাং নির্ভয়। আপনি মায়াকে নির্জিত করে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবেই বিরাজমান। অথচ মায়ার দ্বারাই জীবভাব গ্রহণ করে সেই মায়াতেই যখন অবস্থান করেন তখন (রাগদ্বেষাদিমোহিত) অজ্ঞানাচ্ছন্ন লৌকিক জীববৎ প্রতীত হন। ৪-৭-২৬

ঋত্বিজ ঊচুঃ

তত্ত্বং ন তে বয়মনঞ্জন রুদ্রশাপাৎ কর্মণ্যবগ্রহধিয়ো ভগবন্ বিদামঃ।
ধর্মোপলক্ষণমিদং ত্রিবৃদধ্বরাখ্যং জ্ঞাতং যদর্থমধিদৈবমদোব্যবস্থাঃ॥ ৪-৭-২৭

BANGLADARSHAN.COM

ঋত্বিকগণ বললেন—হে উপাধিরহিত নিরঞ্জনস্বরূপ প্রভু ! ভগবান রুদ্রের প্রধান অনুচর নন্দীশ্বরের অভিশাপে আমাদের বুদ্ধি একান্তভাবেই কর্মকাণ্ডেই আবদ্ধ হয়ে গেছে, সুতরাং আপনার তত্ত্ব আমরা জানি না। কিন্তু সাধারণ মানুষকে ধর্মের পথে পরিচালিত করার পক্ষে উপযোগী যে যজ্ঞকর্মাদির অনুষ্ঠান বেদত্রয়ের দ্বারা বিহিত হয়েছে এবং যার জন্য ‘এই কর্মের এই দেবতা’ —এইরকম দেবতাবিষয়ক বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেই যজ্ঞ যে আপনারই মূর্তি আমরা কেবল তাই বুঝি। ৪-৭-২৭

সদস্যা ঊচুঃ

উৎপত্ত্যধবন্যশরণ উরুক্লেশদুর্গেঽন্তকোগ্রব্যালান্বিষ্টে বিষয়মৃগতৃষ্যাত্মগেহোরুভারঃ।
দ্বন্দ্বশ্বভ্রে খলমৃগভয়ে শোকদাবেঽজ্ঞসার্থঃ পাদৌকস্তে শরণদ কদা যাতি কামোপসৃষ্টঃ॥ ৪-৭-২৮

সদস্যগণ বললেন—নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দাতা হে প্রভু ! এই সংসারপথ অসংখ্যক্লেশে অত্যন্ত দুর্গম ; এখানে কাল (মৃত্যু) রূপী মহাভয়ংকর সর্প সর্বদাই প্রতীক্ষারত, (সুখদুঃখাদি) দ্বন্দ্বরূপ বহু গর্ত এখানে বিদ্যমান, দুর্জনরূপী হিংস্র জন্তুর ভয়ও এখানে যথেষ্টই আছে এবং শোকরূপ দাবানল এখানে নিত্যপ্রজ্বলিত। বিশ্রাম-স্থানরহিত এই পথে অজ্ঞ কামনাপীড়িত জীবগণ বিষয়রূপ মৃগতৃষ্ণা (মরীচিকা) বারির আশায় দেহ-গৃহাদির গুরুভার বহন করে ধাবিত হয়ে চলেছে, হায় ! তারা কবেই বা আপনার শ্রীপদপঙ্কজের শরণাপন্ন হবে। ৪-৭-২৮

রুদ্র উবাচ

তব বরদ বরাঙ্ঘ্রাবাশিষেহাখিলার্থে হ্যপি মুনিভিরসক্তৈরাদরেণার্হণীয়ে।
যদি রচিতধিয়ং মাবিদ্যলোকোঽপবিদ্ধং জপতি ন গণয়ে তত্ত্বৎপরানুগ্রহেণ॥ ৪-৭-২৯

রুদ্রদেব বললেন—হে বরদ ! আপনার বরণীয় চরণদুটি সকাম পুরুষদের এই জগতের ঈপ্সিত বস্তু প্রদান করে থাকে, আবার অপরপক্ষে যাঁরা কোনো আসক্তির দ্বারাই বদ্ধ নন সেই নিষ্কাম মুনিজনেরাও পরম আদরে সেই চরণের বন্দনা করে থাকেন।

সেখানেই আমার চিত্তও নিবিষ্ট থাকার ফলে যদি মূর্খ লোকে আমাকে আচারভ্রষ্ট বলে তো বলুক, আপনার পরম অনুগ্রহে আমি তাদের সেই রটনা গণ্যও করি না। ৪-৭-২৯

ভৃগুরুবাচ

যন্মায়য়া গহনয়াপহৃতাত্মবোধা ব্রহ্মাদয়স্তনুভৃতস্তমসি স্বপন্তঃ।
নাত্মন্ শ্রিতং তব বিদন্ত্যধুনাপি তত্ত্বং সোঽয়ং প্রসীদতু ভবান্ প্রণতাত্মবন্ধুঃ॥ ৪-৭-৩০

ভৃগুমুনি বললেন—আপনার গহন মায়ায় আত্মজ্ঞান লুপ্ত হওয়ায় অজ্ঞাননিদ্রাচ্ছন্ন ব্রহ্মাদি দেবধারীগণ আত্মজ্ঞানের উদ্বোধক আপনার তত্ত্ব আজ পর্যন্ত অবগত হতে পারেননি। কিন্তু তা হলেও আপনি স্বয়ং তো শরণাগত ভক্তের আত্মস্বরূপ এবং পরম সুহৃদ, আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হোন। ৪-৭-৩০

ব্রহ্মোবাচ

নৈতৎস্বরূপং ভবতোঽসৌ পদার্থভেদগ্রহৈঃ পুরুষো যাবদীক্ষেৎ।
জ্ঞানস্য চার্থস্য গুণস্য চাশ্রয়ো মায়াময়াদ্ ব্যতিরিক্তো যতস্ত্বম্॥ ৪-৭-৩১

ব্রহ্মা বললেন—পৃথক পৃথকরূপে পদার্থসমূহের বোধের কারক ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা লোকে যা কিছু দেখে (অনুভব করে), তা আপনার স্বরূপ নয়, কারণ জ্ঞান, শব্দাদি-বিষয় এবং শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়—আপনি এই সকলেরই অধিষ্ঠান, এগুলি সবই আপনাতে অধ্যস্ত। সুতরাং আপনি সর্বতোভাবে এই মায়াময় প্রপঞ্চের অতিরিক্ত, এর থেকে ভিন্ন। ৪-৭-৩১

ইন্দ্র উবাচ

BANGLADARSHAN.COM

ইদমপ্যচ্যুত বিশ্বভাবনং বপুরানন্দকরং মনোদৃশাম্।
সুরবিদ্বিট্ক্ষপণৈরুদায়ুধৈর্ভুজদণ্ডৈরুপপন্নমষ্টভিঃ॥ ৪-৭-৩২

ইন্দ্র বললেন—হে অচ্যুত ! দেববিদ্বেষীগণের বিনাশকারী উদ্যতাস্ত্র অষ্টবাহুসমন্বিত আপনার এই বিশ্বভাবন (ভুবনমঙ্গল, বিশ্বজগতের প্রকাশক) শ্রীবিগ্রহ আমার মনের ও নয়নের অসীম আনন্দের উৎস ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলেই তা কি মিথ্যা হতে পারে ? ৪-৭-৩২

পত্ন্য ঊচুঃ

যজ্ঞোঽয়ং তব যজনায় কেন সৃষ্টো বিধ্বস্তঃ পশুপতিনাদ্য দক্ষকোপাৎ।
তং নস্ত্বং শবশয়নাভশান্তমেধং যজ্ঞাত্মন্নলিনরুচা দৃশা পুনীহি॥ ৪-৭-৩৩

ঋত্বিক পত্নীগণ বললেন—ভগবান ! আপনার পূজার জন্যই ভগবান ব্রহ্মা এই যজ্ঞের সূচনা করেছিলেন, কিন্তু দক্ষের প্রতি কোপবশত দেবপশুপতি এখন তা ধ্বংস করে দিয়েছেন। হে যজ্ঞমূর্তি ভগবান, শ্মশানভূমির মতো উৎসবহীন নিরানন্দ আমাদের সেই যজ্ঞকে আপনার নিলোৎপল স্নিগ্ধ নয়নের দৃষ্টিপাতে পবিত্র করুন। ৪-৭-৩৩

ঋষয় ঊচুঃ

অনন্বিতং তে ভগবন্ বিচেষ্টিতং যদাত্মনা চরসি হি কর্ম নাজ্যসে।
বিভূতয়ে যত উপসেদুরীশ্বরীং ন মন্যতে স্বয়মনুবর্ততীং ভবান্॥ ৪-৭-৩৪

ঋষিগণ বললেন—ভগবন্ ! আপনার লীলা অতি বিচিত্র (পূর্বাপর অন্বয় বা লৌকিক-বুদ্ধিগম্য সঙ্গতি তাতে দুর্লক্ষ) কারণ আপনি স্বয়ং কর্ম করেও তাতে লিপ্ত হন না। সম্পদের কামনায় অন্যেরা যে লক্ষ্মীদেবীর উপাসনা করে, তিনি স্বয়ং আপনার অনুবর্তিনী (সেবায় নিরতা) হওয়া সত্ত্বেও আপনি তাঁর বিশেষ কোনো সমাদর করেন না, তাঁর সম্পর্কে নিঃস্পৃহ থাকেন। ৪-৭-৩৪

সিদ্ধা ঊচুঃ

অয়ং ত্বৎকথামৃষ্টপীযূষনদ্যাং মনোবারণঃ ক্লেশদাবাগ্নিদগ্ধঃ।
তৃষার্তোঽবগাঢ়ো ন সস্মার দাবং ন নিষ্ক্রামতি ব্রহ্মসম্পন্নবন্নঃ॥ ৪-৭-৩৫

সিদ্ধগণ বললেন—ভগবান ! আমাদের এই মনরূপী হস্তী বিবিধ ক্লেশরূপ দাবানলে দগ্ধ এবং অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত হয়ে আপনার কথারূপ বিশুদ্ধ-অমৃতময়ী নদীতে মগ্ন হয়ে যেন ব্রহ্মানন্দের আস্বাদনে বিভোর হয়ে গিয়ে এই সংসারদাবানলের জ্বালা আর স্মরণও করে না, আর সেই নদী থেকে নির্গতও হতে চায় না। ৪-৭-৩৫

যজমান্যুবাচ

স্বাগতং তে প্রসীদেশ তুভ্যং নমঃ শ্রীনিবাস শ্রিয়া কান্তয়া ত্রাহি নঃ।
ত্বামৃতেঽধীশ নাঙ্গৈর্মখঃ শোভতে শীর্ষহীনঃ কবন্ধো যথা পূরুষঃ॥ ৪-৭-৩৬

যজমনা-পত্নী (দক্ষপত্নী প্রসূতি) বললেন—হে সর্বসমর্থ পরমেশ্বর ! আপনাকে স্বাগত ! আমি আপনাকে নমস্কার করি, আপনি প্রসন্ন হোন। হে লক্ষ্মীকান্ত ! আপনার প্রিয়া লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে আপনি আমাদের রক্ষা করুন। যজ্ঞেশ্বর ! (অন্য সব অঙ্গ যথাযথ বর্তমান থাকে সত্ত্বেও) মস্তক-হীন কবন্ধ দেহ যেমন (দ্রষ্টার পক্ষে) প্রীতিজনক হয় না তেমনই অন্য সব অঙ্গে সম্পূর্ণ আপনি ব্যতীত যজ্ঞের শোভা হয় না। ৪-৭-৩৬

লোকপালা ঊচুঃ

দৃষ্টঃ কিং নো দৃগ্ভিরসদ্গ্রহৈস্ত্বং প্রত্যগ্দ্রষ্টা দৃশ্যতে যেন দৃশ্যম্।
মায়া হ্যেষা ভবদীয়া হি ভূমন্ যস্ত্বং ষষ্ঠঃ পঞ্চভির্ভাসি ভূতৈঃ॥ ৪-৭-৩৭

BANGLADARSHAN.COM

লোকপালগণ বললেন—হে বিরাটস্বরূপ পরমাত্মা ! আপনি নিখিল জীবের অন্তর্যামী সাক্ষীস্বরূপ, এই সমগ্র বিশ্বসংসার আপনি দর্শন করে থাকেন। আমাদের এই ইন্দ্রিয়সমূহ কেবলমাত্র মায়িক পদার্থের অনুভবের পক্ষে উপযোগী, এদের দ্বারা কি আপনাকে প্রত্যক্ষ করা সম্ভব ? প্রকৃতপক্ষে আপনি ষষ্ঠ অর্থাৎ পঞ্চভূতের অতিরিক্ত, তবুও যে পাঞ্চভৌতিক শরীরের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধের বোধ হয় (পঞ্চভূতে গঠিত দেহবিশিষ্ট জীবরূপে আপনি যে ইন্দ্রিয়ের সমক্ষে প্রকাশিত হন), তা কেবল আপনার মায়া। ৪-৭-৩৭

যোগেশ্বরা ঊচুঃ

প্রেয়ান্ন তেঽন্যোঽস্ত্যমুতস্ত্বয়ি প্রভো বিশ্বাত্মনীক্ষেন্ন পৃথগ্ য আত্মনঃ।
অথাপি ভক্ত্যেশতয়োপধাবতামনন্যবৃত্ত্যানুগৃহাণ বৎসল॥ ৪-৭-৩৮

যোগেশ্বরগণ বললেন—হে প্রভু ! যে ব্যক্তি সমগ্র বিশ্বের আত্মারূপী আপনার এবং নিজের মধ্যে কোনো ভেদদর্শন করে না, তার থেকে বেশি প্রিয় আপনার আর কেউ নেই। তথাপি হে ভক্তবৎসল ! যে ব্যক্তি আপনাকে প্রভুজ্ঞানে অনন্য ভক্তিভাবে সেবা করে তার প্রতিও যেন আপনার কৃপা থাকে। ৪-৭-৩৮

জগদুদ্ভবস্থিতিলয়েষু দৈবতো বহুভিদ্যমানগুণয়াত্মমায়য়া।
রচিতাত্মভেদমতয়ে স্বসংস্থয়া বিনিবর্তিতভ্রমগুণাত্মনে নমঃ॥ ৪-৭-৩৯

জীবকুলের অদৃষ্টবশত (অর্থাৎ বহু বিচিত্র কর্ম এবং তদনুযায়ী ফলভোগের নিমিত্ত) আপনার ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তির সত্ত্বাদিগুণের মধ্যে বহুবিধ বৈচিত্র্য উৎপন্ন হয়, সেই মায়াদ্বারাই আপনি জগতের উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয়কে উপলক্ষ্য করে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ইত্যাদি আকারে নিজের সম্পর্কে জীবের মধ্যে ভেদবুদ্ধির জন্ম দেন, কিন্তু নিজের স্বরূপ স্থিতি দ্বারা আপনি আপনার সম্পর্কে সেই ভেদজ্ঞান এবং তার কারণ গুণসমূহকে সম্পূর্ণরূপে দূরীকৃত করে দেন। এইরূপ বিচিত্র মহিমাশালী আপনাকে নমস্কার। ৪-৭-৩৯

ব্রহ্মোবাচ

নমস্তে শ্রিতসত্ত্বায় ধর্মাদীনাং চ সূতয়ে।

নির্গুণায় চ যৎকাষ্ঠাং নাহং বেদাপরেঽপি চ॥ ৪-৭-৪০

শব্দব্রহ্মরূপী বেদ বললেন—আপনি ধর্মাদি উৎপাদনের জন্য শুদ্ধসত্ত্ব স্বীকার করে থাকেন (অর্থাৎ সত্ত্বগুণসম্পন্নরূপে ধর্মাদির জনক হন) অথচ সেই সঙ্গেই আপনি নির্গুণ স্বরূপ। এইরূপ আপনার তত্ত্ব আমিও জানি না, ব্রহ্মাদি অপর কেউও জানেন না, আপনাকে নমস্কার। ৪-৭-৪০

অগ্নিরুবাচ

যত্তেজসাহং সুসমিদ্ধতেজা হব্যং বহে স্বধ্বর আজ্যসিক্তম্।

তং যজ্ঞিয়ং পঞ্চবিধং চ পঞ্চভিঃ স্বিষ্টং যজুর্ভিঃ প্রণতোঽস্মি যজ্ঞম্॥ ৪-৭-৪১

অগ্নিদেব বললেন—ভগবান ! আপনারই তেজে প্রজ্বলিত হয়ে আমি সুচারুভাবে অনুষ্ঠিত যজ্ঞসমূহে আহুত ঘৃত লিপ্ত হবিদ্রব্য দেবতাদের নিকটে বহন করে নিয়ে যাই। আপনিই স্বয়ং যজ্ঞপুরুষ এবং যজ্ঞের রক্ষাকর্তা। অগ্নিহোত্র, দর্শ-পৌর্ণমাস, চাতুর্মাস্য, পশুযাগ এবং সোমযাগ—এই পঞ্চবিধ যজ্ঞ আপনারই স্বরূপ এবং 'আশ্রাবয়', 'অস্তু শ্রৌষট্', 'যজে', 'যে যজামহে', এবং 'বষট্'—এই পাঁচপ্রকারের যজুর্মন্ত্রের দ্বারাও আপনিই পূজিত হন। আমি আপনাকে প্রণাম করি। ৪-৭-৪১

দেবা ঊচুঃ

পুরা কল্পাপায়ে স্বকৃতমুদরীকৃত্য বিকৃতং ত্বমেবাদ্যস্তস্মিন্ সলিল উরগেন্দ্রাধিশয়নে।

পুমান্ শেষে সিদ্ধৈর্হৃদি বিমৃশিতাধ্যাত্মপদবিঃ স এবাদ্যাক্ষ্মোর্যঃ পথি চরসি ভৃত্যানবসি নঃ॥ ৪-৭-৪২

BANGLADARSHAN.COM

দেবতাগণ বললেন—হে দেব ! আপনিই আদি পুরুষ। পূর্বকল্পের অবসানে নিজের কার্যরূপ এই জগৎ-প্রপঞ্চকে নিজের মধ্যে সংহৃত করে প্রলয়কালীন কারণসলিলে শেষনাগরূপী বিশাল শয্যায় শয়ন করে থাকেন। জনলোক প্রভৃতির অধিবাসী সিদ্ধগণ নিজেদের হৃদয়মধ্যে আপনার অধ্যাত্ম-স্বরূপের চিন্তন করে থাকেন। আহা ! সেই আপনিই আজ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়ে নিজ ভক্তবৃন্দকে রক্ষা করছেন। ৪-৭-৪২

গন্ধর্বা ঊচুঃ

অংশাংশাস্তে দেব মরীচ্যাদয় এতে ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যা দেবগণা রুদ্রপুরোগাঃ।

ক্রীড়াভাণ্ডং বিশ্বমিদং যস্য বিভূমন্ তস্মৈ নিত্যং নাথ নমস্তে করবাম॥ ৪-৭-৪৩

গন্ধর্বগণ বললেন—দেব ! মরীচি প্রমুখ মহর্ষিগণ এবং এই ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র প্রমুখ দেবতাবৃন্দ আপনার অংশেরও অংশস্বরূপ। হে মহত্তম ! এই সমগ্র বিশ্ব আপনার একটি ক্রীড়োপকরণমাত্র। এইরূপ আপনাকে, হে নাথ, আমরা নিত্য প্রণাম করি। ৪-৭-৪৩

বিদ্যাধরা ঊচুঃ

ত্বন্ময়য়ার্থমভিপদ্য কলেবরেঽস্মিন্ কৃত্বা মমাহমিতি দুর্মতিরুৎপথৈঃ স্বৈঃ।

ক্ষিপ্তোঽপ্যসদ্‌বিষয়লালস আত্মমোহং যুষ্মৎকথামৃতনিষেবক উদ্ ব্যুদস্যেৎ॥ ৪-৭-৪৪

বিদ্যাধরগণ বললেন—প্রভু ! পরমপুরুষার্থ প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ এই মানবদেহ লাভ করেও জীব আপনার মায়ায় মোহিত হয়ে এর প্রতি 'আমি-আমার' ইত্যাদিরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে থাকে। সেই দুর্বুদ্ধি ব্যক্তিরা এমন কি নিজেদের উন্মার্গগামী আত্মীয়স্বজনের দ্বারা লাঞ্ছিত হওয়া সত্ত্বেও সেই তুচ্ছ বিষয় সম্পদের প্রতিই লালসাসক্ত থাকে। কিন্তু যারা তার মধ্যেও আপনার প্রসঙ্গ, আপনার লীলাকথারূপ অমৃত সেবন করে, তারা অন্তঃকরণগত সেই ভ্রান্তি বা মোহকে সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত করতে, ত্যাগ করতে সমর্থ হয়। ৪-৭-৪৪

ব্রাহ্মণা ঊচুঃ

ত্বং ক্রতুস্ত্বং হবিস্ত্বং হুতাশঃ স্বয়ং ত্বং হি মন্ত্রঃ সমিদ্দর্ভপাত্রাণি চ।
ত্বং সদস্যর্ত্বিজো দম্পতী দেবতা অগ্নিহোত্রং স্বধা সোম আজ্যং পশুঃ॥ ৪-৭-৪৫

ব্রাহ্মণগণ বললেন—ভগবান ! আপনিই যজ্ঞ, আপনিই হবিঃ, আপনিই অগ্নি, আপনিই স্বয়ং মন্ত্র, আপনিই সমিধ, কুশ এবং যজ্ঞপাত্র, আপনিই সদস্য, ঋত্বিক, যজমান এবং তাঁর সহধর্মিণী, দেবতা, অগ্নিহোত্র, স্বধা, সোমরস, ঘৃত এবং যজ্ঞীয় পশু। ৪-৭-৪৫

ত্বং পুরা গাং রসায়া মহাসূকরো দংষ্ট্রয়া পদ্মিনীং বারণেন্দ্রো যথা।
স্তূয়মানো নদল্লীলয়া যোগিভির্ব্যুজ্জহর্থ ত্রয়ীগাত্র যজ্ঞক্রতুঃ॥ ৪-৭-৪৬

হে বেদমূর্তি ! যজ্ঞ এবং যজ্ঞের সংকল্প, আপনি এই উভয়-স্বরূপ। গজরাজ যেমন অনায়াসে জলের থেকে কমলিনীকে উদ্ধৃত করে, সেইরকমই আপনি পুরাকালে মহাবরাহের রূপ ধারণ করে রসাতলে নিমগ্ন পৃথিবীকে লীলাভরে নিজ দন্তের সাহায্যে উদ্ধার করেছিলেন। সেই সময়ে আপনি ধীরে ধীরে গর্জন করছিলেন এবং যোগিগণ আপনার এই অলৌকিক লীলা দর্শন করে আপনার স্তুতি করছিলেন। ৪-৭-৪৬

স প্রসীদ ত্বমস্মাকমাকাঙ্ক্ষতাং দর্শনং তে পরিভ্রষ্টসৎকর্মণাম্।
কীর্ত্যমানে নৃভির্নাম্নি যজ্ঞেশ তে যজ্ঞবিঘ্নাঃ ক্ষয়ং যান্তি তস্মৈ নমঃ॥ ৪-৭-৪৭

হে যজ্ঞেশ্বর ! লোকে আপনার নামকীর্তন করা মাত্রই যজ্ঞের সমস্ত বিঘ্ন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। আমাদের এই যজ্ঞরূপ পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান বিঘ্নিত এবং নষ্ট হয়ে গেছিল—আমরা তাই একান্তভাবেই আপনার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করছিলাম। এখন আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হোন, আপনাকে আমাদের প্রণতি নিবেদন করছি। ৪-৭-৪৭

BANGLADARSHAN.COM

মৈত্রেয় উবাচ

ইতি দক্ষঃ জবির্যজ্ঞং ভদ্র রুদ্রাবমর্শিতম্।
কীর্ত্যমানে হৃষীকেশে সংনিন্যে যজ্ঞভাবনে॥ ৪-৭-৪৮

মৈত্রেয় বললেন—বিদুর ! এই প্রকার সকলে যখন যজ্ঞরক্ষক ভগবান হৃষীকেশের স্তুতি করছিলেন তখন পরম বুদ্ধিমান দক্ষ, রুদ্রানুচর বীরভদ্র যে যজ্ঞ ধ্বংস করে দিয়েছিলেন তা পুনর্বার আরম্ভ করলেন। ৪-৭-৪৮

ভগবান্ স্বেন ভাগেন সর্বাত্মা সর্বভাগভুক্।
দক্ষং বভাষ আভাষ্য প্রীয়মাণ ইবানঘ॥ ৪-৭-৪৯

নিষ্পাপ বিদুর ! সর্বান্তর্যামীরূপে ভগবান শ্রীহরি যজ্ঞে সকল দেবতার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত সর্বযজ্ঞভাগেরই ভোক্তা, তবুও ত্রিকপাল পুরোডাশরূপ তাঁর জন্য প্রকল্পিত বিশিষ্ট হবিঃ লাভ করে যেন বিশেষরূপে প্রীত হয়ে দক্ষকে সম্বোধন করে বললেন। ৪-৭-৪৯

শ্রীভগবানুবাচ

অহং ব্রহ্মা চ শর্বশ্চ জগতঃ কারণং পরম্।
আত্মেশ্বর উপদ্রষ্টা স্বয়ংদৃগবিশেষণঃ॥ ৪-৭-৫০

শ্রীভগবান বললেন—যে আমি জগতের পরম কারণস্বরূপ, সকলের আত্মা, ঈশ্বর, সাক্ষীস্বরূপ তথা স্বপ্রকাশ এবং উপাধিশূন্য সেই আমিই ব্রহ্মা এবং মহাদেব। ৪-৭-৫০

আত্মমায়াং সমাবিশ্য সোঽহং গুণময়ীং দ্বিজ।
সৃজন্ রক্ষন্ হরন্ বিশ্বং দধ্রে সংজ্ঞাং ক্রিয়োচিতাম্॥ ৪-৭-৫১

হে বিপ্র ! নিজের ত্রিগুণাত্মিকা মায়াকে আশ্রয় করে আমিই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং সংহার করে থাকি এবং সেই সেই কর্মের অনুরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শংকর—এই তিন নাম ধারণ করেছি। ৪-৭-৫১

তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যদ্বিতীয়ে কেবলে পরমাত্মনি।
ব্রহ্মরুদ্রৌ চ ভূতানি ভেদেনাজ্ঞোঽনুপশ্যতি॥ ৪-৭-৫২

এইরূপ যে ভেদরহিত বিশুদ্ধ পরব্রহ্মস্বরূপ আমি, অজ্ঞ ব্যক্তিরাই তার মধ্যে ভেদ আরোপ করে ব্রহ্মা, রুদ্র এবং অন্যান্য প্রাণী হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দর্শন করে থাকে। ৪-৭-৫২

যথা পুমান্ন সাঙ্গেষু শিরঃপাণ্যাদিষু ক্বচিৎ।
পারক্যবুদ্ধিং কুরুতে এবং ভূতেষু মৎপরঃ॥ ৪-৭-৫৩

যেমন কোনো মানুষই নিজের মস্তক, হস্ত প্রভৃতি বিভিন্ন অঙ্গে ‘এটি আমার থেকে ভিন্ন’ এইরূপ ভেদবুদ্ধি করে না, সেইরকমই আমার ভক্ত কোনো প্রাণীকেই আমার থেকে ভিন্নরূপে দর্শন করে না। ৪-৭-৫৩

ত্রয়ণামেকভাবানাং যো ন পশ্যতি বৈ ভিদাম্।
সর্বভূতাত্মনাং ব্রহ্মন্ স শান্তিমধিগচ্ছতি॥ ৪-৭-৫৪

হে প্রজাপতি দক্ষ ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর—আমরা এই তিনজন স্বরূপত এক এবং আমরাই সকল প্রাণীস্বরূপ। সুতরাং যে ব্যক্তি আমাদের এই তিনজনের মধ্যে কোনো ভেদদর্শন করে না সেই শান্তি লাভ করে। ৪-৭-৫৪

মৈত্রেয় উবাচ

এবং ভগবতাদিষ্টঃ প্রজাপতিপতির্হরিম্।
অর্চিত্বা ক্রতুনা স্বেন দেবানুভয়তোঽযজৎ॥ ৪-৭-৫৫

BANGLADARSHAN.COM

মৈত্রেয় বললেন—ভগবান কর্তৃক এইরূপে আদিষ্ট হয়ে প্রজাপতি মুখ্য দক্ষ বিশেষরূপে তাঁর (ভগবান বিষ্ণুর) জন্যই সৃষ্ট সেই ‘ত্রিকপাল’ যাগের দ্বারা তাঁর অর্চনা করে তারপর বিভিন্ন প্রকার অঙ্গভূত এবং প্রধান—এই উভয়বিদ যাগের দ্বারা অন্যান্য সকল দেবতার পূজা করলেন। ৪-৭-৫৫

রুদ্রং চ স্বেন ভাগেন হ্যপাধাবৎ সমাহিতঃ।
কর্মণোদবসানেন সোমপানিতরানপি।
উদবস্য সহর্ত্বিগ্‌ভিঃ সস্নাববভৃথং ততঃ॥ ৪-৭-৫৬

অনন্তর একাগ্রচিত্তে ভগবান রুদ্রদেবকে তাঁর জন্য নিদিষ্ট যজ্ঞশেষরূপ ভাগের দ্বারা অর্চনা করলেন এবং যজ্ঞ সমাপ্তিসূচক ‘উদবসান’ নামক কর্মদ্বারা সোমপায়ী এবং অন্যান্য দেবতাদের যজন করে যজ্ঞ সম্পূর্ণ করে ঋত্বিকগণের সঙ্গে অবভৃথ-স্নান করলেন। ৪-৭-৫৬

তস্মা অপ্যনুভাবেন স্বেনৈবাবাপ্তরাধসে।
ধর্ম এব মতিং দত্ত্বা ত্রিদশাস্তে দিবং যযুঃ॥ ৪-৭-৫৭

নিজের কর্মপ্রভাবেই যদিও দক্ষের সিদ্ধিলাভ হয়েছিল তথাপি দেবতারা তাঁকে ধর্মে মতি দান করে (অর্থাৎ ‘তোমার সর্বদা ধর্মে মতি থাকুক’ এইপ্রকার বরপ্রদান করে) স্বর্গলোকে প্রস্থান করলেন। ৪-৭-৫৭

এবং দাক্ষায়ণী হিত্বা সতী পূর্বকলেবরম্।
জজ্ঞে হিমবতঃ ক্ষেত্রে মেনায়ামিতি শুশ্রুম॥ ৪-৭-৫৮

বিদুর ! আমরা শুনেছি যে দক্ষকন্যা সতীদেবী এইভাবে নিজের পূর্বশরীর ত্যাগ করে পুনরায় হিমালয়ের পত্নী মেনকার গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন। ৪-৭-৫৮

তমেব দয়িতং ভূয় আবৃঙ্‌ক্তে পতিমম্বিকা।
অনন্যভাবৈকগতিং শক্তিঃ সুপ্তেব পূরুষম্‌॥ ৪-৭-৫৯

প্রলয়াবস্থায় সুপ্তভাবে অবস্থিতা শক্তি যেমন নতুন সৃষ্টির সূচনায় পুনর্বার ঈশ্বরকে আশ্রয় করেন, ঠিক তেমনই অনন্যপরায়ণা দেবী অম্বিকা এই পরবর্তী জন্মেও নিজের একমাত্র আশ্রয় এবং প্রিয়তম ভগবান শংকরকেই পতিরূপে বরণ করেছিলেন। ৪-৭-৫৯

এতদ্ভগবতঃ শম্ভোঃ কর্ম দক্ষাধ্বরদ্রুহঃ।
শ্রুতং ভাগবতাচ্ছিষ্যাদুদ্ধবান্মে বৃহস্পতেঃ॥ ৪-৭-৬০

বিদুর ! দক্ষযজ্ঞধ্বংসকারী ভগবান শিবের এই চরিতকথা আমি বৃহস্পতি-শিষ্য পরমভাগবত উদ্ধবের মুখ থেকে শুনেছি। ৪-৭-৬০

ইদং পবিত্রং পরমীশচেষ্টিতং যশস্যমায়ুষ্যমঘৌঘমর্ষণম্‌।
যো নিত্যদাকর্ণ্য নরোঽনুকীর্তয়েদ্‌ ধুনোত্যঘং কৌরব ভক্তিভাবতঃ॥ ৪-৭-৬১

হে কুরুনন্দন ! ভগবান মহাদেবের এই পবিত্র চরিত্র যশদায়ক, আয়ুবৃদ্ধিকারী এবং পাপরাশি-নাশক। যে ব্যক্তি ভক্তিভরে নিত্য এই চরিতলীলা শ্রবণ ও কীর্তন করে সে নিজের এবং (সেই কথা শ্রবণকারী) অপরেরও সমগ্র পাপপুঞ্জের বিনাশ সাধন করে। ৪-৭-৬১

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং চতুর্থস্কন্ধে দক্ষযজ্ঞসংধান নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥

BANGLADARSHAN.COM

॥পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত॥

॥ষষ্ঠ অধ্যায়॥

বঙ্গভাষায় ৫১ পীঠ পরিচয়

১৩৩২ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত কালীঘাট ইতিবৃত্তের লেখক শ্রীউপেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুস্তক হইতে বঙ্গ ভাষায় কিছু ৫১ পীঠের পরিচয় উল্লেখ করা হইল।

দক্ষযজ্ঞে সতী দেহ ত্যাগ করিলে মহাদেব মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া উন্মত্তবৎ নৃত্য করিতে থাকেন, বিষ্ণু সেই দেহ চক্রদ্বারা ছেদন করেন, উহা যে যে স্থানে পতিত হয়, সেই সেই স্থানকে পীঠস্থান কহে।

১২. বহুলায় : বামবাহু, দেবী বহুলা, ভীরুক ভৈরব, সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়ক। কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে কাটোয়া ৯০ মাইল। কাটোয়ার অন্তর্গত কেতুগ্রাম তীর্থস্থান।

১৩. উজ্জয়িনী : বাম কনুই, দেবী মঙ্গলচণ্ডী, ভৈরব কপিলাশ্বর।

১৯. যুগাদ্যায় : দক্ষিণ চরণের অঙ্গুষ্ঠ, দেবী মহামায়া ক্ষীরখণ্ডক ভৈরব। বর্দ্ধমান স্টেশন হইতে গোযানে ১০ ক্রোশ উত্তরে যাইতে হয়। বৈশাখী সংক্রান্তিতে মহা মেলা হয়।

২০. কালীঘাটে : দক্ষিণ চরণের চারিটী অঙ্গুলী, দেবী কালীকা ও নকুলেশ্বর ভৈরব। কলিকাতার দেড়ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত।

BANGLADARSHAN.COM

২২. কিরীটে : কিরীট, দেবী বিমলা, ভৈরব সম্বর্ত্ত। ই, আই, রেলে ১৩৫ মাইল আজিমগঞ্জ শাখা দিয়া যাইতে হয়, গঙ্গাতীরে বটনগরের নিকট।

২৮. কাঞ্চিদেশে : কঙ্কাল, দেবী দেবগর্ভা, রুরু ভৈরব। ই, আই, রেলের লুপ লাইনে ৯৯ মাইল বোলপুর স্টেশনের দুই ক্রোশ দূরে কোপাই নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে একটী কুণ্ড আছে, তাহাতে সাধারণে পূজাদি করিয়া থাকেন।

৩৬. বিভাসকে : বামগুলফ, দেবী ভীমরূপা, সর্ব্বানন্দ বা কপালী ভৈরব। মেদিনীপুর হইতে তমলুকে সি, এস, এন কোংর স্টিমারে যাওয়া যায়। অন্যথা বি, এস, এন, কোংর স্টিমারে তমলুক যাওয়া যায়।

৪৩. নলহাটী : নলী, দেবী কালীকা, ভৈরব যোগেশ। ই, আই, রেলে হাওড়া হইতে ৭২॥ ক্রোশ যাইতে হয়।

৪৫. বক্রেশ্বর : মনঃ বা ভ্রূ-মধ্য, দেবী মহিষমর্দ্দিনী, ভৈরব বক্রনাথ। কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে ১১১ মাইল আমোদপুর স্টেশনের ৭/৮ ক্রোশ পশ্চিমে। এখানে ৭টী উষ্ণ প্রস্রবন কুণ্ড ও পাপহরা নদী আছে। মহামুনি অষ্টাবক্র এইস্থানে সিদ্ধ হন। শিবরাত্রিতে মহামেলা হয়।

৪৭. অট্টহাসে : অধঃ ওষ্ঠ, দেবী ফুল্লরা, ভৈরব বিশ্বেশ। ই, আই, রেলে লুপ লাইন ১১১ মাইল আমোদপুর স্টেশনে যাইতে হয়, আমোদপুর হইতে লাভপুর ৩/০ ক্রোশ, তাহার ঠিক পূর্ব্বে। কলিকাতা হইতে ৫৬ ক্রোশ দূরে অট্টহাস অবস্থিত। মায়ের প্রকাণ্ড শিলামূর্ত্তি অধঃ ওষ্ঠাকৃতি প্রায় ১০/১২ হাত স্থান বিস্তৃত। শিবা ভোগ প্রভৃতি আশ্চর্য্য দৃশ্য। মন্দির পার্শ্বে ভৈরবের মন্দির।

৪৮. নন্দীপুরে : হাড়, দেবী নন্দিনী, ভৈরব নন্দীকেশ্বর। কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে লুপ লাইনে ৫১॥ ক্রোশ সাঁইথিয়া স্টেশনে যাইতে হয়, স্টেশনের পূর্ব্ব দিকে পীঠস্থান।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালা ভাষার অভিধানের লেখক জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস মহাশয়ের পুস্তকে ৫১ পীঠের একটি তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত ৫১ পীঠের তালিকা হইতে কিছু পীঠের নাম উল্লেখ করা হইল।

সংখ্যা	দেবীর অঙ্গ ও অঙ্গভূষণ	পীঠস্থান	অধিষ্ঠাত্রীদেবী বা ভৈরবী	ভৈরব
১৩	ওষ্ঠ (মতান্তরে উর্ধ্বওষ্ঠ)	ভৈরব পর্বতে (অবন্তী দেশে উজ্জয়িনীর কাছে)	অবন্তী (মতান্তরে মহাদেবী)	নম্রকর্ণ (মতান্তরে লম্বকর্ণ)
১৩	ওষ্ঠাংশ (মতান্তরে অধঃ ওষ্ঠ)	(বীরভূমে লাভপুরের কাছে)	ফুল্লরা	বিশ্বনাথ
২৫	বামবাহু	বাহুলায় (কাটোয়া বাহুলার কেতুগ্রামে)	বাহুলা বা বাহুলী	ভীরুক
২৬	দক্ষিণ বাহু	বক্রেশ্বর	বক্রেশ্বরী	বক্রেশ্বর
২৭	বামকনুই	উজানীতে (কোগ্রামে)	মঙ্গলচণ্ডী	কপিলাম্বর
৩৭	কঙ্কাল	কাঞ্চীদেশে	দেবগর্ভা	রুরু
৪৭	দক্ষিণ পাদাঙ্গুষ্ঠ	ক্ষীরগ্রামে	যোগাদ্যা	ক্ষীরখণ্ড
৪৯	দক্ষিণ চরণের দুটি অঙ্গুলী (মতান্তরে পাদাঙ্গুলী)	কালীঘাটে (মতান্তরে বিরাটে)	কালিকা (মতান্তরে অম্বিকা)	নকুলেশ বা নকুলেশ্বর (মতান্তরে অমৃত)
৫০	বামগুলফ	বিভাসে বা বিভাসকে (তমলুকে)	ভীমরূপা	কপালী (মতান্তরে সর্বানন্দ)

BANGLADARSHAN.COM

বাংলায় ভ্রমণ

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বাংলায় ভ্রমণ পুস্তকের সম্পাদক মণ্ডলী–নির্মাল্য সিংহ, উজ্জল কুমার মজুমদার, সৌরেন ভট্টাচার্য, সমীর গোস্বামী, অলোক দাস, অধীর কুমার চক্রবর্তী। নির্বাহী সম্পাদক–রবীন বল।

৩, কয়লা ঘাট স্ট্রীট, পূর্ববঙ্গ রেলপথের প্রচার বিভাগ থেকে অমিয় বসু সম্পাদিত বাংলায় ভ্রমণ দু-খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল সেই ১৯৪০ সালে।

উক্ত পুস্তক হইতে ৫১ পীঠের মধ্যে বাংলায় ভ্রমণ পুস্তকের “দেবী বহুলা” পীঠস্থানের নাম ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উল্লেখ করা হইল।

কেতুগ্রামে বহুলা : কাটোয়া হইতে আহম্মদপুরের দিকে, কাটোয়া হইতে ১০ মাইল দূর নিরোল স্টেশনের এক মাইল দক্ষিণে কেতুগ্রাম একটি পীঠস্থান। এই স্থানের প্রাচীন নাম বহুলা। এখানে দেবীর বাম বাহু পতিত হইয়াছিল। দেবী বহুলা ও ভৈরব ভীরুক। এখানে নিত্য পূজিত হন।

কালীঘাটের ঐতিহাসিক কথা

বাংলার ১৩৬৪ সালে প্রকাশিত কালীঘাটের ঐতিহাসিক কথার লেখক শ্রীনিধুলাল ভট্টাচার্য মহাশয়ের পুস্তক হইতে কিছু তথ্যগুলি উল্লেখ করা হইল।

দক্ষ যক্ষ : পঞ্চাদেক পীঠানি এবং ভৈরব দেবতাঃ।

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পাতেন বিষ্ণু চক্রক্ষতে ন চ॥

মমান্যবপূক্ষেদেব হিতায় ত্বয়ি কথ্যতে।

১২. বহুলায়াং বামবাহুর্বহলাখ্যা চ দেবতা।

ভীরুকো ভৈরবো দেবঃ সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়কঃ॥

বঙ্গ ভাষার ৫১ পীঠ পরিচয় :

দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিলে মহাদেব মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া উন্মত্তবৎ নৃত্য করিতে থাকেন, বিষ্ণু সেই দেহ চক্র দ্বারা ছেদন করেন, উহা যে যে স্থানে পতিত হয়, সেই সেই স্থানকে পীঠস্থান কহে।

BANGLADARSHAN.COM

১২. বহুলায় : বামবাহু, দেবী বহুলা, ভীরুক ভৈরব, সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক। কলিকাতা হইতে ই, আই, রেলে ৯০ মাইল কাটোয়ার অন্তর্গত কেতুগ্রাম তীর্থস্থান।

২০. কালিঘাট : দক্ষিণ চরণের চারিটি অঙ্গুলী, দেবী কালীকা ও নকুলেশ্বর ভৈরব। কলিকাতার ৩ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত।

বর্ধমান পরিচিতি

বাংলাট ১৩৭৩ সাল ও ইংরেজী ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বর্ধমান পরিচিতির লেখক শ্রীঅনুকুল চন্দ্র সেন ও নারায়ণ চৌধুরী মহাশয়ের পুস্তক হইতে তথ্যগুলি উল্লেখ করা হইল।

চতুসীমা–জিলার উত্তর সীমায় সাঁওতাল পরগণা ও বীরভূম জিলা। অজয় নদ কাটোয়া মহকুমার প্রাপ্ত পর্যন্ত বীরভূমকে বর্ধমান হইতে পৃথক করিয়াছে কিন্তু তাহার পরই বর্ধমানের কেতুগ্রাম থানা অজয়ের উত্তর ভাগে বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জিলার সংযোগস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে। দক্ষিণভাগে বাঁকুড়া ও হুগলী জিলা ও পুরুলিয়া জিলার কিছু অংশ। বিশাল দামোদর নদ বর্ধমানকে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জিলা হইতে পৃথক করিয়া প্রবহমান। বাঁকুড়া জিলার সীমারেখা অতিক্রম করিয়া বর্ধমান দামোদর অপর তীরে হুগলী জিলার প্রান্ত দেশ পর্যন্ত প্রসারিত। পূর্ব সীমায় ভাগীরথী প্রবাহ কাটোয়া মহকুমার উত্তর-পূর্ব হইতে কালনা শহরের প্রান্ত পর্যন্ত

বিস্তৃত। ভাগীরথীর অপর তীরে মুর্শিদাবাদ ও নদীয়া জিলা। কালনার পর সীমারেখা হুগলী জিলার উত্তর সীমার সহিত সমান্তরাল। পশ্চিমে বরাকরনদ দিশের গড়ের নিকট বরাকর দামোদরে মিশিয়াছে।

বরাকর নদ হইতে কালনার উপকণ্ঠে ভাগীরথী পর্যন্ত জিলার দৈঘ্য প্রায় ১২০ মাইল। কালনা ও কাটোয়া মহকুমা বরাবর ইহার প্রস্থ প্রায় ৫০ মাইল কিন্তু আসানসোল মহকুমার এই প্রস্থ গড়ে প্রায় ১২ মাইল মাত্র।

৯. কেতুগ্রাম—এই নামীয় থানার সদর। প্রাচীন ও মধ্যযুগে কেতুগ্রাম ছিল তন্ত্রসাধনার কেন্দ্রস্থল। কেতুগ্রামের বহুলার মন্দির ইহার স্মারক হিসাবে বিদ্যমান। কেতুগ্রাম একটি সমৃদ্ধশালী পল্লী।

৭. কেতুগ্রাম—কেতুগ্রামের প্রাচীন নাম বহুলা, একটি পীঠস্থান। অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম বহুলা। মূর্তিটি কষ্টি পাথরের। ইহার বামে শক্তিধর কার্ত্তিক ও দক্ষিণে গণেশ। প্রতিবৎসর মহানবমীতে এই দেবীর মহাপূজা হয়।

BANGLADARSHAN.COM

॥ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত॥

॥সপ্তম অধ্যায়॥

পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি

ইংরেজি ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতির লেখক বিনয় ঘোষ মহাশয়ের পুস্তক হইতে তথ্য উল্লেখ করা হইল–

বর্ধমান–শ্রীখণ্ড অঞ্চলেই এক সময় তন্ত্রের প্রাধান্য ছিল বলে মনে হয়। শ্রীখণ্ডের চারিদিকে এখনও সব বিখ্যাত তান্ত্রিক পীঠস্থান রয়েছে। ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা, কেতুগ্রামের বহুলা, মাঝিগ্রাম, উজানি, মঙ্গলকোট, শাকম্ভরী ও ভ্রামরী মঙ্গলচণ্ডী, সবই তান্ত্রিক দেবী।

শ্রীখণ্ডকে যেন তান্ত্রিক দেবদেবী এখনও বেষ্টন করে রেখেছে।

শাস্ত্রমূলক ভারতীয় শক্তিসাধনা

বাংলার ১৩৭৩ সালে প্রকাশিত শাস্ত্রমূলক ভারতীর শক্তিসাধনার লেখক উপেন্দ্র কুমার দাস মহাশয়ের পুস্তক হইতে পীঠস্থানের কিছু তথ্য উল্লেখ করা হইল–

BANGLADARSHAN.COM

পীঠোৎপত্তির পৌরাণিক কাহিনী : কীভাবে শাক্তপীঠগুলির উদ্ভব হল কালিকাপুরাণ, দেবীভাগবত প্রভৃতিতে তার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই কাহিনী অনুসারে দেখা যায়, দক্ষযজ্ঞে সতীর প্রাণত্যাগের পর সতীদেহ কাঁধে (মতান্তরে মাথায়) নিয়ে শিব উন্মত্তের মতো পৃথিবীময় নৃত্য করে বেড়াতে লাগলেন। এতে সৃষ্টি রসাতলে যাওয়ার উপক্রম হল। তখন দেবতারা এই অবস্থার প্রতিকারের ব্যবস্থা করলেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শনি সতীদেহে প্রবেশ করে তাকে টুকরো টুকরো করে কাটতে লাগলেন। সেই সব টুকরো ছিটকে পড়তে লাগল। যেখানে-যেখানে এমনি টুকরো পড়ল তা-ই হল পীঠ। পীঠস্থলে দেবী ভৈরবসহ নিত্য বিরাজ করেন। এই কাহিনীর শেষ দিকটায় একটু রূপান্তরও আছে। তাতে আছে বিষ্ণু বাণ মেরে বা সুদর্শন চক্র দিয়ে আঘাত করে-করে সতীদেহ কেটে খান-খান করেন।

বহুলাপীঠ : বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে কেতুগ্রামে একটি পীঠস্থান আছে, নাম বহুলাপীঠ বা বাহুলাপীঠ। এখানে পড়েছিল দেবীর বামবাহু। পীঠাধিষ্ঠাত্রী দেবী বহুলা বা বাহুলা।

আনন্দ বাজার পত্রিকা–রবিবার ২৮শে মাঘ ১৩৭৯ সাল

বাংলার লুপ্ত দেবদেবী ও উৎসব : লেখক সুনীল ভট্টাচার্য

পৌরাণিক একান্নপীঠের কথা আমরা সবাই জানি। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হ্রাসের উদ্দেশ্যেই ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের একান্নপীঠ এক সময় শক্তি আরাধনার কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠেছিল।

লামাদের তন্ত্রে ও পুরাণে যে একান্নপীঠের কথা বলা হয়েছে তার পাঁচটি মহাপীঠ হচ্ছে বীরভূমে–

ক) পট্টহাসের ফুল্লরাদেবী ও বিশ্বেস ভৈরব।

খ) নলহাটির কালিকাদেবী ও যোগীশ ভৈরব।

গ) বহুলা ও কেতুগ্রামে বহুলা দেবী ও ভীরুক ভৈরব।

ঘ) ক্ষীরগ্রামে যুগাদ্যাদেবী ও ক্ষীরক ভৈরব।

ঙ) বক্রেশ্বর মহিষমর্দিনী দেবী ও বক্রনাথ ভৈরব।

পাল ও সেন রাজাদের আমলে বাংলায় উপাস্য দেবদেবীর সংখ্যা ছিল অগণ্য।

পৌরাণিকা

ইংরেজি ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত পৌরাণিকার লেখক–অমল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুস্তকের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিত কেতুগ্রামে বহুলার তথ্য উল্লেখ করা হইল–

বহুলা : বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়া মহকুমাতে হইতে ১৬ কিমি দূরে কেতুগ্রামে সতীর বাম বাহু পড়েছিল। এটি একটি পীঠস্থান। এখানে দেবী বহুলা এবং ভৈরব ভীরুক।

BANGLADARSHAN.COM

পশ্চিম বাংলার তীর্থ

বাংলার ১৩৮৫ সালে প্রকাশিত পশ্চিম বাংলার তীর্থের লেখক প্রলয় সেন মহাশয়ের পুস্তক হইতে তথ্য উল্লেখ করা হইল।

কেতুগ্রামের বহুলা : হাওড়া থেকে রেলপথে ব্যাণ্ডেল হয়ে কাটোয়া স্টেশনের দূরত্ব ১৪৪ কিমি। কাটোয়া থেকে কাটোয়া-আমোদপুর রেলপথে পাঁচন্দি স্টেশনের দূরত্ব ১৩ কিমি। পাঁচন্দি থেকে দক্ষিণে ২ মাইল দূরে সমৃদ্ধিশালী পল্লী কেতুগ্রাম অবস্থিত। এই স্থানটি বেশ প্রাচীন ও মধ্যযুগে তন্ত্রসাধনার এক উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রভূমি ছিল। এই পল্লীর প্রাচীন নাম বহুলা। কেতুগ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ‘বহুলা’ থেকে স্থানটির বহুলা নামকরণ হয়েছিল। কেতুগ্রাম একটি মহাপীঠ। এখানে সতীর বাঁ হাত পতিত হয়। দেবী বহুলা’কে স্থানীয় লোকেরা ‘বহুলাক্ষী’ নামে অভিহিত করেন। মহাপীঠটি কেতুগ্রামের মধ্যভাগে অবস্থিত।

তিনটি স্তববিশিষ্ট বেদীর উপর দেবী বহুলার বিগ্রহ দণ্ডায়মান। মূর্তিটি পাঁচ ফুটের ও কিছু বেশী উঁচু একটি কালোপাথরে উৎকীর্ণ। দেবীর দুটি চক্ষু। হাত চারটি। চারটি হাতের মধ্যে নিচের দুটি হাত এবং নাকের অগ্রভাগ ছিন্ন। সম্ভবত এসব বিধর্মীদের কাজ। যথাক্রমে উপরের বাঁ হাত ও ডানহাত দর্পণ ও কঙ্কতিকা রয়েছে। কানে রয়েছে বিচিত্র কর্ণাভরণ আর মাথায় মুকুট। অনিন্দ্যসুন্দর এই দেবীমূর্তির দক্ষিণভাগে অবস্থান করছে একটি গণেশমূর্তি। আর বামভাগে কার্তিকমূর্তি। দেবী জয়দূর্গার ধ্যানে পূজিতা হন। প্রতিবৎসর মহানবমীর দিন

জাকজমকের সঙ্গে দেবীর মহাপূজা নিষ্পন্ন হয়। বিনষ্ট প্রায় ক্ষুদ্র দালানে দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন। কোনক্রমে নিত্যসেবা চলছে।

তীর্থ পরিচয়

১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তীর্থ পরিচয়ের লেখক শ্রীসুবোধ কুমার চক্রবর্তী মহাশয়ের পুস্তক হইতে পীঠস্থানের কিছু তথ্য উল্লেখ করা হইল–

বাংলায় আরও অনেক পীঠস্থান আছে, যা মানচিত্রে খুঁজে পাওয়া যায় না। শিবচরিত বা তন্ত্রের নামোল্লেখ দেখে সে সব খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়।

বহুলায় : বহুলায় পড়েছিল সতীর বামবাহু। দেবীর নাম বহুলা এবং ভীরুক ভৈরব। এই স্থানের বর্তমান নাম কেতুগ্রাম।

শ্রীশ্রীকালী ও কালীক্ষেত্র

১৩৯০ সাল ও ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত শ্রীশ্রীকালী ও কালীক্ষেত্রের লেখক প্রভাত হালদার মহাশয়ের পুস্তক হইতে কিছু তথ্য উল্লেখ করা হইল–

BANGLADARSHAN.COM

সতী পীঠের গুরু ও ভৈরব রূপে মহাদেব : শক্তি ব্যতীত এ জগতে আর কি আছে ? বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত সারা ভারতভূমে সতীপীঠ রূপেই বিরাজ করিবে। সতী বিনা মহাদেব এই জগতে আর কোন আলো দেখিতে পাইতেছেন না। এত দিন যে সম্বিৎহারা হইয়া সতীদেহ বহন করিয়াছিলেন আজ সতীদেহ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় তাঁহার সম্বিৎ ফিরিল। তিনি স্থির করিলেন এক সতী আজ একান্ন সতী-পীঠে রূপান্তর ঘটিয়াছে। তাই সেই প্রত্যেক সতী পীঠকে রক্ষা করার কর্তব্যে সেই সকল স্থানে তিনিও ভৈরব রূপে বিরাজ করিবেন। তাই প্রতি সতী-পীঠেই ভৈরব রূপে তিনি বিরাজিত রহিলেন।

বহুলায় : সতীর বাম বাহু পতিত হইয়াছিল, দেবী বহুলা, ভৈরব-ভীরুক। কাটোয়ার নিকটে কেতুগ্রামে অবস্থিত।

॥সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত॥

॥অষ্টম অধ্যায়॥

॥ঘরের কাছে সতীপীঠ : বহুলা দেবীর মন্দির॥

১৭ই জুলাই ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ঘরের কাছে সতীপীঠ : বহুলা দেবীর মন্দিরের লেখক শ্রীইন্দ্র নারায়ণ নন্দী মহাশয়ের লেখা "পরিবর্তন পত্রিকা " হইতে তথ্য উল্লেখ করা হইল।

কাটোয়া থেকে বাসে ১৭ কিমি পথ অতিক্রম করলে একটি মহাতীর্থস্থানে পৌঁছান যায়। বিশেষ মাহাত্ম্য সম্বলিত তীর্থকেই মহাতীর্থস্থান হিসাবে ধরা হয়ে থাকে। এ স্থানের বিশেষত্ব বলতে এটি ভারতবর্ষের ৫১ পীঠের এক পীঠস্থান।

অক্ষয়চৈতন্যদেব ব্রহ্মচারী বাংলার তীর্থ গ্রন্থে এই স্থানের দিক নির্দেশ করেছেন : পূর্বরেলের অন্তর্গত হাওড়া বারহাওড়া লাইনের গঙ্গাটিকুরী স্টেশন থেকে ছয়মাইল দূরে অবস্থিত আর ন্যারগেজ রেলপথের আমদপুর কাটোয়া লাইনের পাঁচুন্দী স্টেশন হইতে দুই মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এর সাবেক নাম পট্টী বহুলাপুর।

তন্ত্রসার গ্রন্থ, কালিকাপুরাণ, কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের কবিতা, সংস্কৃত পীঠমালা ইত্যাদি পীঠনির্ণয় পুস্তকে উল্লেখ আছে সতীর বামবাহু এ স্থানে পতিত হইয়াছিল।

BANGLADARSHAN.COM

বহুলায় বামবাহু ফেলিল কেশব।
বহুলা চণ্ডিকা তাহে ভীরুক ভৈরব॥

কবি ভারতচন্দ্র

পৌরাণিক যুগে এ স্থান যে 'বহুলা' নামে আখ্যায়িত ছিল তা সহজেই অনুমেয়। যুগ যুগ ধরে সতীপীঠগুলি মহাতীর্থস্থান হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। যখন কাটোয়া নামেরও উৎপত্তি হয়নি, তারও বহু বহু যুগ আগে পৌরাণিক কাহিনীর ঘটনায় বিজাড়িত ছিল দেবী বহুলার নামের সঙ্গে এ স্থান।

দেবদেবীর নামে স্থানের উল্লেখ এখনও অনেক পাওয়া যায়। ইতিহাসে এ তথ্য পাওয়া যায়। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের যুগে এ স্থান ছিল বীরভূম জেলার অন্তর্গত। কিছুকাল পরে তা বর্ধমানের অন্তর্গত হয়। ঐ প্রাচীন তীর্থস্থান বহুলায় পৌঁছে প্রথমেই গেলাম মন্দির ও দেবীদর্শনে। সেদিনের সে পট্টী বহুলাপুরে এসে পাড়া বহুলায় যাই। সকলেই দেবীর বহুলাক্ষী ডাক নামের কথা জানালেন। কারণ কালিকাপুরাণে উল্লেখ পাওয়া যায় বহুলাখ্যার শব্দটির। এছাড়া প্রাণতোষিনী তন্ত্র গ্রন্থে ও এর উল্লেখ আছে।

পট্টী বহুলাপুরের পাড়া বহুলায় দেবী বহুলাক্ষী দর্শন করতে গিয়ে দেখলাম, এটা মহাতীর্থস্থান হিসাবে উপেক্ষিত অবহেলিত।

তবে এখনও যা অত্যাশ্চর্য তা হল দেবী বহুলার মূর্তিটি। প্রায় ৪-৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট অতীব কারুকার্যে সুশোভিত বহুমূল্য কৃষ্ণকায় প্রস্তরে খোদিত বামবহুলা দেবীর দুর্গামূর্তি দর্শনে বিমোহিত হতে হয়। তিনটি স্তবক-বিশিষ্ট পীঠের উপর দণ্ডায়মান ত্রিনয়না স্তিমিত নেত্রা, চতুর্ভূজা মা, চতুর্ভূজা দুর্গামূর্তি অন্যত্র বিরল।

ঐ দেবী বহুলার দুর্গামূর্তিটি যে মন্দিরে অধিষ্ঠিত সেই মন্দির হালফিলের তৈরি অত্যন্ত সাদামাটা দালান মন্দির।

দালান মন্দিরে কোন নকশা বা কারুকার্য নেই। অন্যান্য বাহুল্যও কিছু নেই। মন্দিরের কোন আটচালা নেই।

গ্রামবাসীদের আপ্রাণ চেষ্টায় দেবী মন্দিরের পাশে তিনটি ছোটঘর, যাত্রী আবাস ইত্যাদি তৈরির চেষ্টা হয়েছিল, তার নিদর্শন পাওয়া যায়। সেগুলি অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে।

বর্তমানের বহুলাক্ষী মন্দিরটি ১৯৬৯ সালে গ্রামবাসী ও সেবাইতগণের প্রচেষ্টায় নির্মিত হয়েছে বলে জানা গেল।

সর্বসিদ্ধি প্রদায়ক কৃষ্ণকায় প্রস্তরে খোদিত গণেশ মূর্তি বহুলাদেবীর পাশে বিদ্যমান। ফুট দেড়-দুই উচ্চতা বিশিষ্ট মূর্তিটি দর্শনেও নয়ন জুড়োয়।

প্রাণতোষিনী তন্ত্রের ১৮৩ পৃষ্ঠায় যেখানে একান্ন পীঠের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে, তার দ্বাদশ শ্লোকে বাম বহুলা'র উল্লেখ পাওয়া যায়। নবনির্মিত মন্দিরের দেওয়ালে সেই শ্লোকটি চোখে পড়ে :

"বহুলায়াং বামবাহু বহুলাখ্যাচ দেবতা।
ভীরুক ভৈরব স্তত্র সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়ক॥"

এখানে যেন সর্বসিদ্ধি প্রদায়ক ঐ গণেশ ভীরুক ভৈরবের অভাবকে অনেকটা দূরীভূত করেছে। সর্বসিদ্ধি প্রদায়ক গণেশটির বিশেষ তাৎপর্য যে সেটি চতুর্ভূজ নয়। অষ্টর্ভূজ, অষ্টর্ভূজ গণেশ ও অন্যত্র বিরল।

BANGLADARSHAN.COM

গ্রামের প্রবীন সেবাইত অকুল চন্দ্র রায় (লেখকের পিতা) বললেন, আমরা ৩০-৩১ ঘর সেবাইত। পূর্ব পুরুষেরা দেবী বহুলার যাবতীয় সম্পত্তি অভাবের দায়ে বিক্রি করে ফেলেছিলেন, সেই থেকেই দেবী বহুলার দুরবস্থা।

তবে দুঃখের বিষয় এই যে সেদিনের জমিদারীর প্রদত্ত বিপুল সম্পত্তির ঐ মন্দিরও তৎসংলগ্ন সামান্য ফাঁকা জায়গা মাত্র আজ দেবী বহুলার ভাগে রয়েছে। ঐ ফাঁকা জায়গার পরিমাণ সাত কাটা মাত্র।

দেবী নিত্যসেবা ও ভোগারতির ভাগ গ্রহণ ও বর্তমানে সেবাইতগণের পক্ষে বড় সমস্যার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অকুল চন্দ্র বাবু আরো বললেন, নবনির্মিত মন্দিরটির পূর্বে এখানে বহুলাক্ষীদেবীর পুরাতন মন্দির ছিল।

শ্বেত পাথরের ফলকটি দেখালেন। তাতে লেখা : বহুলাক্ষী মাতা লালগোলাধিপতি শ্রীল শ্রীযুক্ত রাও যোগীন্দ্র নারায়ণ রায় মহোদয় বাহাদুরের সাহায্যে এবং আলমপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু হেমেন্দ্র চন্দ্র সেন বরাট মহাশয়ের যত্ন ও চেষ্টায় এই মন্দির গৃহ নির্মিত হইল। সন-১৩২৯ সাল।

বহুমূল্য কৃষ্ণকায় প্রস্তরে নির্মিত মূর্তি দুটি কে কবে নির্মাণ করেছেন, দেবীবহুলাকে মূর্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, এ বিষয়ে তথ্য কেউ বলতে পারলেন না।

তবে জনৈক গ্রামরক্ষী বলেন, এটি যে কালাপাহাড়ের যুগেরও পূর্বের তার উল্লেক পাওয়া যায়। উক্ত সেবাইত বামবাহুতে ক্ষতের আঘাতের চিহ্ন দেখালেন এবং বললেন কালাপাহাড়ের যুগে অত্যাচারের কথা সবাই জানেন, এ ক্ষত সেই কালাপাহাড়ের যুগে হয়েছিল।

॥দেব-দেবীর কথা ও কাহিনী॥

১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "দেব-দেবীর কথা ও কাহিনী"র লেখক সুধীর কুমার মিত্র মহাশয়ের পুস্তক হইতে ৫১ পীঠস্থানের কিছু তথ্য উল্লেখ করা হইল।

পশ্চিমবঙ্গের মহাপীঠ : বাংলাদেশকে শক্তি উপাসনার কেন্দ্র বললে বোধহয় অত্যুক্তি হয় না। বাংলাদেশের পল্লীতে পল্লীতে কালীবাড়ির আধিক্যই এর প্রমাণ দেয়। "যেখানে বাঙালী সেখানে পাঁঠাবলী" তাই আজ সহজেই পরিণত হয়েছে প্রবাদে। বাংলাদেশ নরল মাটির দেশ–দেশের মাটির মত এদেশের নর-নারী চিত্তও কোমলতার আবরণে আচ্ছাদিত, এমন একটা খ্যাতি বা অখ্যাতি সর্বত্রই প্রচলিত। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, এই নরম মাটির দেশে এই কোমল হৃদয়ের দেশে শক্তিপূজার এত প্রাধান্যের হেতু কী ? হেতু নিশ্চয়ই আছে এবং তা অনুসন্ধান ও গবেষণার মাধ্যমে প্রতিষ্টিত সত্যকেই স্মরণ করায়।

BANGLADARSHAN.COM

এই উপলক্ষে সতীর দেহত্যাগের কাহিনীকে স্মরণ করা যেতে পারে। দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করলে বিষ্ণু চক্রের দ্বারা খণ্ডিত সতীদেহ নেপাল, সিংহল, বাংলাদেশ সহ ভারতের একান্নটি স্থানে পড়ে। যে সকল স্থানে তাঁর দেহের অংশ পড়েছিল কালক্রমে সেগুলিই মহাপীঠস্থান রূপে পরিগণিত হয়। এই একান্নটি শক্তিপীঠের মধ্যে অন্যুন এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ সতেরটি শুধু বাংলাদেশেই অবস্থিত। পূর্বে চট্টগ্রাম, পশ্চিমে বীরভূম, উত্তরে জলপাইগুড়ি ও দক্ষিণে সুন্দরবন, এই বিস্তৃত অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে বাংলাদেশের এই শক্তিপীঠগুলি বিরাজিত। নেপাল, সিংহল বা ভারতের আর কোন প্রদেশে বাংলাদেশের মত পীঠস্থানের এই আধিক্য লক্ষ্য করা যায় না।

বাংলাদেশের সতেরটি শক্তিমহাপীঠের বারোটি-ই পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। সেগুলি যথাক্রমে বীরভূম জেলার–কোপাই, নলহাটী, লাভপুর, সাঁইথিয়া ও বক্রেশ্বর। বর্ধমান জেলার–ক্ষীরগ্রাম, উজানি, কেতুগ্রাম ও জুড়নপুর। মুর্শিদাবাদ জেলার–কিরীটকনায়। জলপাইগুড়ি জেলার–শালবাড়ীগ্রাম এবং কলকাতার–কালীঘাটে।

২৭) "বহুলায়"–(বামবাহু, দেবী বহুলা, ভৈরব ভীরুক সর্বসিদ্ধিপ্রদায়ক) কাটোয়ার অন্তর্গত কেতুগ্রাম তীর্থস্থান।

॥স্বয়ম্ভু শিব॥

১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "স্বয়ম্ভু শিব"-এর লেখক দীপ্তিময় রায়ের লেখা পুস্তক হইতে কিছু তথ্য উল্লেখ করা হইল।

এখানে প্রসিদ্ধ শক্তিপীঠে মাতৃমন্দিরের পাশে অন্য মন্দির তাঁর ভৈরবও বিরাজ করেন। এগুলি সেই পীঠস্থানের বিখ্যাত শিবলিঙ্গ মূর্তি। এগুলির মধ্যে কতিপয় শিবলিঙ্গের নামোল্লেখ করা হইল :

১) ভীরুক : দেবী বহুলার ভৈরব, কেতুগ্রাম, বর্ধমান।

২) নকুলেশ্বর : দেবী কালিকার ভৈরব, কালীঘাট।

৩) সম্বর্ত্ত : দেবী কিরীটেশ্বরীর ভৈরব, লালবাগ, মুর্শিদাবাদ।

॥ভ্রমণ সাথী॥

১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "ভ্রমণ সাথী"র লেখক শ্রীসুবোধ কুমার চক্রবর্তী মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে "দেবী বহুলা"র তথ্য দেওয়া হইল।

৪) বহুলা : কাটোয়া আমদপুর লাইনের ১০ মাইল দূরে কেতুগ্রাম ও একটি পীঠস্থান রূপে পরিচিত। বহুলা এই স্থানের পুরাতন নাম। সতীর বামবাহু এখাতে পতিত হইয়াছিল। দেবী বহুলা ও ভৈরব ভীরুক।

BANGLADARSHAN.COM

॥ভারতের দেবীতীর্থ॥

১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "ভারতের দেবীতীর্থ"-এর লেখক রঞ্জন বেরা মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে "দেবী বহুলা"র তথ্য উল্লেখ করা হইল।

দেবী বহুলা (কেতুগ্রাম/বর্ধমান) :

একান্ন পীঠের এক পীঠ হল বহুলা। এটি যুগ যুগ ধরে সতীপীঠ হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আসছে। এখানে পড়েছিল সতীর বাম বাহু। একথার উল্লেখ আছে বিভিন্ন তন্ত্রগ্রন্থ, পুরাণ, কাব্য ইত্যাদিতে। পূর্বে এই স্থানটি "বহুলা" নামেই পরিচিত ছিল।

কবি রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের কাব্যে উল্লেখ আছে–

বহুলায় বামবাহু ফেলিল কেশব।
বহুলা চণ্ডিকা তাহে ভীরুক ভৈরব॥

প্রাণতোষিণী তন্ত্রে উল্লেখ আছে–

বহুলায়াং বামবাহু বহুলাখ্যাচ দেবতা।
ভীরুক ভৈরব স্তত্র সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়ক॥

মন্দির নির্মাণ ও দেবী প্রতিষ্ঠা যে প্রথম কবে হয়েছিল তা সঠিকভাবে জানা যায় না। খুব সম্ভবত সেন যুগে কিংবা তারও আগে দেবী প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কারণ কালাপাহাড়ের সময় যে দেবী বর্তমান ছিলেন, তার প্রমাণ কালাপাহাড়ের অত্যাচারের ক্ষতচিহ্ন দেবী অঙ্গে আজও বর্তমান।

বর্তমান মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে ১৯৬৯ সালে গ্রামবাসী এবং সেবাইতদের যৌথ প্রচেষ্টায়। এর আগে এখানে একটি পুরাতন মন্দির ছিল। সেটি তৈরী হয়েছিল বাংলা ১৩২৯ সালে, রাও যোগীন্দ্র নারায়ণ রায়ের সাহায্যে এবং হেমচন্দ্র সেন বরাট-এর প্রচেষ্টায়।

বর্ধমানের কেতুগ্রামে মন্দিরটির অবস্থার প্রাচীন নাম বহুলা। দেবীর বর্তমান মন্দিরটির গঠন নতুনত্ব কিছুই নেই, কোন বিশেষত্বও নেই। সমতল ছাদবিশিষ্ট মন্দির। আকার ছোট। মন্দিরের গায়ে কোন কারুকার্য নেই। এটি একটি একতলা দালান মন্দির।

দেবী বহুলা বহুলাক্ষী নামেও পরিচিত। কালিকাপুরাণে বহুলাখ্যা নামের উল্লেখ আছে। দেবী মূর্তি কৃষ্ণকায় প্রস্তরে নির্মিত। তিন স্তবক বেদীর উপর দেবী বহুলা তথা দুর্গা দণ্ডায়মানা। দেবীর উচ্চতা চার ফুটের বেশি। দেবী চতুর্ভূজা। চতুর্ভূজা দুর্গা মূর্তি সাধারণত দেখা যায় না। সেদিক দিয়ে মূর্তিটি নিঃসন্দেহে অভিনব। দেবী ত্রিনয়না, স্তিমিত নেত্রা। মাথায় আছে মুকুট।

মন্দিরের ভিতরে দেবীর ডানদিকে আছে অষ্টভূজ গণেশ মূর্তি। যে মূর্তি সচরাচর দেখা যায় না। এই মূর্তিটির উচ্চতা দেবী মূর্তির প্রায় অর্ধেক।

BANGLADARSHAN.COM

দেবী নিত্য পূজিতা। এখানে প্রত্যহ দেবীকে অন্নভোগ দেওয়া হয়। শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় এখানে বিশেষ পূজা হয়। তখন বলি হয়। এই মন্দিরের সেবাইতদের পদবী রায়।

মহাতীর্থ হিসাবে বহুলা যথেষ্ট অবহেলিত কিন্তু দেবী বহুলা অতিশয় জাগ্রতা। দেবীর অপরূপ মূর্তি দর্শনে মনে আসে গভীর প্রশান্তি। ত্রিনয়নী করুণাময়ীর করুণা বর্ষণে কোন ক্লান্তি নেই। অসুখ-বিসুখ, দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে দেবী এই অঞ্চলের মানুষদের উদ্ধার করে চলেছেন যুগ যুগ ধরে এবং জুগিয়ে আসছেন সাহস ও শক্তি।

হাওড়া-বারহাওড়া রেল পথের গঙ্গাটিকুরী স্টেশন থেকে ছয় মাইল দূরে কাটোয়া থেকে কাটোয়া আমোদপুর লাইনের পাঁচুন্দী স্টেশনে নেমে রিক্সায় যাওয়া যেতে পারে। দূরত্ব মাত্র দুই মাইল। কাটোয়া থেকে বাসেও যাওয়া যায়। বর্ধমান, বোলপুর থেকেও সরাসরি বাসে যাওয়া যায়।

॥অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত॥

॥নবম অধ্যায়॥

॥সাংস্কৃতিক ইতিহাস॥

১৩৮৯ সালে প্রকাশিত সাংস্কৃতিক ইতিহাসের প্রসঙ্গের লেখক ডঃ দীনেশ চন্দ্র সরকার মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে তথ্য উল্লেখ করা হইল :

পূর্ব ভারতে একান্ন পীঠের তীর্থমর্যাদা কারও অভিদিত নেই। পৌরাণিক কিংবদন্তী এই যে, দক্ষ কন্যা সতী পিতৃগৃহে অপমানিতা হয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন। সতীর বিরহে উন্মত্ত মহাদেব মৃতা পত্নীর শব স্কন্ধে নিয়ে উন্মাদ নৃত্যে ত্রিভূবন বিচরণ করতে লাগলেন। তখন দেবগণের চিন্তা হল, কি উপায়ে সতীদেহ শিবের স্কন্ধচ্যুত করা যায়। অতপর ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শনি যোগবলে সতীর শবে প্রবিষ্ট হয়ে সেটি খণ্ড খণ্ড করে ভূতলে নানা স্থানে ফেলে দিলেন। যে-যে স্থানে দেবীর দেহাংশ পতিত হল, সেই সেই স্থলে একটি পুণ্যপীঠ বা মহাতীর্থের উদ্ভব হল।

মতান্তরে–শিব যখন সতীদেহ স্কন্ধে নিয়ে ভ্রমণ করছিলেন, তখন বিষ্ণু শঙ্করের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমনপূর্বক শর দ্বারা (তন্ত্রচূড়ামণির মতে চক্রদ্বারা) সেই শব খণ্ড খণ্ড করে ভূতলে পতিত করেন। যা হোক, কন্যা সতীর প্রাণত্যাগের উপাখ্যান অনেক প্রাচীন পুরাণে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু তাঁর শবাংশ ভূমিতলে পতিত হওয়ার ফলে পবিত্র পীঠসমূহের উৎপত্তি কাহিনী কেবল দেবীভাগবত (৭ম স্কন্ধ, ৩০শ অধ্যায়), কালিকাপুরাণ (১৮শ অধ্যায়) প্রভৃতি কতিপয় অপেক্ষাকৃত আধুনিক আদিমধ্যযুগীয় গ্রন্থে দেখতে পাওয়া যায়। আবার পীঠস্থানের সংখ্যা সর্বত্র একরূপ নয়। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পীঠের একপঞ্চাশৎ সংখ্যা সর্বাপক্ষো আধুনিক। এখানে আমরা একান্ন পীঠের উৎপত্তি বিষয়ক কিংবদন্তীর ধারা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করব।

BANGLADARSHAN.COM

পীঠোৎপত্তি কাহিনীর পরবর্তী সংস্করণ দেখতে পাই সপ্তদশ শতাব্দীরও উত্তরকালে রচিত ‘তন্ত্রচূড়ামণি’-গ্রন্থে। শব্দকল্পদ্রুম-এর পীঠশব্দ প্রসঙ্গে এবং বসুমতী সংস্করণ ‘প্রাণতোষণী তন্ত্র’-এর ২৩৪-৩৬ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত পাঠ দ্রষ্টব্য। এস্থলে পীঠনামের সঙ্গে সর্বত্র দেবীনাম, দেবীর অঙ্গনাম এবং ভৈরবের নাম উল্লিখিত হয়েছে। নিম্নে তন্ত্রচূড়ামণি পীঠ তালিকা হইতে দেবী বহুলা’র নাম দেওয়া হইল :

ক্রমিক সংখ্যা	দেবীর নাম	দেবীর অঙ্গনাম	ভৈরবের নাম
১২	বহুলায়	বাম বাহু	ভৈরব ভীরুক

তাভ্যাং তথোপবিষ্টা সা স্ত্রীধর্ম্মমচিরাৎ সতী।
সর্ব্বং জ্ঞাতবতী ভূতা সাবিত্রী বহুলাধিকা॥ (কালিকা পুরাণ)
বাভ্রবীং বহুলাং নাম উপযেমে স ধর্ম্মবিৎ।
উত্তানপাদতনয়ঃ শচীমিন্দ্র ইবোত্তমঃ॥ (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)
যথা তত্তনয়া জাতা তস্যৈ তদ্বিস্তরাৎ তদা।
সাবিত্রী কথয়ামাস ক্রমাদ্বহুলয়া সহ॥ (কালিকা পুরাণ)

॥মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য॥

১৩৮৯ সালে প্রকাশিত তীর্থপথিক মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের লেখক ভূপতি রঞ্জন দাস মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে তথ্য উল্লেখ করা হইল :

পিছনে পড়ে থাকল শাক্তপীঠ কেতুগ্রাম, কৃষিপ্রধান জনপদ কান্দরা গ্রাম ছেড়ে দলে দলে নরনারী ছুটে এসে এই কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত কীর্তনীয়ার পিছু পিছু ছুটে চললেন। দিন অবসানে এসে পৌঁছলেন একচক্রা গ্রামে।

॥মহাপীঠ তারাপীঠ॥

১৩৯২ সালে প্রকাশিত প্রথম খণ্ড মহাপীঠ তারাপীঠের লেখক শ্রীবিপুল কুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে তথ্য উল্লেখ করা হইল :

বহুলা–পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কেতুগ্রামে এই পীঠ অবস্থিত। এখানে দেবীর বামবাহু পড়িয়াছে। দেবী বহুলা, ভৈরব ভীরুক।

১৩৯৩ সালে প্রকাশিত দ্বিতীয় খণ্ড মহাপীঠ তারাপীঠের লেখক শ্রীবিপুল কুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে তথ্য উল্লেক করা হইল :

নীলাচল থেকে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর লীলা পরিকার বৃন্দসহ এসেছেন বঙ্গদেশের বর্ধমানে। মহাপ্রভুর আগমনে সারাদেশ আনন্দে মাতোয়ারা। মহাপ্রভু সদলবলে চলেছেন রাঢ় অঞ্চল হয়ে গৌড়ের উদ্দেশে। ১৫৩৪ শকাব্দের (ইংরেজী ১৫১৩ খ্রীঃ) শরতের এক প্রসন্ন সকাল। রাঢ়ভূমিতে অর্থাৎ বীরভূমে প্রবেশ করবার প্রাকলগ্নে এলেন বর্ধমান জেলার কাটোয়ার অন্তর্গত কেতুগ্রামে। মহাপ্রভুর ভুবন মোহন দিব্য উজ্জ্বল গৌরতনুর কণ্ঠে শোভা পাচ্ছে শ্বেত শুভ্র স্ফটিকের মালা। দিব্য অঙ্গে শোভা পাচ্ছে গৈরিক বসন ও উত্তরীয়। করতলে হরি নামের ঝুলি। বদনে মধুর অমৃতময় হরিনাম। হরিনাম সংকীর্তন করতে করতে প্রবেশ করলেন কেতুগ্রামে। কেতুগ্রাম এক বধিষ্ণু গ্রাম। একাধারে শাক্ত ও বৈষ্ণবের মহামিলন ক্ষেত্র। কেতুগ্রামে রয়েছে একটি বিখ্যাত সতীপীঠ। সত্যযুগে সতীদেবীর বামবাহু এই সতীপীঠে পতিত হইয়াছিল। দেবীর নাম বহুলা, ভৈরব হলেন ভীরুক।

BANGLADARSHAN.COM

সাপবিদ্ধা তনুস্তেন সদ্যো রাত্রিরজায়ত।
তা তমোবহুলা যস্মাত্ততো রাত্রিস্ত্রিযামিকা॥ (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ)
বিমলোৎকষিনী জ্ঞানা ক্রিয়া সত্যা চ বুদ্ধিদা।
বহুলা বহুলপ্রেমা সর্ব্ববাহনবাহনা॥ (বৃহৎ-তন্ত্রসার)
অব্যক্তাং সত্ত্ববহুলাং ততস্তাং সেহিভাষুষুজৎ।
ততস্তাং যুঞ্জতস্তস্য প্রিয়মাসীৎ প্রভোঃ কিল॥ (ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ)

॥এই বাংলায়॥

১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রথম খণ্ড 'এই বাংলায়'-এর লেখক প্রণবেশ চক্রবর্তী মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে তথ্য উল্লেখ করা হইল :

বড়বেলুনের যথার্থ পরিচয় জানতে হলে মাতৃসাধক ভট্টাচার্য বংশের পরিচয়টাও আগে জানা প্রয়োজন। এই ভট্টাচার্য বংশ আদিতে ছিলেন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এই বংশে বিখ্যাত অনেক পণ্ডিতের জন্ম হয়েছে। এই বংশের দৌলতেই বড়বেলুন একদা সমগ্র বঙ্গে পণ্ডিতের আলয় বলে পরিচিত ছিল।

এই ভট্টাচার্য বংশের আদিপুরুষ হলেন শক্তি সাধক স্বর্গীয় ভৃগুরাম বিদ্যাবাগীশ। ইনি কেতুগ্রামের বহুলাপীঠ থেকে মা কালীর (বহুলা দেবীর) প্রত্যাদেশ পেয়ে বড়বেলুনে এসেছিলেন।

॥দেবদেবীর পরিচয় ও বাহন রহস্য॥

১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত দেবদেবীর পরিচয় ও বাহন রহস্যের লেখক শ্রীশিব শঙ্কর চক্রবর্তী মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে তথ্য উল্লেখ করা হইল :

॥দুর্গা॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবীর স্বমুখের উক্তি "একৈ বাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।" এ জগতে একা আমিই আছি আমা ভিন্ন অতিরিক্ত আর কে আছে। পুরুষাবতারের ক্রিয়া শক্তিই এই দেবী দুর্গা। বিজ্ঞান বলে এক শক্তিই বিভিন্নরূপে বিরাজিত। এই অদ্বৈত তত্ত্বই বেদ, পুরাণ ও তন্ত্রোক্ত দেবীতত্ত্বের মূল প্রতিপাদ্য। লক্ষ্মী, সরস্বতী, জগদ্ধাত্রী, উমা, পার্বতী, ভারতী, অম্বিকা, কালী, চণ্ডী, মাহেশ্বরী, বারাহী, কৌমারী, ভগবতী, গৌরী, ব্রহ্মাণী, কাত্যায়নী, চামুণ্ডা প্রভৃতি নামে যে সকল দেবীর পূজা ও উপাসনা হয় তা সেই মহাদেবীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও নাম মাত্র। কালী, তারা, ষোষশী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধুমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী, কমলা এই মহাদেবীরই দশটি রূপ। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে দেবীর ৩টি রূপ কল্পনা করা হয়েছে। তমোগুণময়ী মহাকালী, রজোগুনময়ী মহালক্ষ্মী এবং সত্ত্বগুণময়ী মহাসরস্বতী। মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী, গন্ধেশ্বরী, সুবচনী, অন্নপূর্ণাদিও এই মহাশক্তিরই অংশভূতা। শক্তিবাদ এই দেবী দুর্গাকেই কেন্দ্র করে অঙ্কুরিত, পরিবর্ধিত ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত।

॥৫১ (একান্ন) শক্তিপীঠ॥

দক্ষ যজ্ঞে সতীর দেহ ত্যাগে শিব সতীবিরহ এবং বিলাপে দেহ কাঁধে নিয়ে ভ্রমণ করতে লাগলেন। এদিকে শিবের শোক বিহ্বলতায় প্রলয় কাছে দেখা দিল। তখন শ্রীবিষ্ণু শিবের অগোচরে কাঁধোপরি সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড করে ফেলতে লাগলেন, তাতেই সৃষ্টি হয় ৫১টি শক্তি পীঠ। এগুলো সব ছড়িয়ে আছে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্থান, নেপাল ও শ্রীলঙ্কায়। মহাশক্তি স্বরূপা জগদজননী একা এবং অদ্বিতীয়া হয়েও বহুরূপে বহু নামে শক্তির আধাররূপে বিভিন্ন দেশে অবস্থিত আছেন। সমগ্র উপমহাদেশটিই শক্তিতীর্থে, শক্তি সাধনের মহাপীঠে পরিণত হয়েছে। শিব ও শক্তি অভিন্ন। তাই ৫১টি মহাপীঠে দেবীর সাথে শিব ভৈরবরূপে অবস্থান করছেন।

BANGLADARSHAN.COM

॥দুর্গা নামের ব্যুৎপত্তি॥

দৈত্য নাশার্থোবচনো দ কারঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
উ কারো বিঘ্ননাশস্য বাচকো বেদ সম্মতঃ॥
বেক্ষো রোগঘ্ন বচনো গশ্চ পাপঘ্ন বাচকঃ।
ভয়শত্রুঘ্নবচনোশ্চাকারঃ পবিকীর্ত্তিতঃ॥ (শব্দকল্পদ্রুম)

“দ” অক্ষরটি দৈত্য নাশক, “উ”-কার বিঘ্ননাশক, “রেফ” রোগঘ্ন, “গ” অক্ষর পাপঘ্ন, “আকার” ভয় শত্রুঘ্ন। দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ এবং ভয় ও শত্রু হতে যিনি রক্ষা করেন তিনিই দুর্গা।

॥মাতৃতীর্থ (৫১) পীঠ ও ভৈরব॥

ক্রমিক সংখ্যা	দেবীর নাম	ভৈরব	স্থান
১২	বহুলা	ভীরুক	কাটোয়া, ভারত

BANGLADARSHAN.COM

॥নবম অধ্যায় সমাপ্ত॥

॥দশম অধ্যায়॥

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম সংস্করণে প্রকাশিত যশোরখুলনার ইতিহাসের লেখক শ্রীসতীশ চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে তথ্য উল্লেখ করা হইল।

অষ্টাদশভূজার মূর্ত্তি দেখিলে ও তাহা অতি প্রাচীন যুগের ভাস্কর্যের পরিচয় দেয় অতি প্রাচীন কঠিন কষ্টি পাথরের প্রস্তুত হইলেও বহুযুগের কালধর্মে ইহা অনেকটা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছে।

তান্ত্রিকগণ বলেন শতভূজা বা অষ্টাদশভূজা প্রভৃতি অধিক সংখ্যক ভূজবিশিষ্ট মূর্ত্তি হিমালয়ের উপরই নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হইত, ক্রমে হিমাচল হইতে যত দূরে যাওয়া যায়, তত হস্তসংখ্যা কমিয়া মায়ের মূর্ত্তি অষ্টভূজা বা চতুর্ভূজা ও অবশেষে দ্বিভূজা হইতে থাকে। কোন আদিযুগে এই সকল মূর্ত্তি প্রস্তুত হইয়া ক্রমে বঙ্গদেশের বহু পীঠস্থানে নীত ও স্থাপিত হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই।

হিন্দুদের প্রাচীন আগম শাস্ত্রের পুনঃ সংস্কার আরম্ভ হইল। হিন্দু তান্ত্রিকতা আবার জাগিয়া উঠিল। নানা স্থানে তান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্ত্তি স্থাপিত হইল। গুপ্ত সম্রাটগণ এই তান্ত্রিকতার পুনরুত্থান যুগে তদীয় প্রবল পৃষ্টপোষক হইলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, সতীর ছিন্নদেহ হইতে যে সকল পীঠমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা এই যুগেই হয়।

আমাদের মনে হয় সে সকল পীঠমূর্ত্তি ইহা অপেক্ষা ও প্রাচীন। তবে সেই পীঠস্থানগুলিতে এই যুগে মন্দিরাদি নির্মিত হইয়া রীতিমত পূজাপদ্ধতি প্রচলিত হওয়া বিশেষ সম্ভবপর। গুপ্তযুগে পীঠ দেবতা ব্যতীত অন্য বহুসংখ্যক দেবদেবীর পূজা হইতে থাকে। এইভাবে দেখিতে পাই গুপ্ত রাজগণের ও শশাঙ্কের রাজকীয় ও ধর্ম সম্বন্ধীয় প্রাধান্য সর্বত্র প্রসার লাভ করিয়াছে।

BANGLADARSHAN.COM

২০০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তন্ত্রের সন্ধানে শাক্তপীঠের লেখক নিগূঢ়ানন্দ মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে তথ্য উল্লেখ করা হইল।

বহুলা : পীঠনির্ণয়ে একান্নপীঠের দ্বাদশ পীঠ হল বহুলাতে। এখানে সতীর বামবাহু পড়েছিল। দেবীর নাম বহুলা, ভৈরবের নাম ভীরুক।

“বহুলায়াং বামবাহুর্বহলাস্যা চ দেবতা।
ভীরুক ভৈরব স্তস্ত্র সর্বসিদ্ধি প্রদায়ক॥”

ভারতচন্দ্র ‘অন্নদামঙ্গলে’ এই পীঠ সম্পর্কে বলেছেন এই রকম:-

“বাহুলায় বামবাহু ফেলিলা কেশব।
বাহুলা চণ্ডিকা তাহে ভীরুক ভৈরব॥”

এই পীঠস্থানটি কোথায়? এই মহাশাক্ত পীঠটি কিন্তু আমাদের খুব ঘরের কাছেই। পীঠটি রয়েছে বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে কেতুগ্রামে।

প্রাচীন কালে এই কেতুগ্রামকে বলা হত বহুলা বা বাহুলা।

গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন বহুলা। দেবীর দালান মন্দিরটি দর্শনীয়। ৪-৫ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট অতীব কারুকার্য শোভিত বহুমূল্য কৃষ্ণপ্রস্তরে খোদিত শ্রীশ্রী৺বহুলা দেবীর চতুভূজা দুর্গামূর্তিটিও দেখবার মতো। দেবীর পাশে অষ্টভূজ গণেশ মূর্তিটিও দর্শকের নজর কাড়ে। এই মহাতীর্থে যাবার পথ হাওড়া বারহাওড়া লাইনে কাটোয়ার পরের স্টেশন গঙ্গাটিকুরী। স্টেশন থেকে পাকা রাস্তায় দূরত্ব ৬ মাইল। কাটোয়া আমোদপুর ন্যারোগেজ রেলপথের পাঁচুন্দী স্টেশন থেকে দুই মাইল দক্ষিণে কেতুগ্রাম। কাটোয়া থেকে বাসে করে সতের মাইল পর কেতুগ্রাম বাসস্টপ। বাসস্টপ থেকে বহুলা দেবীর মন্দির পাঁচ মিনিটের পথ।

বহুলা দেবীর সেবাইত শ্রীঅসীম কুমার রায় ৩০/৯/১৯৮৮ তে কাঁচরাপাড়া থেকে আমাকে বহুলাতীর্থে যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

ঠিকানা–শ্রীঅসীম কুমার রায়/গ্রাম+পোঃ+থানা-কেতুগ্রাম/পাড়া-বহুলাপাড়া/জেলা-বর্ধমান।

ভারতকোষ হইতে তথ্য উল্লেখ করা হইল (প্রথম খণ্ড হইতে পঞ্চম খণ্ডের মধ্যে)–

কোগ্রাম:- বর্ধমান জেলায় অবস্থিত বৈষ্ণবতীর্থ। 'চৈতন্যমঙ্গল' প্রণেতা লোচনদাস এখানে জন্মগ্রহণ করেন। কোগ্রামে তাঁহার সমাধি বর্তমান। কোগ্রামের নিকটবর্তী উজানি অন্যতম মহাপীঠ। এখানে দক্ষিণ কনুই পড়িয়াছিল। দেবী সর্বমঙ্গলা বা মঙ্গলচণ্ডী, ভৈরব কপিলাম্বর। অন্য মতে কালিদাসের উজ্জয়িনী এই পীঠস্থান।–পঞ্চানন চক্রবর্তী।

BANGLADARSHAN.COM

বহুলা:- বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমার ১৬ কিলোমিটার দূরে কেতুগ্রামে সতীর বাম বাহু পতিত হইয়াছিল।

বহুলায়াং বামবাহুর্বহুলাখ্যা চ দেবতা।
ভীরুকো ভৈরব স্তত্র সর্বসিদ্ধি প্রদায়ক॥

দেবী–বহুলা, ভৈরব–ভীরুক।–পঞ্চানন চক্রবর্তী।

শাক্তপীঠ– শাক্তমতে যে সকল স্থান শক্তির অর্থাৎ দেবী পূজার অধিষ্ঠানভূমি সেইগুলিই শাক্ততীর্থ। এইগুলির ভিতর আবার কতকগুলি স্থান বিশিষ্ট পীঠরূপে স্বীকৃত। এ সম্পর্কে পৌরাণিক কাহিনী এই যে সত্যযুগে দক্ষযজ্ঞে শিবনিন্দা শ্রবণে সতী দেহত্যাগ করেন। শোকোন্মত্ত মহাদেব মৃত সতীদেহকে মস্তকে লইয়া ত্রিভূবন পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। তাহাতে সৃষ্টি বিপদর্যস্ত হয় দেখিয়া বিষ্ণু শঙ্করের অনুগমন করিয়া চক্রদ্বারা সতীদেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া ভূতলে ফেলেন।

মহাদেব পূর্বদিকে যতদূর গমন করেন, ততদূর পর্যন্ত যাজ্ঞিক ভূমি বলিয়া কথিত হয় এবং যে যে স্থানে সতীদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পতিত হয়, তাহাই পীঠস্থানে পরিণত হয়। এই পুণ্য স্থানগুলিই শাক্তপীঠ।

প্রচলিত মতে শাক্তপীঠের সংখ্যা ৫১, উপপীঠের সংখ্যা ২৬, একাধিক গ্রন্থে এই ৫১টি পীঠের যেখানে যেখানে যে যে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পড়িয়াছিল তাহার বিবরণ আছে।

এই গ্রন্থে শাক্তপীঠের অধিদেবতা ও ভৈরবের নাম উল্লিখিত আছে। যেমন–

১) সুগন্ধা (বরিশাল)–নাসিকা, দেবী-সুনন্দা, ভৈরব-ত্র্যম্বক।

২) জলন্ধর– স্তন, দেবী-ত্রিপুরমালিনী, ভৈরব-ভীষণ।

৩) বহুলা (কাটোয়ার কেতুগ্রাম)–বামবাহু, দেবী-বহুলা, ভৈরব-ভীরুক।

৪) প্রয়াগ– হস্তাঙ্গুলি, দেবী-ললিতা, ভৈরব-ভব।

৫) মিথিলা– বামস্কন্ধ, দেবী-কর্ণিকা, ভৈরব-মহোদর।

৬) নলহাটি– নলা, দেবী-কণিকা, ভৈরব-যোগেশ।

৭) বক্রেশ্বর– মনঃ (ভ্রুমধ্য), দেবী-মহিষমর্দিনী, ভৈরব-বক্রনাথ।

–জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী।

লাট বহুলাপুর পরচা:-

জিলা বর্দ্ধমান থানা কেতুগ্রাম		রেঃ সাঃ নং ৭ পরগণা মনহরসাহী			খতিয়ান নং ১/১ তৌজি নং ১		
উপরিস্থ স্বত্বের		অত্র স্বত্বের দেয়			মন্তব্য	ধারা মতে ও কোন সন হইতে আমলে আসিবে	
খতিয়ান নম্বর	দখলদার সংক্ষিপ্ত	পরস্পর অংশ	খাজানা	সেস		খাজানা	সেস
১	মহারাজাধিরাজ বাহাদুর অব বর্দ্ধমান পক্ষে কোট অব ওয়ার্ডসের ম্যানেজার মহারাজকুমার উদয়চন্দ মহাতব	১৲			খাজানা বরাত ৬৮ নং শ্রীরামপুর মৌজার ১৩ নং খং মোট খাজানা ২৩১/৩		

গ্রুপ নম্বর	অত্র স্বত্বের বিবরণ ও দখলদার	অংশ	স্বত্বের শ্রেণী ও বিবরণ	স্বত্বের বিশেষ নিয়ম ও অনুসঙ্গ
ক	পত্তনি বিশ্বনাথ চৌধুরী (২৭৫ নং লাট বহুলাপুর) দং কুমারীশচন্দ্র রায়		পত্তনি মধ্য স্বত্বাধিকারী চিরস্থায়ী মোকররী	
খ	চারুচন্দ্র রায়			
গ	অবিনাশচন্দ্র রায় পিং তারাদাস রায়			
ঙ	ক্ষিতীশচন্দ্র রায়			

BANGLADARSHAN.COM

	পিং কুমারীশচন্দ্র রায়			
চ	কৃষ্ণধন রায় পিং ভগবানচন্দ্র রায়			
ছ	গুরূপদ মুখোপাধ্যায় পিং রামলাল মুখোপাধ্যায়			
জ	হরিহরনাথ রায় পিং তারকনাথ রায়			
ঝ	হেমচন্দ্র রায়			
ঞ	অনুকুলচন্দ্র রায় যতীন্দ্রচন্দ্র রায় পিং আশুতোষ রায় সাং ও পোঃ কেতুগ্রাম			

মৌজা কেতুগ্রাম জে. এল. নং ৮৫
জিলা বর্দ্ধমান রেঃ সাঃ নং ২৪ খতিয়ান নং ১৮
থানা কেতুগ্রাম পরগণা মনহরসাহী তৌজি নং ১

BANGLADARSHAN.COM

উপরিস্থ স্বত্বের			অত্র স্বত্বের দেয়			ধারা মতে ও কোন সন হইতে আমলে আসিবে	
খতিয়ান নম্বর	দখলদার সংক্ষিপ্ত	পরস্পর অংশ	খাজানা	সেস	মন্তব্য	খাজানা	সেস
১	মহারাজাধিরাজ বাহাদুর অব বর্দ্ধমান পক্ষেকোটঅব ওয়ার্ডসের ম্যানেজার মহারাজ কুমারউদয়চন্দ মহাতব	১৲			খাজানা বরাত ৬৮নং শ্রীরামপুর মৌজার ১৩ নংখং মোট খাজানা ২৩১/৩		

গ্রুপ নম্বর	অত্র স্বত্বের বিবরণ ও দখলদার	অংশ	গ্রুপ নম্বর	অত্র স্বত্বের বিবরণ ও দখলদার	অংশ	স্বত্বের শ্রেণী ও বিবরণ

ক	পত্তনি ৺বহুলাক্ষ্মী ঠাকুরাণী লাট বহুলাপুর দং কুমারীশচন্দ্র রায়		জ	হরিহরনাথ রায় পিং তারকনাথ রায়		পত্তনি মধ্য স্বত্বাধিকারী চিরস্থায়ী মোকররী
খ	চারুচন্দ্র রায়		ঝ	হেমচন্দ্র রায় পিং জগবন্ধু রায়		স্বত্বের বিশেষ নিয়ম ও অনুসঙ্গ
গ	অবিনাশচন্দ্র রায় পিং তারাদাস রায়		ঞ	অনুকুলচন্দ্র রায় যতিশচন্দ্র রায় পিং আশুতোষ রায়		
ঙ	ক্ষিতিশচন্দ্র রায় পিং কুমারীশচন্দ্র রায়			23 AUG. 1932		
চ	কৃষ্ণধন রায় পিং ভগবানচন্দ্র রায়					
ছ	গুরুপদ মুখোপাধ্যায় পিং রামলাল মুখোপাধ্যায় সাং বাঘাটিকুরী থানা কাটোয়া					

BANGLADARSHAN.COM

॥দশম অধ্যায় সমাপ্ত॥

॥একাদশ অধ্যায়॥

১৩১৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত ‘বিশ্বকোষে’র লেখক শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসুর সঙ্কলিত ও প্রকাশিত একবিংশ ভাগ হইতে সতীর তথ্য উল্লেখ করা হইল।

সতী (স্ত্রী) অস্তীতি অস্-শম্-উগিত্বাৎ ঙীপ্। ১ দুর্গা। ২ সাধ্বী স্ত্রী, পতিব্রতা স্ত্রী। ৩ দক্ষকন্যা, শিবানী, ভবানী।

সতী মহাদেবের পত্নী, দক্ষের কন্যা। কালিকাপুরাণে ইহার উৎপত্তি বিবরণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে–

পূর্ব্বে ব্রহ্মার পুত্র প্রজাপতি দক্ষ মহামায়াকে কন্যারূপে লাভ করিবার জন্য মহামায়ার উদ্দেশে কঠোর তপোনুষ্ঠান করেন। মহামায়া দক্ষের তপস্যায় প্রীতা হইয়া তাহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। তখন দক্ষ তাঁহাকে বলেন যে, আপনি আমাকে এই বর প্রদান করুন যে অবিলম্বে আপনি আমার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া শিবের পত্নী হইবেন। ইহাতে তিনি কহিলেন, প্রজাপতে! আমি তোমার পত্নীর গর্ভে কন্যারূপে উৎপন্ন হইয়া শঙ্করের সহধর্ম্মিণী হইব। কিন্তু যখন তুমি আমার প্রতি শিথিলাদর হইবে, আমি তৎক্ষণাৎ দেহ ত্যাগ করিব। আর যদি আদরের শৈথিল্য না হয়, তাহা হইলে চিরদিনই সুখে থাকিব।

প্রজাপতি দক্ষ এই বর লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে তপোবিরত হইলেন। অনন্তর দক্ষ স্ত্রী সঙ্গব্যতিরেকে প্রজাসৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া সঙ্কল্প, অভিসন্ধি, মানস এবং চিন্তার সাহায্যে প্রজা উৎপাদন করিলেন। কিন্তু তাঁহারা কেহই সৃষ্টির সহায় হইলেন না। অনন্তর তিনি মৈথুনধর্ম্মে প্রজা উৎপাদন করিবার নিমিত্ত ইচ্ছানুরূপ বীরণতনয়াকে বিবাহ করিলেন। ইঁহার নাম বারিণী বা অসিকী, ইঁহার গর্ভে সন্তান হউক দক্ষের এইরূপ ইচ্ছা হইল। তাহাতে সদ্যঃ মহামায়া উৎপন্ন হইলেন। তিনি উৎপন্ন হইবা মাত্র আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, দিঙ্মণ্ডল প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল। দক্ষ মহামায়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন বুঝিতে পারিয়া বীরিণীর অলক্ষ্যে যথাশক্তি তাঁহার স্তব করিলেন। তখন মহামায়া দক্ষকে মায়ায় মোহিত করিলেন। এই কন্যা দিনে দিনে বাড়িতে লাগিল। দক্ষ এই কন্যার সত্তা অর্থাৎ সাধুতা ও নীতিপরায়ণতা দেখিয়া ‘সতী’ এই নাম রাখিলেন।

অনন্তর তিনি একদা পিতার পার্শ্বে বসিয়া আছেন এমন সময় ব্রহ্মা ও নারদ এই কন্যাটীকে দেখিতে আসিলেন। তখন সতী ব্রহ্মা ও নারদকে দেখিয়া প্রণাম করিলেন। নারদ সতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এই আশীর্ব্বাদ করিলেন, যিনি তোমাকে কামনা করিতেন, আর তুমি যাহাকে পতিরূপে লাভ করিতে অভিলাষী, সেই জগদীশ্বর শিব তোমার পতি হউন। যিনি তোমা ব্যতীত অপর রমণী গ্রহণ করেন নাই, করেন না এবং করিবেন না, তোমার সেই অনন্যসদৃশ পতি লাভ হউক। তাহারা এই কথা বলিয়া কিছুকাল অবস্থান করিয়া তথা হইতে স্বস্থানে গমন করিলেন।

অনন্তর সতী শৈশব অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। তখন তাঁহার রূপরাশি দ্বিগুণ উথলিয়া পড়িল। তখন দক্ষ তাঁহাকে মহাদেবের হস্তে অর্পণ করিবার বিষয় চিন্তা এবং সতীও মহাদেবকে পাইবার জন্য তাঁহার উদ্দেশে তপস্যা করিতে লাগিলেন।

BANGLADARSHAN.COM

অনন্তর একদা শিবের পরিণয়ের জন্য সাবিত্রীর সহিত ব্রহ্মা এবং লক্ষ্মীর সহিত নারায়ণ শিবের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্! আপনাকে দারপরিগ্রহ করিতে হইবে। কারণ আপনি দারগ্রহণ না করিলে সৃষ্টির ব্যাঘাত হইবে। মহাদেব ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া কহিলেন, আমি সতত ব্রহ্মধ্যানে নিয়ত, সুতরাং আমার দারপরিগ্রহে প্রবৃত্তি নাই, যদি আপনাদের অনুরোধে একান্তই দার গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে এইরূপ ঘরণী স্থির করিয়া দিন, যে রমণী আমি যোগযুক্তা হইলে যোগিনী এবং কামাসক্ত হইলে মোহিনী হইবে, আমি যখন পরব্রহ্মের চিন্তায় আসক্ত হইয়া সমাধিস্থ হইব, যে রমণী তাহাতে বিঘ্ন না করিবে, সেই আমার ভার্য্যা হইতে পারিবে। ব্রহ্মা তখন কহিলেন, প্রজাপতি দক্ষের সতী নামে এক কন্যা আছে, এই কন্যা সকল প্রকারে আপনার অনুরূপিণী এবং তিনি আপনাকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য আপনার উদ্দেশ্যে তপস্যা করিতেছেন। তখন মহাদেব দারপরিগ্রহের বিষয় স্বীকার করিলে স্বয়ং ব্রহ্মা দক্ষের নিকট গমন করিয়া এই সম্বন্ধ স্থির করেন। পরে মহাদেব ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও ঋষিগণের সহিত দক্ষালয়ে গমন করিয়া যথাবিধানে সতীকে বিবাহ করেন। সতীকে বিবাহ করিয়া মহাদেব কখন কৈলাসে, কখন দেবদেবীপরিবৃত শিখরে, কখনও দিগ্‌পালগণের উদ্যানে গমন করিলেন। এইরূপে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া সুখে সতীর সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। সতীগতচিত্ত মহাদেবের দিবারাত্র জ্ঞান নাই, বেদ, তপস্যা ও শম দমাদি কিছুই মনে পড়ে নাই, কেবল সতীর সন্তোষবিধানই তাঁহার এক মাত্র কার্য্য হইয়া উঠিল। সতীর একমাত্র শিবপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

BANGLADARSHAN.COM

এদিকে দক্ষ অতি গর্ব্বিত হইয়া উঠিল, তখন দক্ষ সর্ব্বজীবন একটী যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এই যজ্ঞ অষ্টাশীতি সহস্র ঋত্বিক্ হোতৃকার্য্যে ব্যাপৃত, চতঃষষ্টি সহস্র দেবর্ষি উদ্গাতা, নারদ প্রভৃতি বহুতর ঋষিই অধ্বর্য্যু এবং হোতা, সকল দেবগণের সহিত বিষ্ণু এই যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা। স্বয়ং ব্রহ্মা তাঁহার বেদবিধিদর্শক। এই যজ্ঞে দক্ষ বরণ করেন নাই, এরূপ কেহ ছিল না, দেবতা, দেবর্ষি, মনুষ্য, পশু, পক্ষী প্রভৃতি সকলই এই যজ্ঞে আগমন করেন। কেবল শিব ও সতী এই যজ্ঞে আহূত হন নাই। দক্ষ মহাদেব কপালী, সুতরাং তিনি যজ্ঞার্হ নহেন, সতী প্রিয়তনয়া হইলেও কপালীর ভার্য্যা এই জন্য তাঁহাকেও নিমন্ত্রণ করেন নাই। পিতা সুবৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, গর্ব্ব বশতঃ আমি কপালীর ভার্য্যা বলিয়া আমাকেও নিমন্ত্রণ করেন নাই সতী ইহা জানিতে পারিয়া দক্ষের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন, গর্ব্ব বশতঃ দক্ষ পূর্ব্ববৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়াছে, তাহাকে বলিয়াছিলাম তুমি কোনরূপ বিপ্রিয়াচরণ করিলে আমি এই দেহ ত্যাগ করিব। সুতরাং দক্ষ হইতে প্রাপ্ত এই শরীর এখন ত্যাগ করাই বিধেয়। এখনও দেবগণের কার্য্য সকল শেষ হয় নাই, শঙ্কর আমার জন্যই রমণীর প্রতি আসক্ত হইয়াছেন, আমি ভিন্ন আর কোন রমণীই শঙ্করের অনুরাগবর্দ্ধনে সমর্থ হইবে না, সুতরাং আমি এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়-গৃহে মেনকার কন্যারূপে উৎপন্ন হইব। ইহা স্থির করিয়া সতী পিতৃগৃহে যজ্ঞস্থানে গমন করিলেন, এবং তথায় হতাদর ও শিবের নিন্দা শুনিয়া ঘোর রোষাবেশে জ্বলিয়া উঠিলেন। তখন তিনি সমক্ষে কোনরূপ শাপ না দিয়া শরীরের দার সকল রোধ করিয়া দেহ ত্যাগ করিলেন। প্রাণবায়ু ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া নির্গত হইল।

সতীর মৃত্যুতে দেবাদি সকলেই চমকিত হইলেন। মুহূর্ত্তকাল সর্ব্ব জগৎ যেন স্তব্ধ হইয়া রহিল। মহাদেব এই বৃত্তান্ত অবগত হইলে বীরভদ্রের উৎপত্তি হইল। এই বীরভদ্র যজ্ঞ স্থলে গমন করিয়া দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করেন। [দক্ষ ও দক্ষযজ্ঞ দেখুন]

তখন মহাদেব যজ্ঞস্থানে গমন করিয়া সতীর দেহ লইয়া অতিশয় আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন, ইহাতে দেবগণ অতিশয় চিন্তাকুল হইলেন। যদি শিবের নয়ন জল ভূতলে পতিত হয়, তাহা হইলে ত্রিজগৎ এখনই ধ্বংস হইয়া যাইবে। তখন তাঁহারা আর কোন উপায় নাই দেখিয়া শনিকে আহ্বান করিলেন। শনি তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, আমি দেবগণের কার্য্য যথা সাধ্য করিব, কিন্তু মহাদেব যাহাতে আমাকে জানিতে না পারেন, আপনাদিগকে তাহাই করিতে হইবে। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ শঙ্কর সমীপে গমন করিয়া যোগমায়া বলে তাহাকে সম্মোহিত করিলেন। শনিও ভূতনাথের সমীপবর্ত্তী হইয়া তাঁহার অশ্রুতপূর্ব্ব মায়াবল গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তিনি সে মায়াবল ধারণ করিতে সমর্থ না হইয়া জলধর নামক মহাগিরিতে নিক্ষেপ করিলেন। পরে এই জল যমদ্বারে তপ্তা বৈতরণী নদী রূপে পরিণত হয়।

অনন্তর শোকবিমূঢ়চিত্ত মহাদেব সতীর শবদেহ স্কন্ধে করিয়া বিলাপ করিতে করিতে পূর্ব্বদিকে নির্গত হইলেন। গমনপরায়ণ মহাদেবের উন্মত্তের ন্যায় ভাব দেখিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ সতীর শবদেহ বিচ্যুত করিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। শিবগাত্রস্পর্শ বশতঃ এই শবশরীর পচিয়া গলিয়াও পড়িবে না। তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শনি এই তিন জন যোগমায়াবলে অদৃশ্য হইয়া সতীর শবদেহের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহা খণ্ড খণ্ড করিয়া পুণ্য তীর্থ করিবার উদ্দেশে ভূতলের স্থানে স্থানে ফেলিয়া দিলেন। সতীর অঙ্গ যে যে স্থানে পতিত হইল, সেই সকল স্থান এক একটী পীঠস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। মহাদেব সেই সকল স্থানেই লিঙ্গরূপে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

BANGLADARSHAN.COM

সতীর দেহ এই রূপে খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে পতিত হইলেও মহাদেবের সেই উন্মত্ত ভাব বিনষ্ট হইল না। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। মহাদেব দেবগণের স্তবে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমি যতদিন না সতীশোকসাগর উত্তীর্ণ হই, ততদিন আপনারা আমার সহচর হইয়া অবস্থান করুন। ব্রহ্মাদি দেবগণ তাহাই করিতে লাগিলেন।

শিব মায়া মোহিত হওয়াতেই এইরূপ সতীবিরহে কাতর হইয়াছেন, অতএব এই মায়া যাহাতে শিবদেহ হইতে নির্গতা হয়, তাহার উপায় বিধান করা আবশ্যক। এই বলিয়া দেবগণ মহামায়ার স্তব করিতে লাগিলেন। তখন মহামায়া দেবগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া মহাদেবের হৃদয় হইতে সম্পূর্ণরূপে নিঃসৃত হইলেন। মায়া নিঃসৃত হইলে স্বয়ং বিষ্ণু শান্তি সম্পাদনের জন্য শিবের অন্তরে প্রবেশ করিলেন। যে রূপে প্রতিকল্পে সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হয়, যে রূপে সতী শিবের পত্নী হন, এবং সতী যে বস্তু, যাহার কন্যা, এবং যেরূপে দেহত্যাগ করেন, তৎ সমস্তই তিনি দেখাইলেন।

তখন মহাদেবের চিত্ত শান্ত এবং তিনি তখন শিবময় হইলেন, তখন তাঁহার রুদ্রভাব তিরোহিত হইল। তখন তিনি আবার শম দম প্রভৃতিতে মনোনিবেশ করিয়া পরম যোগী হইলেন। দেবগণ তখন মহাদেবকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। মহাদেবের মন হইতে সতীবিরহ একেবারে তিরোহিত হইল।

পরে সতী হিমালয়ের গৃহে মেনকার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। যে সময় দক্ষকন্যা সতী শিবের সহিত হিমাচলে ক্রীড়া করিতেন, সেই সময় মেনকা তাহার হিতৈষিণী ছিলেন, এবং মহামায়াকে কন্যারূপে লাভ করিবার জন্য তপস্যা করেন, এই জন্য মহামায়া তাঁহাকে বর দেন যে, আমি এই দেহত্যাগ করিলে তোমার কন্যা রূপে উৎপন্ন হইব। মেনকার সেই তপোবলেই সতী তাঁহার গৃহে কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সতী হিমালয়গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়া দিন দিন শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। এদিকে সতীর মৃত্যুর পর মহাদেব কঠোর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহার এই ধ্যান ভঙ্গ করে কাহার সাধ্য? সেই স্থলে গমন করিলে সকলেই যোগী হইয়া উঠে। দেবগণ মহাদেবের বিবাহের জন্য বিশেষ চিন্তিত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিতে না পারিলে বিবাহের আর কোনও উপায় নাই। পার্ব্বতীও মহাদেবকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন।

দেবগণ তখন সকলে মিলিত হইয়া কামদেবকে মহাদেবের তপোভঙ্গে নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু কামদেব মহাদেবের ভয়ে তথায় গমন করিয়া তপোভঙ্গের জন্য তাঁহাকে সম্মোহনাদি বাণ নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু তাহাতে পরমযোগী শিবের তপোভঙ্গ হইল না, কাম নিজেই তাঁহার নেত্রাগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হইলেন।

BANGLADARSHAN.COM

এদিকে পার্ব্বতী মহাদেবকে না পাইয়া অতি দুশ্চর তপোঽনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন, আশুতোষ তখন তাঁহার তপস্যায় প্রীত হইয়া তাঁহাকে বর দেন যে তুমি আমার পত্নী হইবে। দেবগণ এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া নারদকে হিমালয়ের গৃহে প্রেরণ করিলেন। দেবর্ষি নারদ হিমাচলগৃহে গমন করিয়া এই সম্বন্ধ স্থির করেন। তৎপরে মহাদেব দেবতা ও প্রমথ প্রভৃতি গণের সহিত গিরিভবনে গমন করিয়া পার্ব্বতীকে বিবাহ করেন।

(কালিকাপুরাণ ১০ হইতে ২৪ অ ও ৪১ হইতে ৪৫ অ)

[পার্ব্বতী দেখুন]

শ্রীমদ্‌ভাগবতে দক্ষের যজ্ঞ করিবার কারণ এইরূপ লিখিত আছে। শিব দক্ষকন্যা সতীকে বিবাহ করেন, সুতরাং দক্ষের জামাতা। দক্ষ শিবের পূজ্য দক্ষের এই অহঙ্কার ছিল। একদা বিশ্বসৃজের সত্রে সকল দেব-ঋষিগণ সমবেত হইয়াছেন, এমন সময় সেই যজ্ঞে দক্ষ প্রজাপতি উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া দেবতা ও ঋষিগণ উত্থিত হইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন, কিন্তু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এই তিন জনের মধ্যে কেহই উঠিলেন না। শিব উঠিলেন না দেখিয়া দক্ষ অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দেবগণের সমক্ষে শিবের নিন্দা করিতে লাগিলেন। যথেচ্ছ নিন্দা করিয়াও তাঁহার চিত্ত শান্ত হইল না, পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার কথায় সতীকে ইহার

হস্তে অর্পণ করিয়া অতি অন্যায় করিয়াছি। যে ব্যক্তি উন্মত্ত, শ্মশাননিলয়, তাহার আর পূজ্যাপূজ্য জ্ঞান কোথায়? এইরূপে নিন্দা করিয়া মহাদেবকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, ইনি আর দেবতাদিগের সহিত যজ্ঞ ভাগ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। মহাদেব ইহাতে কিছুই কহিলেন না। কিন্তু নন্দী ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া দক্ষকেও শাপ দিলেন।

দক্ষ এইরূপে জামাতাকে অভিশাপ দিয়া অতি ক্রুদ্ধচিত্তে প্রত্যাগমন করিলেন। দক্ষ মহাদেবকে শাপ দিয়াছেন যে যজ্ঞে মহাদেবের ভাগ নাই, সুতরাং শিববিহীন যজ্ঞ আর কেহই করিতে সাহসী হন না। যজ্ঞ এক প্রকার লোপ হইল দেখিয়া দক্ষ স্বয়ং যজ্ঞে ব্রতী হইলেন। এই যজ্ঞে সকলই আহূত হইল, কিন্তু শিব ও প্রিয়তনয়া সতীর নিমন্ত্রণ হইল না। সতী শুনিলেন, পিতা শিববিহীন যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছেন। সতী এই সংবাদ শুনিয়া শিবের নিষেধসত্ত্বেও এই যজ্ঞ স্থলে গমন করেন। তথায় দক্ষ সতীর সমক্ষেও শিবের নিন্দা করেন। সতী শিবনিন্দা শুনিয়া সেই যজ্ঞস্থলে দেহত্যাগ করেন। (ভাগবত ৪/৫-১০ অ)

মহাভাগবতপুরাণমতে–সতী দক্ষযজ্ঞে পিতৃগৃহে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে মহাদেব তাঁহাকে নিষেধ করেন। এই সময় দেবী দশমহাবিদ্যা রূপ ধারণ করিয়া শিবকে বিভ্রান্ত করিয়াছিলেন। [দশমহাবিদ্যা দেখুন]

BANGLADARSHAN.COM

বিশ্বকোষের নবম ভাগে 'দক্ষ'-এর লেখক শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত ও প্রকাশিত পুস্তকের লিখিত তথ্য উল্লেখ করা হইল।

দক্ষ (পুং) দক্ষ কর্ত্তরি অচ্। ১ তাম্রচূড়। ২ দক্ষসংহিতা কর্ত্তা মুনিভেদ, মনু, অত্রি প্রভৃতি যে ধর্ম্মশাস্ত্র আছে, ইহাদের মধ্যে দক্ষসংহিতা একখানি। ৩ শিববৃষভ। ৪ বৃক্ষভেদ। ৫ অত্রি। ৬ মহেশ্বর। ৭ চতুর, কুশল, জ্ঞেয়কার্য্য উপস্থিত হইলে যিনি তৎক্ষণাৎ সেই কার্য্যের প্রকৃত বিবরণ জানিতে বা উত্তমরূপে সমাধা করিতে সমর্থ হন, তাহাকে দক্ষ কহা যায়।

৮ একজন প্রজাপতি। (পুরাণ)

ঋগ্বেদের অনেক মন্ত্রে প্রজাপতি দক্ষের স্তুতি আছে। কোন কোন মন্ত্রে তাঁহাকে জ্যোতিষ্কগণের জনক বলা হইয়াছে। যথা–"সুজ্যোতিষঃ সূর্য্য দক্ষপিতৃননাগাস্ত্বে সুমহো ব্রীহি দেবান্।" (ঋক্ ৬/৫০/২)

হে শোভনদীপ্তিশালী সূর্য্য! দক্ষ যাহাদের পিতৃপুরুষ সেই শোভন-জ্যোতিষ্ক দেবগণের নিকট আমাদের অনপরাধ কামনা করিও।

দক্ষ অদিতির পিতা আবার অদিতি হইতে জ্যোতিষ্ক ও দেবগণ উৎপন্ন হইয়াছেন, এই জন্য দক্ষকে দেবতাদিগের পিতৃপুরুষ বলা হইয়াছে। ঋক্‌সংহিতার অপর মন্ত্র আছে–

"ব্রহ্মণস্পতিরেতা সং কর্ম্মার ইবাধমৎ।
দেবানাং পূর্ব্যে যুগেঽসতঃ সদজায়ত॥ ২

দেবানাং যুগে প্রথমেঽসতঃ সদজায়ত।
তদাশা অন্বজায়ন্ত তদুত্তানপদস্পরি॥ ৩
ভূর্জজ্ঞ উত্তানপদো ভুব আশা অজায়ন্ত।
অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদ্বদিতিঃ পরি॥
অদিতির্হ্যজনিষ্ট দক্ষ যা দুহিতা তব।
তাং দেবা অন্বজায়ন্ত ভদ্রা অমৃতবন্ধবঃ॥ ৫ (ঋক্ ১০।৭২ সুঃ)

দেবগণের উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মণস্পতি কর্ম্মকারের ন্যায় কার্য্য করিলেন। অসৎ হইতে সৎ উৎপন্ন হইল। দেবগণের উৎপত্তির প্রথমকালে (এইরূপে) অসৎ হইতে সৎ জন্মিল। পরে উত্তানপদ্ হইতে দিক্ হইল। উত্তানপদ্ হইতে ভূ এবং ভূ হইতে দিক জন্মিল। অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিলেন, আবার দক্ষ হইতে অদিতি জন্মিলেন। হে দক্ষ! অদিতি যিনি জন্মিলেন, তিনি তোমার কন্যা, তাঁহা হইতে পরে ভদ্র ও অবিনাশী দেবগণ উৎপন্ন হইলেন।

অদিতি হইতে দক্ষ, আবার দক্ষ হইতে অদিতি উৎপন্ন হইলেন, এ কথার তাৎপর্য্য কি? এ সম্বন্ধে যাস্ক নিরুক্তে লিখিয়াছেন–

"আদিত্যো দক্ষ ইত্যাহুরাদিত্য মধ্যে চ স্তুতঃ। অদিতি র্দাক্ষায়ণী। 'অদিতের্দক্ষো অজায়ত দক্ষাদু অদিতিঃপতি' ইতি চ। তৎকথমুপপদ্যেত। সমানজন্মানৌ স্যাতামিত্যপি বা দেবধর্ম্মে ইতরেতরজন্মানৌ স্যাতামিতরেতরপ্রকৃতী।"

BANGLADARSHAN.COM

তাঁহারা বলেন, দক্ষ আদিত্য অর্থাৎ অদিতির পুত্র এবং আদিত্য বলিয়াই তিনি স্তুত হইয়া থাকেন। অদিতি দাক্ষায়ণী অর্থাৎ দক্ষের কন্যা। (শ্রুতিতে আছে) অদিতি হইতে দক্ষ, আবার দক্ষ হইতে উৎপন্ন হইলেন। ইহা কিরূপে সম্ভব? হয় উভয়ে সমান জন্ম লাভ করিয়াছেন, অথবা দেবধর্ম্মানুসারে উভয় হইতে জন্ম ও প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে।

জর্ম্মণপণ্ডিত রোথের মতে এখানে দক্ষ Spiritual force ও অদিতি Eternity।

শতপথব্রাহ্মণে লিখিত আছে–

"প্রজাপতি হ বা ইদমগ্রে এক এবাস।" (২।২।৪।১)

"প্রজাপতি র্হ বা এতেনাগ্রে যজ্ঞেনেজে প্রজাকামো বহুঃ প্রজয়া পশুভিঃ স্যাং শ্রিয়ং গচ্ছেয়ং যশঃস্যামন্নাদঃ স্যামিতি। স বৈ দক্ষো নাম ইত্যাদি।" (২।৪।৪।১)

প্রজাপতিই সর্ব্বাগ্রে কেবল ছিলেন। প্রজাপতি প্রজাকামা হইয়া অগ্রে যজ্ঞ করিয়াছিলেন, 'আমি যেন বহু সন্তান সন্ততি ও গবাদি পাই, শ্রীলাভ করি, যশস্বী হই এবং অন্ন পাই।' তাঁহারই নাম দক্ষ।

পুরাণে যেরূপ বিষ্ণু বিশ্বের পালক, শতপথ ব্রাহ্মণে দক্ষ সেই পদ পাইয়াছেন–

"প্রজাপতির্বৈ ভরতঃ স হীদং সর্ব্বং বিভর্ত্তি।"

(শতপথ ৬।৮।১।১৪)

প্রজাপতিই ভরত, কারণ তিনি এই সমস্ত জগতের ভরণপোষণ করেন।

হরিবংশে আবার দক্ষকে বিষ্ণুরই স্বরূপ বলা হইয়াছে–

"ব্যতিরিক্তেন্দ্রিয়ো বিষ্ণুর্যোগাত্মা ব্রহ্মসম্ভবঃ।
দক্ষঃ প্রজাপতি ভূত্বা সৃজতে বিপুলাঃ প্রজাঃ॥
(হরিবংশ ২১১ অঃ)

রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদিতে দক্ষযজ্ঞের যেরূপ প্রসঙ্গ আছে, বেদে তাহার কোন উল্লেখ না থাকিলেও তৈত্তিরীয়সংহিতার ২য় কাণ্ডে ৬ষ্ঠ প্রপাঠকে রুদ্রের প্রভাব প্রস্তাবে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

মহাভারত ও পুরাণাদির মতে–ব্রহ্মার দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ জন্মগ্রহণ করেন।

"শরীরানখ বক্ষ্যামি মাতৃহীনান্ প্রজাপতেঃ।
অঙ্গুষ্ঠাদ্দক্ষিণাদ্দক্ষঃ প্রজাপতিরজায়ত॥" (মৎস্যপু ৩।৯)
"যথা সসর্জ চৈবাদৌ তথৈব শৃণুতদ্বিজাঃ।
যদা তু সৃজতস্তস্য দেবর্ষিগণপন্নগান্॥
নবৃদ্ধিমগমল্লোকস্তদামৈথুনযোগতঃ।
দক্ষঃ পুত্রসহস্রাণি পাঞ্চজন্যামজীজনৎ॥" (মৎস্যপু ৫।৩-৪)

ইহার পূর্ব্বে মানস সৃষ্টি হইত, দক্ষ প্রজাপতি যখন দেখিলেন, মানস সৃষ্টি দ্বারা প্রজাবৃদ্ধি হয় না, তখন তিনি প্রথমে মৈথুনদ্বারা প্রজা সৃষ্টি করেন, সেই অবধি মনুষ্য, পশু ও পক্ষী প্রভৃতি মৈথুন দ্বারা সৃষ্টি হয়।

BANGLADARSHAN.COM

দক্ষোৎপত্তির বিষয় গরুড়পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে–

বিধাতা প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়া ধর্ম্ম, রুদ্র, মনু, সনক, ভৃগু প্রভৃতি প্রজাকর্ত্তা মানসপুত্র পরে দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষকে এবং বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষপত্নীকে সৃষ্টি করেন। দক্ষ ঐ পত্নীতে অনেক কন্যা উৎপাদন করিলেন ও ব্রহ্মার মানসপুত্রদিগকে অর্পণ করেন। রুদ্র দক্ষের সতী নাম্নী কন্যাকে প্রাপ্ত হন। ক্রমে রুদ্রের অসংখ্য মহাবল পুত্র হইল। কোন সময়ে দক্ষ হয়মেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তাহাতে সকল জামাতা নিমন্ত্রিত হইয়া আগমন করেন, কিন্তু সতী অনাহূতা হইয়া এই যজ্ঞে আসেন ও দক্ষ কর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া দেহ পরিত্যাগ করেন। ইহাতে মহাদেব ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়া 'তুমি ধ্রুবের বংশে উৎপন্ন হইয়া মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হও', এই অভিশাপ দেন। পরে ধ্রুববংশোৎপন্ন প্রচেতাগণ কঠোর তপস্যা করিয়া প্রজাপতিত্ব প্রাপ্ত হইলে মারিষার গর্ভে দক্ষ উৎপন্ন হইলেন। পরে দক্ষ চতুর্ব্বিধ মানস প্রজা সৃষ্টি করিলেন। কিন্তু এই মানসসৃষ্ট প্রজা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল না, তখন মৈথুনদ্বারা প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া তিনি বীরণ প্রজাপতির তনয়া অসিক্নীকে বিবাহ করিলেন এবং ইহাতে সহস্র পুত্র উৎপাদন করিলেন। এই পুত্র হইতেও প্রজা বৃদ্ধি হইল না। পরে অসিক্নীতে ৬০টী রূপবতী কন্যা হইল। তাহার দুইটী কন্যা অঙ্গিরাকে, দুইটী কৃশাশ্বকে, দশটী ধর্ম্মকে, ত্রয়োদশ কশ্যপকে এবং সপ্তবিংশতি চন্দ্রকে প্রদান করেন। ক্রমে ইহাদের দ্বারা চরাচর জগৎ সৃষ্টি হইল এবং সেই হইতেই মৈথুন দ্বারা সৃষ্টিক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। (গরুড় পু ৫।৬ অঃ)

কালিকাপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে–এই জগৎ আদি সৃষ্টিকালে ব্রহ্মা অর্দ্ধশরীরে পুরুষ ও অর্দ্ধশরীরে নারী হইয়া সেই নারীর গর্ভে বিরাট্ পুরুষকে উৎপাদন করেন ও তাঁহাকে বলেন, 'তুমি প্রজাপতি সৃষ্টি কর।' অনন্তর বিরাট্পুরুষ তপস্যা করিয়া সায়ম্ভুব মনুকে সৃষ্টি করিলেন। সায়ম্ভুব মনু তপস্যা প্রভাবে ব্রহ্মাকে পরিতুষ্ট করেন। ব্রহ্মা তৎকর্ত্তৃক পরিতুষ্ট হইয়া সৃষ্টির জন্য দক্ষকে উৎপাদন করেন। দক্ষ উৎপন্ন হইয়া মনু ও বিধিকে দশবার প্রণাম করিলেন। তখন ব্রহ্মা আরও দশজন প্রজাপতি সৃষ্টি করিলেন। দক্ষ বহুতর প্রধান প্রধান দেবর্ষি, মহর্ষি ও সোমপ প্রভৃতি পিতৃগণকে উৎপাদন করিয়া সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত করেন, ইহাই দক্ষের প্রতিসর্গ। (কালিকাপু ১৯ অঃ)

দক্ষপ্রজাপতি যোগমায়ার উদ্দেশে কঠোর তপস্যা করেন। যোগমায়া পরিতুষ্ট হইয়া প্রত্যক্ষগোচর হন এবং দক্ষকে বলেন, তোমার স্তবে পরিতুষ্ট হইয়াছি, তুমি অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। দক্ষ কহিলেন, যদি আমাকে বর দেন, তাহা হইলে এই বর দিন যে, আপনি আমার কন্যা হইয়া মহাদেবের পত্নী হইবেন। মহামায়ে! এই বর কেবল আমার নহে, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরেরও জানিবেন। মহামায়া এই কথা শুনিয়া 'তথাস্তু' এই কথা বলিলেন ও তাহাকে কহিলেন, আমি অবিলম্বেই তোমার পত্নীর গর্ভে তোমার কন্যারূপে অবতীর্ণ হইয়া শঙ্করের সহধর্ম্মিণী হইব। কিন্তু যখন তুমি অনাদর করিবে, তখন আমি তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ করিব। আর যদি আদরশৈথিল্য না হয়, তাহা হইলে চিরদিন থাকিব। আমি প্রতি সৃষ্টিতেই তোমার কন্যা হইয়া মহাদেবের পত্নী হইব' এই বলিয়া মহামায়া অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর দক্ষ স্ত্রীসঙ্গ ব্যতিরেকেই সঙ্কল্প, অভিসন্ধি, মানস এবং চিন্তার সাহায্যে প্রজা উৎপাদন করিলেন। এই সকল পুত্রগণ নারদের উপদেশে পৃথিবী পর্যটন করিতে লাগিলেন। ইহাতে প্রজাবৃদ্ধি হইল না দেখিয়া মৈথুন ধর্ম্মে বীরণতনয়া অসিক্নীকে বিবাহ করিলেন। দক্ষ প্রজাপতির সঙ্কল্প হইল, অর্থাৎ ইহার গর্ভে সন্তান হউক এইরূপ প্রথম অভিসন্ধি হইলেই তাহার গর্ভে মহামায়া প্রাদুর্ভূত হইলেন। ইহারই নাম সতী। দেবগণের যত্নে মহাদেবের সহিত সতীর বিবাহ হইল। প্রজাপতি দক্ষ একটী মহাযজ্ঞের আরম্ভ করিলেন। এই যজ্ঞে অষ্টাশীতি সহস্র ঋত্বিক্ হোতৃকার্য্যে ব্যাপৃত, চতুঃষষ্টি সহস্র দেবর্ষি উদ্গাতা, নারদ প্রভৃতি বহুতর ঋষিই অধ্বর্য্যু ও হোতা। সকল দেবতার সহিত বিষ্ণু এই যজ্ঞের অধিষ্ঠাতা, স্বয়ং ব্রহ্মা ইহার দেববিধিপ্রদর্শক। এই যজ্ঞে সকল দিক্পালগণ দ্বারপাল ও রক্ষক। এই স্থলে মূর্ত্তিমান্ যজ্ঞ স্বয়ং উপস্থিত। ধরামণ্ডল স্বয়ং যজ্ঞবেদী হইলেন। প্রজাপতি দক্ষ এই যজ্ঞের বরণ করেন নাই এমন কেহ ছিল না। মহাদেব কপালী, সুতরাং তিনি যজ্ঞার্হ নহেন, এই বিবেচনা করিয়া দক্ষ সে যজ্ঞে কেবল তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন নাই। সতী প্রিয়তনয়া হইলেও কপালীর ভার্য্যা, এইজন্য তিনিও আহূত হন নাই। সতী ইহা জানিয়া দক্ষের প্রতি অতিশয় ক্রুদ্ধ হইলেন এবং দক্ষের এই নিদারুণ কর্ম্ম স্মরণ করিয়া ঘোর রোষাবেগে জ্বলিয়া উঠিলেন। এই সময় কোপরক্তনয়না সতী যোগবলে সকল দ্বার রোধ করিয়া কুম্ভক করিলেন, এই মহাকুম্ভকে তাঁহার প্রাণবায়ু ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া নির্গত হইল। ইত্যবসরে শিব মানসসরোবরে সন্ধ্যা সমাপন করিয়া কৈলাসে আসিতে আসিতে পথে সতীর দেহত্যাগ সংবাদ পাইয়া শীঘ্র গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন এবং গৃহে আসিয়া সতীকে মৃত দেখিয়া ও বিজয়ার মুখে সকল কথা শুনিয়া অতিশয় রুষ্ট হইলেন। এই সময় মহারুদ্রের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মুখকুহর হইতে অগ্নিকণোদ্গারী প্রলয়সূর্য্যসন্নিভ জ্বলন্ত উল্কা সকল নির্গত হইতে

BANGLADARSHAN.COM

লাগিল। দক্ষ যে স্থলে যজ্ঞ করিতেছিল, মহাদেব তথায় গমন করিয়া যজ্ঞস্থানের বহির্ভাগে অবস্থান করিলেন। মহারুদ্র দূর হইতে সেই সমুজ্জ্বল যজ্ঞস্থান অবলোকন করিয়া সত্বর বীরভদ্রকে তথায় প্রেরণ করিলেন। বীরভদ্র বহুগণ পরিবৃত হইয়া মহাত্মা দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বীরভদ্রকে যজ্ঞ ধ্বংস করিতে দেখিয়া দেবগণের সহিত বিষ্ণু তাহাকে নিবারণ করেন। বীরভদ্রকে নিবারিত হইতে দেখিয়া মহাদেব রোষনয়নে যজ্ঞস্থলে প্রবিষ্ট হইলেন এবং স্বয়ং যজ্ঞ ধ্বংস করিতে লাগিলেন। তিনি সমস্ত দেবতাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া মৃগরূপে পলায়নপর যজ্ঞের অনুসরণ করিতে লাগিলেন, যজ্ঞ আকাশপথে ব্রহ্মলোকে প্রবিষ্ট হইলেন। মহাদেবও তথায় গমন করিলেন, রুদ্রভীত যজ্ঞ ব্রহ্মলোক হইতে অবতরণপূর্ব্বক নিজ মায়াবলে সতীশরীরে প্রবিষ্ট হইলেন। তখন যজ্ঞানুগামী রুদ্র মৃত সতীর সমীপে গিয়া তাহাকে অবলোকন করিয়া যজ্ঞের কথা ভুলিয়া গিয়া সতীশোকে ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

(কালিকাপু ৮-১৮ অ) [সতী দেখুন]

দক্ষোৎপত্তির বিষয় হরিবংশে এইরূপ লিখিত আছে–দশ জন প্রচেতার মানসে মারিষার গর্ভে ও সোমদেবের অংশে দক্ষপ্রজাপতি উৎপন্ন হন, অনন্তর ইনি স্থাবর, জঙ্গম প্রভৃতি বিবিধ পদার্থ সৃষ্টি করিয়া কতকগুলি মনঃকল্পিত কন্যার সৃষ্টি করেন। এই সকল কন্যার মধ্যে দশটী ধর্ম্মকে, ১৩টী কশ্যপকে, অবশিষ্ট নক্ষত্রনামে ২১টী কন্যা সোমদেবকে প্রদান করেন। ইহাদের গর্ভে গো, পক্ষী, নাগ, দৈত্য, দানব প্রভৃতি নানাজাতির সৃষ্টি হইল। এই সময় হইতে স্ত্রীপুরুষ সহযোগে প্রজাসৃষ্টি আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বে মনন, দর্শন ও স্পর্শ দ্বারা প্রজা সৃষ্টি হইয়া আসিতেছিল, তাহা রহিত হইয়া গেল। ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে দক্ষ, বামাঙ্গুষ্ঠ হইতে তৎপত্নী সমদ্ভূত হইয়াছিল, ইহা স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে, কিন্তু এই স্থানে দক্ষ প্রচেতাগণের পুত্র বলিয়া কথিত হইল ও সোমদেবের দৌহিত্র হইয়াও কিরূপে তাহার শ্বশুর হইলেন, জনমেজয়ের এই সন্দেহ নিরাকরণের জন্য বৈশম্পায়ন বলিলেন, উৎপত্তি নিরোধ অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু প্রাণিমাত্রেরই নিয়ত ধর্ম্ম। ইহাতে ঋষি ও জ্ঞানিগণের কোন মোহের বিষয় নাই। প্রতিযুগেই দক্ষ প্রভৃতি নৃপতিগণের একবার উৎপত্তি আবার লয় হইয়াছে। পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠত্ব কনিষ্ঠত্ব কিছুই ছিল না, একমাত্র তপোবলই উৎকর্ষ ও অপকর্ষের কারণ ছিল। প্রজাবিধাতা দক্ষ বিধাতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ভূতসমূহ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হন, দক্ষ প্রজাপতি প্রথমে ঋষি, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর, রাক্ষস, যক্ষ, ভূত, পিশাচ, পশু, পক্ষী ও মৃগ প্রভৃতিকে প্রথমে মানসে সৃষ্টি করেন, কিন্তু পরে দেখিলেন মানসসৃষ্ট প্রজা আর বৃদ্ধি পাইতেছে না, তখন তিনি প্রজাসৃষ্টির উৎকট বাসনা স্ত্রীপুরুষ সহযোগে বিবিধ প্রাণীর সৃষ্টি করাই শ্রেয়ঃকল্প স্থির করিলেন, তখন তিনি বীরণ প্রজাপতির অসিক্নী নামে এক কন্যাকে বিবাহ করিলেন। পরে প্রজাপতি দক্ষ ঐ অসিক্নীর গর্ভে পঞ্চসহস্র বীর্য্যবান্ পুত্র উৎপাদন করেন, ইহারাও প্রজাসৃষ্টির জন্য অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইলেন। ইহারা ব্রহ্মার মানসপুত্র নারদের উপদেশে নিরুদ্দিষ্ট হন। দক্ষ এই বৃত্তান্ত জানিয়া নারদকে সংহার করেন। ব্রহ্মা তাহা জানিতে পারিয়া স্বয়ং দক্ষের নিকট আসিয়া পুত্র প্রার্থনা করেন। তাহাতে দক্ষ কহিলেন, ইহার গর্ভেই নারদের পুনর্ব্বার জন্ম হইবে। অতএব ইহাকে লইয়া কশ্যপকে প্রদান করুন, এইকথা বলিয়া তিনি ব্রহ্মার হস্তে এই কন্যাকে অর্পণ করেন। অভিসম্পাত ভয়ে কশ্যপ এই কন্যা গ্রহণ করেন এবং ইহার গর্ভে নারদকে পুনরায় উৎপাদন করিলেন। তৎপরে প্রজাপতি দক্ষ ধর্ম্মপত্নী

BANGLADARSHAN.COM

বীরণতনয়াতে ষষ্ঠিসংখ্যক কন্যার সৃষ্টি করিয়া ধর্ম্মকে দশ, কশ্যপকে ত্রয়োদশ, সোমকে সপ্তবিংশতি, অরিষ্টনেমিকে চারি, বসু পুত্রকে দুই, অঙ্গিরা ও কৃশাশ্বকেও দুই চারিটী করিয়া কন্যাদান করিলেন। অরুন্ধতী, বসু, যামী, লম্বা, ভানু, মরুত্বতী, সংকল্পা, মুহূর্ত্তা, সাধ্যা ও বিশ্বা এই দশটী কন্যা ধর্ম্ম প্রতিগ্রহ করেন। পরে বিশ্বা হইতে বিশ্বদেবগণ, সাধ্যা হইতে সাধ্যগণ, মরুত্বতী হইতে মরুত্বৎগণ, বসু হইতে বসুগণ, ভানু হইতে ভানু, মুহূর্ত্তা হইতে মুহূর্ত্তাগণ, লম্বা হইতে ঘোষ, যামী হইতে নাগবীথী, অরুন্ধতী হইতে পার্থিব পদার্থ সকল, সংকল্প হইতে সর্ব্বাত্মরূপ সংকল্প এবং যামিনী নাগবীথী হইতে বৃষল সমুদ্ভূত হন। এইরূপে ক্রমে এক দক্ষ প্রজাপতি হইতে চরাচর জগৎ সৃষ্ট হইতে লাগিল।

(হরিবংশ ২-৩ অঃ)

শ্রীমদ্ভাগবতে দক্ষের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে–প্রজাপতি দক্ষ ব্রহ্মার আত্মজ, মনুকন্যা প্রসূতির সহিত ইহার বিবাহ হয়। এই প্রসূতির গর্ভে ১৬টী তনয়া উৎপন্ন হয়, এই ১৬টী কন্যার মধ্যে ১৩টী ধর্ম্মকে, একটী অগ্নিকে ও একটী পিতৃগণকে প্রদান করেন। সতী নামে অন্য একটী কন্যা মহাদেব বিবাহ করেন। প্রজাপতি দক্ষ অত্যন্ত দুহিতৃবৎসল ছিলেন। কিন্তু কোন সময়ে বিশ্বস্রষ্টাগণ একটী বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। এই যজ্ঞে সকল দেবতা উপস্থিত ছিলেন, প্রজাপতি দক্ষ যখন এই যজ্ঞে আগমন করেন, তখন সকলেই তাহাকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কেবল ব্রহ্মা ও শিব ইহারা দুইজনে উঠিলেন না। দক্ষ আসন গ্রহণ পর্য্যন্ত মহাদেব নিজাসনেই উপবিষ্ট রহিলেন, দক্ষকে কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। দক্ষ ইহাতে কোপে উন্মত্ত হইয়া শিবের নিন্দা আরম্ভ করিলেন। মহাদেব রুষ্ট হইলেন না, সভার মধ্যেই বসিয়া রহিলেন।

BANGLADARSHAN.COM

দক্ষ কেবল শিবনিন্দা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, এমন কি ক্রোধে জলস্পর্শপূর্ব্বক এই অভিশাপ দিলেন, ‘এই দেবাধম শিব, ইন্দ্র ও উপেন্দ্রাদির সহিত যেন যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত না হয়।’ এই শাপ দিয়া ক্রোধভরে এই স্থান হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। এদিকে গিরিশানুচর নন্দীশ্বর শাপের বিষয় অবগত হইলেন ও অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া যাহারা দক্ষের বাক্য অনুমোদন করিয়াছিল, তাহাদিগকে প্রতিশাপ দিয়া কহিলেন, ‘মহাদেব কখন কাহারও অপকার করেন না। তাহার প্রতি যাহারা বিদ্বিষ্ট হইবে, তাহাদের কোন কার্য্যসিদ্ধ হইবে না। এই দক্ষের বুদ্ধি দেহকে আত্ম বলিয়া ধ্যান করে এবং সে আত্মতত্ত্ব বিস্মৃত হইয়াছে, দক্ষ পশুর সমান নিতান্ত স্ত্রীকামী হউক এবং অচিরে ইহার ছাগলের ন্যায় মুখ হউক। বস্তুতঃ এই দক্ষের ছাগতুল্য বদন হওয়াই উপযুক্ত, কেননা এ অবিদ্যাকে তত্ত্ববিদ্যা বোধ করিয়া থাকে, এইজন্য এ বস্তুই ছাগ।’ এই বলিয়া অভিশাপ দেন।

শ্বশুর দক্ষ এবং জামাতা শিব সর্ব্বদা এইরূপে পরস্পর বিদ্বেষ চলিতে লাগিল। কিছুকাল পরে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা দক্ষকে সকল প্রজাপতির আধিপত্য প্রদান করিলেন। ইহাতে দক্ষের চিত্তে অহঙ্কার আরও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল।

তখন তিনি বৃহস্পতি নামে উৎকৃষ্ট যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। এই যজ্ঞে ত্রিলোক নিমন্ত্রিত হইল। কেবল মহাদেব ও সতীর নিমন্ত্রণ হইল না। সতী যজ্ঞ বৃত্তান্ত শুনিতে পাইয়া যজ্ঞ স্থলে যাইবার জন্য মহাদেবের নিকট বারম্বার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মহাদেব সতীকে যজ্ঞস্থলে যাইতে কিছুতেই অনুমতি করিলেন না। সতী কিন্তু বিনা নিমন্ত্রণে পিত্রালয়ে গমন করিলেন এবং সেই যজ্ঞস্থলে পিতৃকর্তৃক অপমানিতা হইয়া

প্রাণপরিত্যাগ করিলেন। মহাদেব নারদ মুখে সতীর প্রাণত্যাগের কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রোধান্বিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ মস্তক হইতে একটী জটা উৎপাটন করিয়া ভূমিতে নিঃক্ষেপ করিলেন, ইহাতে বীরভদ্রের উৎপত্তি হইল। বীরভদ্র যজ্ঞধ্বংস করিতে যাত্রা করিলেন; তিনি ভৃগুর শ্মশ্রু ও পূষার দন্ত উৎপাটন করিয়া দক্ষের বক্ষঃস্থল আক্রমণ করিলেন ও তীক্ষ্ণধার অস্ত্রদ্বারা তাহার মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু পুনঃ পুনঃ অস্ত্রাঘাত করিয়াও শিরশ্ছেদ করিতে পারিলেন না। পরে তিনি বিস্মিত হইয়া প্রণিধানপূর্ব্বক দেখিলেন, যজ্ঞস্থলে কণ্ঠনিম্পীড়নাদিরূপ পশুমারণোপায় একটী যন্ত্র ছিল, তখন তিনি দক্ষকে ঐ যন্ত্রে ফেলিয়া তাহার মুণ্ড দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। পরে ঐ ছিন্নমস্তক দক্ষিণাগ্নিতে হোম করিয়া যজ্ঞশালাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে দক্ষযজ্ঞ একেবারে ধ্বংস হইল। লোকপিতামহ ব্রহ্মা দক্ষের এইরূপে নিধনসংবাদ শুনিয়া অন্যান্য দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া কৈলাসে উপস্থিত হইলেন এবং নানা প্রকার স্তবে মহাদেবকে তুষ্ট করিয়া দক্ষ প্রভৃতির জীবনপ্রার্থনা করিলেন। মহাদেব তুষ্ট হইয়া বলিলেন, দক্ষের ন্যায় বালকদিগের অপরাধ আমি কখন গ্রহণ করি না। যে সকল ব্যক্তি দেবমায়ায় বিমোহিত, আমি কেবল তাহাদের দণ্ড দিয়াছি। প্রজাপতি দক্ষের মুণ্ড দগ্ধ হইয়াছে; এখন ছাগের মুণ্ড তাহার মুণ্ড হউক এবং এই ভগদেব ও মিত্র নামক দেবতার চক্ষুদ্বারা স্বীয় যজ্ঞভাগ দর্শন করুন। পূষা স্বয়ং পিষ্টভোজী হউন। ইনি যজমানের দন্তদ্বারা যজ্ঞীয় দ্রব্য ভক্ষণ করিবেন এবং যাহাদের অঙ্গ একেবারে নষ্ট হইয়াছে, তাহারা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের বাহুদ্বারা বাহুবিশিষ্ট এবং পূষার হস্তদ্বারা হস্তবান্ হইবেন। আর ছাগের শ্মশ্রুই ভৃগুর শ্মশ্রু হইবেক। পরে ব্রহ্মা দেবগণের সহিত মহাদেবের বাক্যানুসারে দক্ষের মস্তক প্রভৃতি ঐ প্রকারে সংযোজিত করিলেন। তখন দক্ষ যথাবিধানে যজ্ঞ সমাপন করিলেন এবং মহাদেবকে নানাপ্রকারে স্তব করিতে লাগিলেন। (ভাগবত ৪।১-৭ অঃ) [রুদ্র ও সতীশব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

BANGLADARSHAN.COM

লাট বহুলাপুর পরচা :-

মৌজা-শিবলুন	জেঃ এলঃ নং ৯৪	
জিলা-বর্দ্ধমান	রেঃ সাঃ নং ২৯	খতিয়ান নং ৯৫১
থানা-কেতুগ্রাম	পরগণা মনহরসাহী	তৌজি নং ৪৯৮৭

উপরিস্থ স্বত্বের			অত্র স্বত্বের দেয়			ধারা মতে ও কোন সন হইতে আমলে আসিবে	
খতিয়ান নম্বর	দখলকার সংক্ষিপ্ত	পরস্পর অংশ	রাজস্ব	সেস	মন্তব্য	খাজানা	সেস
	ভারত সম্রাট	১৲			রাজস্ব বরাত ৮৫ নং কেতুগ্রাম মৌজার ২৬০২ নং খং মোট রাজস্ব ১/৭		

গ্রুপ নম্বর	অত্র স্বত্বের বিবরণ ও দখলদার	অংশ	স্বত্বের শ্রেণী ও বিবরণ	স্বত্বের বিশেষ নিয়ম ও অনুসঙ্গ
ক	বাজেয়াপ্তী লাখেরাজ (বহুলাপুর গং) দং কুমারীশচন্দ্র রায়		জমিদার	
খ	চারুচন্দ্র রায়			
গ	অবিনাশচন্দ্র রায় পিং তারাদাস রায়			
ঙ	অকুলচন্দ্র রায় প্রভাতচন্দ্র রায় পিং সতীশচন্দ্র রায়			
ছ	আনন্দগোপাল রায়			
জ	কান্তিচন্দ্র রায়			
চ	কৃষ্ণধন রায় পিং ভগবানচন্দ্র রায় সাং ওপোঃ কেতুগ্রাম			
ঝ	সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় পিং গোপেশ্বর মুখোপাধ্যায় সাং তালিবপুর থানা ভরতপুর জিলা মুর্শিদাবাদ			

BANGLADARSHAN.COM

মৌজা-কেতুগ্রাম		জেঃ এলঃ নং ৮৫					
জিলা-বর্দ্ধমান		রেঃ সাঃ নং ২৪		খতিয়ান নং ২৫৫৪			
থানা-কেতুগ্রাম		পরগণা মনহরসাহী		তৌজি নং ৪৯৮১			
উপরিস্থ স্বত্বের			অত্র স্বত্বের দেয়			ধারা মতে ও কোন সন হইতে আমলে আসিবে	
খতিয়ান নম্বর	দখলকার সংক্ষিপ্ত	পরস্পর অংশ	রাজস্ব	সেস	মন্তব্য	খাজানা	সেস
	ভারত সম্রাট	১৲			অব মৌজাভিন্ন ৬৯ নং দক্ষিণডিহী মৌজার ৬৭৭ নং খং ও ৯৪ নং সিবলুন মৌজার ৯৪৫ নং খং		

গ্রুপ নম্বর	অত্র স্বত্বের বিবরণ ও দখলদার	অংশ	স্বত্বের শ্রেণী ও বিবরণ	স্বত্বের বিশেষ নিয়ম ও অনুসঙ্গ
ক	বাজেয়াপ্তী লাখেরাজ বহুলাপুর গং দং হেমচন্দ্র রায় পিং জগবন্ধু রায়		জমিদার	
খ	অনুকুলচন্দ্র রায় যতীন্দ্রচন্দ্র রায় পিং আশুতোষ রায় সাং ও পোঃ নিজ			

BANGLADARSHAN.COM

মৌজা : কেতুগ্রাম	জেঃ এলঃ নং ৮৫	
জিলা : বর্দ্ধমান	রেঃ সাঃ নং ২৪	খতিয়ান নং ১০২
থানা : কেতুগ্রাম	পরগণা :মনহরসাহী	তৌজি নং ১

উপরিস্থ স্বত্বের			অত্র স্বত্বের দেয়			ধারা মতে ও কোন সন হইতে আমলে আসিবে	
খতিয়ান নম্বর	দখলদার সংক্ষিপ্ত	পরস্পর অংশ	খাজানা	সেস	মন্তব্য	খাজনা	সেস
১৮ ক ১৮ খ ১৮ গ ১৮ ঙ ১৮ চ ১৮ ছ ১৮ জ ১৮ ঝ ১৮ ঞ	কুমারীশচন্দ্র রায় চারুচন্দ্র রায় অবিনাশচন্দ্র রায় ক্ষিতিশচন্দ্র রায় কৃষ্ণধন রায় গুরুপদ মুখোপাধ্যায় হরিহরনাথ রায় হেমচন্দ্র রায় অনুকুলচন্দ্র রায় গং		নিষ্কর		ভোগদখলসূত্রে		

গ্রুপ নম্বর	অত্র স্বত্বের বিবরণ ও দখলদার	অংশ	স্বত্বের শ্রেণী ও বিবরণ	স্বত্বের বিশেষ নিয়ম ও অনুসঙ্গ
	দেবোত্তর ৺বহুলক্ষ্মী ঠাকুরানী সেবাইত দং কুমারীশচন্দ্র রায় চারুচন্দ্র রায় অবিনাশচন্দ্র রায় পিং তারাদাস রায় অকুলচন্দ্র রায় প্রভাতচন্দ্র রায় পিং সতীশচন্দ্র রায় কৃষ্ণধন রায় কৃষ্ণগোপাল রায় আনন্দগোপাল রায় কান্তীচন্দ্র রায় পিং ভগবানচন্দ্র রায় জের		মধ্য স্বত্বাধিকারী চিরস্থায়ী নিষ্কর	দেবোত্তর

BANGLADARSHAN.COM

দখলকারের ইজা থানা কেতুগ্রাম মৌজা কেতুগ্রাম জেঃ এলঃ নং ৮৫ খতিয়ান নং ১০২ পৃঃ নং ৩					
গ্রুপ নম্বর	অত্র স্বত্বের বিবরণ ও দখলকার	অংশ	গ্রুপ নম্বর	অত্র স্বত্বের বিবরণ ও দখলকার	অংশ
	হরিহরনাথ রায় পিং তারকনাথ রায় ত্রিগুনাতিত রায় হেমচন্দ্র রায় পিং জগবন্ধু রায় অনুকুলচন্দ্র রায় জ্যোতিনচন্দ্র রায় পিং আশুতোষ রায় হরিদাসী দেবী স্বামী ব্রজেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিরনবালা দেবী স্বামী শিবদাস চট্টোপাধ্যায় হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় পিং রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়				

BANGLADARSHAN.COM

খতিয়ান নং ১০২			অত্র স্বত্বের নিজ দখলীয়-জমি				
দাগ নম্বর	উত্তর সীমানায় দাগের দখলকার	জমির রকম	মন্তব্য	দাগের মোট পরিমাণ		অত্র স্বত্বের অংশ	অত্র স্বত্বের অংশেয় জমির পরিমাণ
				এঃ	শঃ		
৫০৯৩	পথ	মন্দির	দালান ১ হিন্দু সাধারণের ব্যবহার্য্য			১৲	১৪

॥একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥

॥দ্বাদশ অধ্যায়॥

These documents collected from the author Dr. Dinesh Chandra Sarkar's 'The Sakta Pithas' which published in 1948.

The List of Pithas in the Pithanirnaya (Mahapithanirupana).

Reserving for the foot-notes on the text discussion on the discrepancies as regards the names of the Pithas, the Ksetradhisas (Bhairavas) and the Devi's anga-pratyanga (limbs including pithanirupana) may be offered in a tabular form.

Number	Pitha	Anga-pratyanga	Devi	Bhairava
1	Hingula Hingulata	Brahmarandhra	Kottari Kottavi Kottarisa	Bhimalocana
2	Karavira Sarkarara	Trinetra	Mahisamardini	Krodhisa Krodhesa
3	Sugandha	Nasika	Sunanda Sugandha	Tryambaka
4	Kasmira	Kantha	Mahamaya	Trisandhyesvara Trinetresvara
5	Jvalamukhi	Jihva	Siddhida Ambika	Unmatta
6	Jalandhara	Stan's	Tripuramalina Tripuranasini	Bhisana Isana
7	Vaidyanatha	Hrdaya	Jayadurga	Vaidyanatha
8	Nepala	Janu	Mahamaya	Kapali
9	Manasa Malava	Daksina-hasta	Daksayani	Hara/Hari Amara
10	Virajaksetra in Utkala	Nabhi	Vimala Vijaya	Jagannatha Jaya
11	Gandaki Gandaka	Ganda	Gandaki Candi	Cakrapani Jagannatha
12	Bahula Bahula	Vama-bahu	Bahula Bahula	Bhiruka Tivraka
13	Ujjayini Ujani	Kurpara	Mangala Mangalacandi	Kapilambara Kapilesvara
14	Cattala (Candrasekhara)	Daksina-bahu	Bhavani	Candrasekhara
15	Tripura	Daksina-pada	Tripura Tripurasundari	Nala Tripuresa Tripuraksa
16	Trisrota (Sans. Trisrotas)	Vama-pada	Bhramari Amari	Isvara Ambara/Amara
17	Kamagiri (Ten Pithas were Original located here)	Mahamudra (Yoni)	Kamakhya	Umananda Sivananda Ramananda Ravananda

BANGLADARSHAN.COM

Number	Pitha	Anga-pratyanga	Devi	Bhairava
18	Yugada (Ksiragrams)	Daksina-padan-gusta	Yugadya (Yogadya)	Ksirakhands Ksirakantha
19	Kalipitha Kalapitha (Kalighat)	Daksina-padan-guli	Kali	Nakulesa Nakulisa Nalisa
20	Prayaga	Hast-anguli	Lalita	Bhava
21	Jayanti Jayanta	Vama-jangha	Jayanti	Kramadisvara
22	Kirita Kiritakona	Kirita	Bhuvanesi Vimala	Siddhirupa Samvarta
23	Manikarnika at Varanasi	Kundala	Visalaksi	Kala
24	Kanyasrama (see p. 37, note 1)	Prstha Drsti	Sarvani	Nimisa
25	Kuruksetra	Daksina-gulpha	Savitra	Sthanu Snayu
26	Maniveda Manivedika Manavedaka	Manibandha	Gayatri	Sarvananda
27	Srisaila Srithatta	Griva	Mahalaksmi Mahamaya	Samvarananda Samarananda Sarvananda
28	Kanci	Kankala	Devagarbha	Ruru
29	Kalamadhava	Nitamba	Kali	Asitanga
30	Narmada Sona Saila	Nitamba	Sona Narmada	Bhadrasena
31	Ramagiri Rajagiri Ramakini	Stana Nasa Nala	Sivani	Canda
32	Vrndavana (Umavana) Kesajala	Kesa	Uma Katyayani	Bhutesa Krsnanatha
33	Suci Anala	Urdhva-danta	Narayani	Samhara Samkrura
34	Pancasagara	Adhodanta	Varahi	Maharudra
35	Karatoyatata	Vama-karna Talpa Gulpha	Aparna	Vamana Vamesa
36	Sriparvata	Daksina-karna Talpa Daksina-gulpha	Sundari	Sundarananda Sunandananda
37	Vibhasa	Vama-gulpha	Bhimarupa Kapalini	Kapali Sarvananda
38	Prabhasa	Udara Adhara	Candrabhaga	Vakratunda

BANGLADARSHAN.COM

Number	Pitha	Anga-pratyanga	Devi	Bhairava
39	Bhairavaparvata Bhiruparvata	Urdhvostha Ostha Tunda	Avanti	Lambakarna Namrakarna
40	Janasthana Jala-sthala	Civuka	Bhramari	Vikrta Vikrtaksa
41	Godavaritira	Vama-ganda	Visvesi Rakini	Visvesa Dandapani Vatsanabha
42	Ratnavali Ratnavati	Daksina-skandha	Kumari Siva	Siva Kumara
43	Mithila	Vama-skandha	Uma Mahadevi	Mahodara

(The following Pithas were omitted in the original text which located ten Pithas in Kamarupa)

Number	Pitha	Anga-pratyanga	Devi	Bhairava
44	Nalahati	Nala	Kali	Yogisa
45	Kalighata (Kalipitha)	Munda	Jayadurga	Krodhisa Krodhesa
46	Vakresvara	Manas	Mahisamardini	Vakranatha
47	Yasora	Pani	Yasoresvari	Canda Candesa
48	Attahasa	Ostha	Phullara	Visvesa
49	Nandipura	Hara	Nandini	Nandikesvars
50	Lanka	Nupura	Indraksi	Raksasesvara Nandikesvara
51	Virata	Padanguli	Ambika	Amrta Amrtaksa[1]

BANGLADARSHAN.COM

List of the Pithas (Mahapithas) and Upapithas in the Sivacharita.

A—Mahapithas

Number	Pitha	Anga-pratyanga	Devi	Bhairava
1	Hingula	Brahmarandhra	Kottari	Bhimalocana
2	Sarkara	Trinetra	Mahisamardini	Krodhisa
3	Tara	Netramsa-tara	Tarini	Unmatta
4	Karatoyatata	Vama-karna	Aparna	Vamesa
5	Sriparvata	Daksina-karna	Sundari	Sundaeananda
6	Sugandha	Nasika	Sunanda	Tryambaka
7	Vakranatha	Manas	Papahara	Vakranatha
8	Godavari	Vama-ganda	Visvamatrka	Visvesa
9	Gandaki	Daksina-ganda	Gandaki	Cakrapani
10	Anala	Urdhva-danta	Narayani	Samkrura
11	Pancasagara	Adho-danta	Varahi	Maharudra
12	Jvalamukhi	Jihva	Ambika	Vatakesvara Unmatta
13	Kasmira	Kantha	Mahamaya	Trisandhya
14	Srihatta	Griva	Mahalaksmi	Sarvananda
15	Bhairavaparvata	Ostha	Avanti	Namrakarna

16	Prabhasa	Adhara	Candrabhaga	Vakratunda
17	Prabhasakhanda	Marma	Siddhesvari	Siddhesvara
18	Janasthana	Civuka	Bhramari	Vikrtaksa
19	Prayaga	Dvi-hast-anguli	Kamala	Venimadhava
20	Manasa-sarovara	Daksina-hastardha (Vama-hasta)	Daksayani	Hara
21	Cattagrama	Daksina-hast-ardha	Bhavani	Candrasekhara
22	Mithila	Vama-skandha	Mahadevi	Mahodara
23	Ratnavali	Daksina-skandha	Siva	Siva
24	Manibandha	Vama-mani-bandha	Gayatri	Sankara Sarvana
25	Maniveda	Daksina-mani-bandha	Savitri	Sthanu
26	Ujani	Vama-kaphoni	Mangalacandi	Kapilambara
27	Ranakhanda	Daksina-kaphoni	Bahilaksi	Mahakala
28	Bahula	Vama-bahu	Bahula	Bhiruka
29	Vakresvara	Daksina-bahu	Vakresvari	Vakresvara
30	Jalandhara	Vama-stana	Tripuramalini	Bhisana
31	Ramagiri	Daksina-stana	Sivani	Canda
32	Vaivasvata	Prstha	Triputa	Samanakarman Nimisa
33	Vaidyanatha	Hrdaya	Navadurga Jayadurga	Vaidyanatha
34	Utkala	Nabhi	Vijaya	Jaya
35	Haridvara	Jathara	Bhairavi	Vakra
36	Kokamukha	Kok (sans. kuksi)	Kokesvari	Kokesvara
37	Kanci	Kankala	Vedagarbha	Ruru
38	Kalamadhava	Vama-nitamba	Kali	Asitanga
39	Narmada	Daksina-nitamba	Sonaksi	Bhadrasena
40	Kamarupa	Mahamudra (Yoni)	Kamakhya Nilaparvati	Ravananda Umananda
41	Malava	Vama-janu	Subhacandi	Tamra
42	Trisrota (Sans. Trisrotas)	Daksina-janu	Candika	Sadananda
43	Jayanti	Vama-jangha	Jayanti	Kramadisvara
44	Nepala	Daksina-jangha	Mahamaya Navadurga	Kapali
45	Trihuta (Sans. Tirabhukti)	Vama-pada	Amari	Amara
46	Tripura	Daksina-pada	Tripura	Nala
47	Ksiragrama	Daksina-padanguli	Yogadya	Ksirakhanda
48	Kalighata	Daksina-padanguli	Kalika	Nakulesa
49	Vibhasa	Vama-gulpha	Bhimarupa	Kapali
50	Kuruksetra	Daksina-gulpha	Samvari Vimala	Samvarta
51	Vindhyasekhara	Vama-padanguli	Vindhyavasini	Punyabhajana

BANGLADARSHAN.COM

B—Upapithas

Number	Pitha	Anga-pratyanga	Devi	Bhairava
1	Kiritakona	Kirita	Bhuvanesi	Kiritin
2	Kesajala	Kesa	Uma	Bhutesa
3	Varanasi	Kundala	Visalaksi Annapurna	Kalabhairava Visvesvara
4	Uttara	Vama-gand-amsa	Uttarini	Utsadana
5	Nalasthana	Daksina-gand-amsa	Bhramari	Virupaksa
6	Attahasa	Osthamsa	Phullara	Visvanatha
7	Samhara	Dantamsa	Suresi	Suresa
8	Nilacala	Ucchista	Vimala	Jagannatha
9	Ayodhya	Kantha-hara	Annapurna	Harihara
10	Nandipura	Har-amsa	Nandini	Nandisvara
11	Srisaila	Griv-amsa	Sarvesvari	Carcitananda
12	Kalipitha	Siromsa	Candesvari	Candesvara
13	Cakradvipa	Astra	Cakradharini	Sulapani
14	Yasora	Pani	Yasoresvari	Pracanda
15	Saticala	Karamsa	Sunanda	Sunanda
16	Vrndavana	Skandhamsa	Kumari	Kumara
17	Gaurisekhara	Vasa	Yugadya	Bhima
18	Nalahati	Siranali	Sephalika	Yogisa
19	Sarvasaila	Kaksamsa	Visvamata	Dandapani
20	Sona	Nitambamsa	Bhadra	Bhadresvara
21	Trisrota (cf. p. 40, No. 42)	Padamsa	Parvati	Isvara
22	Lanka	Nupura	Indraksi	Raksasesvara
23	Kataka	Carmamsa	Katakesvari	Vamadeva
24	Pundra	Loma	Sarvaksini	Sarva
25	Tailanga	Lomakhanda	Candadayika	Candesa
26	Svetabandha	Bhagnamsa	Jaya	Mahabhima

BANGLADARSHAN.COM

Materials utilized in the Present Edition of the Pithanirnaya (Mahapithanirupana).

The subjoined text of the Pithanirnaya (Mahapithanirupama) is based upon the following sources.

A—Maniscript No. 196, entitled Pithanirnaya (and probably also Mahapithalaksana), in the Government Collection of the Royel Asiatic Society of Bengal.

B—Manuscript No. 3400, entitled Mahapithanirupana, in the Government Collection of the Royel Asiatic Society of Bengal.

C—Manuscript No. 5303, entitled Mahapithanirupana, in the Government Collection of the Royel Asiatic Society of Bengal.

D—Text entitled Mahapithanirupana, quoted from the Tantracudamani in the Pranatosani Tantra, Vasumati ed., pp. 234ff.

E—Text entitled Pithanirnaya, quoted from the Tantracudamani in the Sabdakalpadruma, s.v. pitha.

F—Text quoted in the Vacaspatya by Taranatha Tarkavacaspati, s. v. pitha.

G—Manuscript entitled Pithanirnaya, in the Collection of Mr. S. K. Saraswati of the Calcutta University. This manuscript, collected from Rajshahi, was copied about the second quarter of the eighteenth century.

H—Manuscript No. 10863, entitled Pithanirnaya. In the Indian Museum Collection of the Royel Asiatic Society of Bengal. As the text found in this manuscript has wide variations it has been quoted in Appendix I-B. Cf. this text with that of the Sivacarita.

I—Manuscript No. 402 (Sanskriti), entitled Pithanirnaya, in the Collection of the Vangiya Sahitya Parisat, Calcutta; copied on the 14th Bhadra, Saka 1760 (1838 A.D.) and B.S. 1245.

AM—The Bengali version of the Pithanirnaya (Mahapithanirupana) in the Pithamala section of the Annadamangala by Bharatachandra, Vangavasi ed., pp. 43-47.

Bahula:- The Pitha is located at Ketugrama near Katwa in the Burdwan District.
(See 'The Sakta Pithas'— Page 46)

APPENDIX-V

An Index of Pithas.

Bahula:- Pitha (v.l. Bahula; Vamabahu—Bahula, Bahula—Bhiruka); Siva (Mahapitha—Vamabahu—Bahula—Bhiruka); located at Ketugram near Katwa in the Burdwan District, Bengal.
(See 'The Sakta Pithas'— Page 82)

INDEX

Bahula:- Bahula, at Ketugram in Burdwan Dist. 35, 40, 46 and 59, 82.
(See 'The Sakta Pithas Index'— Page 110)

BANGLADARSHAN.COM

॥দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥

॥ত্রয়োদশ অধ্যায়॥

১৩৭৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'বর্ধমান পরিচিতি'র লেখক শ্রীঅনুকুল চন্দ্র সেন ও নারায়ণ চৌধুরী দ্বয়ের লিখিত পুস্তক হইতে তথ্যগুলি উল্লেখ করা হইল।

তন্ত্র= তন্ত্র সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ বলেন (২) তারপর আছে তন্ত্রবাদ। যদিও তন্ত্রে আধ্যাত্মিক অন্তদৃষ্টি ও সূক্ষ্ম জ্ঞানের পরিচয় অপেক্ষাকৃত কম, গীতোক্ত সমন্বয় হইতে ইহা অধিকতর সাহসী ও প্রভাবশালী, কারণ, সাধনার পরিপন্থী বাধাবিঘ্নকে ইহা ত্যাগ না করিয়া আগ্রহের সহিত গ্রহণ করে আর তাহাদিগকে আরও আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক হইতে বাধ্য করিয়া সমগ্র জীবনই যে ভগবানের লীলা তাহা উপলব্ধি করায়। তন্ত্র বিশ্বাস করে যে, মানুষের মধ্যেই আধ্যাত্মিক সম্পূর্ণতা আছে।

এই সম্পূর্ণতার অধিকারী ছিলেন বৈদিক ঋষিগণ। কালক্রমে এই ভাবধারা পরিত্যক্ত হয়।

তন্ত্র ও শক্তিবাদ= প্রখ্যাত পণ্ডিত উডরফ (Sir John Woodroffe) বলেন– (১) যে, বাঙ্গালী পণ্ডিতগণ বৌদ্ধ আচারানুষ্ঠান ও মহামানবাদের ভিত্তিতে তন্ত্রশাস্ত্র প্রণয়ন করেন, তাহার সহিত যুক্ত হয় বাংলার আদিম অধিবাসী পরিকল্পিত শক্তিবাদ। মতভেদে মহামানবাদ পূর্ব প্রচলিত তন্ত্রবাদ গ্রহণ কর। বহু মনীষীদের মতে খৃষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে তন্ত্র-মতের আবির্ভাব হয়। শক্তিবাদ প্রচলন বঙ্গদেশে অতি প্রাচীন কালেই হইয়াছিল, ব্রাহ্মণ্য-প্রভাব বিস্তারের পূর্বেই এখানে শক্তিবাদ প্রচলিত ছিল। গুপ্ত-যুগে শাক্ত ধর্ম প্রসার লাভ করে। ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে ইহা পূর্ণতা লাভ করে। আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীতে রচিত দেবীপুরাণ রাঢ় ও বরেন্দ্রভূমি বামাচারী শাক্তগণের আবাসস্থল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে।

BANGLADARSHAN.COM

তন্ত্রের প্রসার= তৎকালে উচ্চশ্রেণীর সকলেই, তিনি বৌদ্ধই হউন বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীই হউন, তন্ত্রের প্রতি আসক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীর মধ্যে আবার শৈবতন্ত্র ও শিবশক্তির আরাধনার প্রসার ছিল। নিম্ন শ্রেণীর ভিতর চণ্ডী, মনসা, বাসুলী ধর্ম-ঠাকুর প্রভৃতি দেবদেবী পূজা পাইতেন, তাঁহাদের অনেকেই মহাযান-বাদ কর্তৃক পূর্বেই গৃহীত হইয়াছেন। বৌদ্ধ তন্ত্রবাদ ও ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের সংমিশ্রণে রাঢ় ক্রমে তন্ত্রসাধনায় এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে।

কুব্জিকা তন্ত্রে রাঢ় দেশে যে নয়টি ডাকার্ণব পীঠের উল্লেখ আছে তাহার মধ্যে ক্ষীরগ্রাম, অশ্বতীর্থ (অগ্রদ্বীপ), মঙ্গলকোট ও অট্টহাস বর্ধমান জিলার মধ্যে অবস্থিত।

এই সকল স্থান অতি প্রাচীন পীঠ, যে সকল প্রস্তর নির্মিত দেবীমূর্তি এখানে আছে সেগুলি তন্ত্রোক্ত দেবী। তন্ত্রোক্ত সাধনার ফলে যে সকল দেবীর আবির্ভাব দেখা যায় তাহাদের মধ্যে বরাকরের কল্যাণেশ্বরী, ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যা, কেতুগ্রামের বহুলা, অট্টহাসের ফুল্লরা, মঙ্গল-কোট-উজানীর মঙ্গলচণ্ডী, মণ্ডলগ্রামের জগৎ গৌরী প্রভৃতির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মিশ্রন সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত ও সাহিত্যিক বলাই দেব শর্মা বলেন :

রাঢ়ের অপূর্ব প্রতিভায় অনেক ধর্ম-ঠাকুর হইয়াছেন শিব, ব্রজযোগিনী ও প্রজ্ঞাপারমিতা হইয়াছেন সিদ্ধেশ্বরী, যোগাদ্যা, সর্বমঙ্গলা, ভবানী, বুদ্ধ-ধর্ম, শঙ্খ, জগন্নাথ, বলরাম হইয়াছেন।

কেতুগ্রাম= এই নামীয় থানার সদর। প্রাচীন ও মধ্যযুগে কেতুগ্রাম ছিল তন্ত্রসাধনার কেন্দ্রস্থল। কেতুগ্রামের বহুলার মন্দির ইহার স্মারক হিসাবে বিদ্যমান। কেতুগ্রাম একটি সমৃদ্ধিশালী পল্লী।

কেতুগ্রাম= কেতুগ্রামের প্রাচীন নাম বহুলা, অন্য একটি পীঠস্থান। অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম বহুলা। মূর্তিটি কষ্টিপাথরের। ইহার বামে শক্তিধর কার্তিক ও দক্ষিণে গণেশ। প্রতিবৎসর মহানবমীতে এই দেবীর মহাপূজা হয়।

২০০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "ভারতের অধ্যাত্ম সাধনা" এবং ২০০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "পৃথিবীর অধ্যাত্ম সাধনা ও ভারতের" লেখক নিগূঢ়ানন্দ মহাশয়ের লিখিত পুস্তক দ্বয় হইতে তথ্যগুলি উল্লেখ করা হইল।

ভারতের যে কোন দেব-দেবী ও পীঠস্থান এবং সিদ্ধপীঠের মন্দির সংলগ্নস্থলে পুষকরিণী দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন–কালীঘাট (কলিকাতা), দক্ষিণেশ্বর (কলিকাতা), তারকেশ্বর (হুগলী), তারাপীঠ (বীরভূম) ইত্যাদি।

সিন্ধু সভ্যতার ধর্মসাধনা আজ ও বিরাট এক রহস্যের আবরণে জড়িয়ে রয়েছে। এখানে বহু শীলমোহর পাওয়া গেছে যাতে অসংখ্য পশুচিত্র পাওয়া যায় যেমন বৃষ, কিছু হাতি, বাঘ, গণ্ডার ইত্যাদি। এই সব পশুর কিছু কিছু ভাস্কর্য নিদর্শনও মিলেছে। হয়তো এরা পশুসাধনা করত। এই পশু হয়তো ছিল তাদের অভিজ্ঞান–যে অভিজ্ঞান আজ বহু প্রাচীন নরগোষ্ঠীর মধ্যেই রয়েছে। প্রাচীনকালে লোকেরা মনে করতো যে, এক এক নরগোষ্ঠী এক একটি পশু থেকে এসেছে। সেই কারণেই তারা হয়তো যে পশু তাদের নরগোষ্ঠীর উৎস সেই পশুকে পূজা করত। এরা বৃক্ষ পূজাও করত।

BANGLADARSHAN.COM

অনেকে একে হাস্যকর বলে মনে করেন। তবে বিজ্ঞান একালে এই উদ্ভিদ জগতের মধ্যে বহু ধরনের ক্ষমতার সন্ধান পেয়েছে। জেনেছে উদ্ভিদের মধ্যে ২০টির ও বেশি ইন্দ্রিয় কাজ করে। মহাবিশ্বের বহু খবর তারা মানুষ জানবার অনেক আগেই জেনে যায়। এখবর হয়তো প্রাচীন কালের মানুষ পেয়েছিল, সেইজন্যই তারা তাদের পূজা করত। ইদানীং খবর পাওয়া গেছে এদের সঙ্গে মানসিক ভাবেরও আদান প্রদান চলে এদের যত্ন করলে। ভালোবাসলে এরা প্রচুর পরিমাণে ফল দান করে। সেজন্যও এদের পূজা করা হয়ে থাকতে পারে। ভারতীয় সমাজে সেদিন পর্যন্ত বৃক্ষপূজার ধারা প্রচলিত ছিল। আজও আছে। সাধারণ ধারণা সিন্ধুসভ্যতার লোকেরা মাতৃদেবের সাধনা করত। কিন্তু মাটি খুঁড়ে পুরুষ ও মহিলা উভয়েরই মূর্তি পাওয়া গেছে। যোগাসনে উপবিষ্ট পশুপতির মূর্তি ও মিলেছে। তাঁর তিন মুখ। তবে কোনো মন্দিরের অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু ছোটবড় নানা ধরনের জলাশয় আবিষ্কৃত হয়েছে। একটি বড় জলাশয় ও পাওয়া গেছে। বোধহয় জনসাধারণের ব্যবহারের জন্যই এটা তৈরি হয়েছিল। এখানে হয়তো কোন ধর্মকর্ম ও হত।

আজও ভারতের মঠ মন্দিরের সামনে এই ধরণের জলাশয় আছে। বোধ হয় কারণ–সমুদ্রের প্রতীক হিসেবেই এগুলিকে করা হয়েছিল।

প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার ধর্ম সম্পর্কে সীলমোহর খোদিত মূর্তি দেখেই অনুমান করে নিতে হয়। বহু মূর্তি পাওয়া গেছে যা যোগাসনে উপবিষ্ট। এরা যোগসাধনার গোপন কথা জানত বোধহয়। যজ্ঞও করত। যজ্ঞ কুণ্ডের হদিশ পাওয়া গেছে লোথালে।

তবে ভারতের অধ্যাত্মতা সম্পর্কে ভালো করে জানতে হলে আর্যযুগের আগে তেমন জানা যায় না। এমন ও অধিকাংশ ঐতিহাসিকেরই ধারণা এরা ভারতবর্ষ বহিরাগত। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিল। সেই সময় থেকেই ভারতের অধ্যাত্মসাধনার ইতিহাস তিনভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে–বৈদিক, ব্রাহ্মণ্য ও হিন্দু-ধর্ম বা অধ্যাত্ম সাধনা।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতীয়দের ধারণা ছিল যে, ভারতবর্ষের যথার্থ অধ্যাত্ম সাধনার শুরু করেছিলেন আর্যরা। কিন্তু ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিন্ধুসভ্যতা আবিষ্কার করার পর এ ধারণা পাল্টে গেছে। আর্যদের বহু পূর্বেই ভারতবর্ষে, অতি উন্নত ধরনের নাগরিক সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এই সভ্যতার বাস্তব দিক যেমন উন্নত ছিল, তেমনই ছিল এর অধ্যাত্ম সাধনাও।

এই জন্যে অথর্ববেদের সাধনা বর্তমান ভারতের তান্ত্রিক শক্তি সাধনার মতো–যেখানে বলা হয়েছে সংগ্রাম দ্বারা শক্তি অর্জন করতে হবে–"আয় মা সাধন সমরে, দেখি মা হারে কি পুত্রহারে"–রসিকচন্দ্র রায়।

এই যে মহাশক্তির রূপ, যিনি জগতের প্রতীক, তাঁর সাধনাও এক উল্টো সাধনা। এ সাধনা ততটা ভক্তির সাধনা নয় যতটা সংগ্রামের সাধনা। সেইজন্য একজন বাঙালী কবি রসিকচন্দ্র রায় শক্তিসাধনা সম্পর্কে এই ধরনের গান রচনা করেছেন।

BANGLADARSHAN.COM

"আয় রে সাধন সমরে–
দেখি মা হারে কি পুত্র হারে।"

সংগ্রামে মাকে জয় করতে পারলেই শক্তিসাধনা যথার্থ হয়। এইজন্য এই সাধনাকে বামাচার সাধনা বলে। এই বামাচার সাধনার কথাই সাধক কবি রামপ্রসাদ তাঁর গানে ব্যক্ত করেছেন এই বলে– "এবার কালী তোমায় খাব।"

কালীসাধনা হল কালীকে খেয়ে ফেলা বা আত্মস্থ করা। এই সাধনার গূঢ় তত্ত্ব জানতে হলে অর্থাৎ বামাচার সাধনার গূঢ় তত্ত্ব জানতে হলে সৃষ্টিরহস্যের গোপন কথা আগে জানতে হবে। সৃষ্টি বা জগৎ যেভাবে উদ্ভুত হয়েছে তার গোপন খবর জানতে হলে সৃষ্টির আবির্ভাবের একটি চিত্রকল্প চোখের উপর রাখতে হবে।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত গৌড়ের ইতিহাসের লেখক রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের এবং সম্পাদনা ডঃ মলয়শঙ্কর ভট্টাচার্যের পুস্তক হইতে তথ্য উল্লেখ করা হইল।

উপবঙ্গ সমুদ্রগর্ভ হইতে উত্থিত হইলে, চণ্ডাল, কৈবর্ত্ত, চামার প্রভৃতি ইহাতে বাস করিতে আরম্ভ করে। পরে আর্য জাতির বসতি হয়। আর্য্যেরা এখানে বাস করিয়া অনার্য্যাদিগের দেবদেবীকে গ্রাম্যদেবতা শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। গ্রাম্য-দেবতার নাম সংস্কৃতে পরিবর্ত্তীত করা হইয়াছে, তবে এখনও দুই একস্থানে

প্রাচীন অনার্য্যনাম শুনা যায়। ভূত-প্রেতগুলি শিবের সঙ্গে ও স্ত্রী-দেবীগণ ভগবতীর মূর্ত্তিবিশেষে মিশিয়া গিয়াছে। উত্তর ভারতে বহু পূর্ব্বে গ্রাম্যদেবদেবীগুলি কুমারদেবের অনুচর ও অনুচরীরূপে গৃহীত হইয়াছিল।

পশ্চিমে মহানন্দা, পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র, উত্তরে কামরূপ রাজ্য, দক্ষিণে গঙ্গানদী–বরেন্দ্র এই চতুঃসীমার অন্তর্গত। গৌড়, দেবীকোট, মহাস্থান ও পুণ্ড্রবর্দ্ধন বরেন্দ্র-বিভাগের প্রধান নগর ছিল, রুকনপুর বরেন্দ্রের অন্য একটি নগর। প্রবাদ মুখে শুনা যায়, এখন যেখানে ভাতিয়ার বিল, তথায় একটি নগর ছিল। জলপ্লাবনে তাহা নষ্ট হইয়া যায়।

পূর্ব্বে মেঘনা, পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্র, দক্ষিণে গঙ্গা, উত্তরে খসপাহাড়–বঙ্গবিভাগ এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন ছিল। যে সকল নদীদ্বারা মেঘনা গঠিত হইয়াছে, পাহাড় ও শিলাচরের পূর্ব্বাংশ তৎসমুদয়ের দ্বারা গঠিত। সুবর্ণগ্রাম, বঙ্গের প্রাচীন নগর ছিল।

পূর্ব্বে জলঙ্গী, পশ্চিমে রাজমহলপর্ব্বত, উত্তরে গঙ্গা, দক্ষিণে দামোদর নদ–এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন স্থান রাঢ়ের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল। কর্ণসুবর্ণের নাম তখন বিলুপ্ত হইয়াছিল। পূর্ব্বকালে কখন কখন চিতাভূমি (নামান্তর ঝাড়খণ্ড) বর্ত্তমান সাঁওতাল পরগনা–উত্তর রাঢ়ের অন্তর্গত হইত। অজয় নদ দ্বারা রাঢ়দেশ, উত্তর ও দক্ষিণ ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমান ময়ূরভঞ্জ হইতে চুটিয়া নাগপুরের জঙ্গলমহল পর্যন্ত স্থানকে ঝাড়খণ্ড বলিত, এখন ময়ূরভঞ্জের রাজাকে "ঝাড়খণ্ডকা রাজা" বলা হয়। এই প্রদেশে, উৎকল ও রাঢ়ের মধ্যবর্তী হওয়ায়, ইহাকে মধ্যদেশও বলিত। এখান হইতে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরা পুণ্ড্ররাজ্যে আগমন করেন। স্থানীয় কিম্বদন্তী হইতে জানা যায়, রাঢ়ে অর্য্যোপনিবেশ স্থাপন কালে কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্যজাতিগণ বড় বাধা দিয়াছিল। বৈজুনামক অনার্য্য দলপতি ব্রাহ্মণদের দেবমূর্ত্তিকে প্রহার করিত। সম্ভবতঃ অনার্য্যদের দেবতাকে বৈজুনাথ নাম দিয়া আর্য্যগণ পূজা করিতে সম্মত হইলে, বিবাদ নিষ্পত্তি হয়। বৈদ্যনাথের নিকটবর্তী স্থানে বৌদ্ধস্তূপের চিহ্ন দেখিয়া বোধ হয়, বৌদ্ধেরাও এখানে বিহার ও স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

BANGLADARSHAN.COM

উত্তর রাঢ়ে, কোন সময়ে, তান্ত্রিকমত বিশেষরূপে প্রচলিত হইয়াছিল। তন্ত্রোক্ত একান্ন পীঠের মধ্যে ৭টি রাঢ়ের অন্তর্গত, সেই সাতটি এই–অট্টহাসে দেবী ফুল্লরা, কিরীটে দেবী বিমলা, নলহাটিতে দেবী কালিকা, কেতুগ্রামে দেবী বহুলা, ক্ষীরোদগ্রামে দেবী যুগাদ্যা, বক্রেশ্বরে মহিষমর্দ্দিনী ও নন্দিপুরে দেবী নন্দিনী। শৈবমত, শাক্তমত, সৌরমত, বৌদ্ধমত ও পরিশেষে বৈষ্ণবমত সময় বিশেষে রাঢ়ে আধিপত্য করিয়াছিল।

২০০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "পুরাতত্ত্ব কৃষ্টি ও সামাজিক বিবর্তনে রাঢ়ের গোপভূমে"র লেখক শিবশঙ্খর ঘোষ মহাশয়ের লিখিত পুস্তক হইতে তথ্যগুলি উল্লেখ করা হইল।

শাক্তসাধনা :- প্রাচীনকালে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের যখন চল ছিল তখন থেকেই বলা যায় সমাজে দেবীপূজারই প্রাধান্য ছিল। সেই সময় থেকেই শক্তির প্রতিভূ হিসাবে মাতৃদেবীর পূজার প্রচলন শুরু হয়েছিল। মাতৃকাদেবীই পরবর্তীকালে শক্তির আধার হিসাবে প্রতিভাত হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু, সভ্যতার

স্রষ্টারাও মাতৃপূজক ছিলেন। ঐতিহাসিক মার্শাল সাহেবের মতে, "নীল নদ থেকে সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ মাতৃকা পূজার ক্ষেত্র ছিল।" তাই শক্তির প্রতীক হিসাবে মাতৃপূজাই যে প্রাচীন তাতে সন্দেহ নাই।

এই শাক্ত ধর্ম যে খুবই প্রাচীন সেকথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। তবুও বিভিন্ন শিলালেখ ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন অনুযায়ী জানা যায় যে, "গুপ্ত পর্বেই প্রথম কুমার গুপ্তের গঙ্গধার শিলালেখ থেকে মাতৃকামূর্তি প্রতিষ্ঠার সংবাদ পাই।"

বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে যে সকল মাতৃমূর্তি পাওয়া গেছে তার মধ্যে চতুর্ভুজা ও দণ্ডায়মান দেবী মূর্তির সংখ্যাই বেশি।

দিনাজপুর জেলায় মঙ্গলবাড়ি গ্রামে প্রাপ্ত দেবী প্রতিমা, রাজশাহী চিত্রশালায় দ্বিহস্ত একটি প্রতিমা, রাজশাহীর মান্দৈল গ্রামে প্রাপ্ত একটি প্রতিমা, বাঁকুড়া জেলার দেওলি গ্রামে একটি প্রতিমা প্রভৃতি পাল পর্বের এই ধরনের প্রতিমার বিশিষ্ট নিদর্শন।

তাই বলা যায় বাংলা দেশে শাক্ত ধর্ম গুপ্ত যুগে ও তৎপরবর্তী পাল পর্বেই সম্যক বিস্তৃতি লাভ করেছিল, আর তা আর্যাবর্ত থেকেই বাংলা দেশে প্রবিষ্ট হয়েছিল। উল্লিখিত প্রাচীন দেবীমূর্তিগুলি ছাড়াও রাঢ় বঙ্গে বেশ কিছু প্রাচীন দেবীমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। মূর্তিগুলি সবই শিলাময়ী এবং বিভিন্ন আঙ্গিকে তৈরি বিভিন্ন স্থানে পাওয়া, যেমন–বীরভূমের দেউলীর অষ্টভূজা পার্বতী মূর্তি, বক্রেশ্বরের অষ্টাদশভূজা মহিষমর্দিনী মূর্তি, বর্ধমানের কেতুগ্রামে চতুর্ভুজা দুর্গামূর্তি, বর্ধমানে অষ্টাদশভূজা দেবীসর্বমঙ্গলা ইত্যাদি। কাজেই ঐ সকল স্থানে পাওয়া প্রাচীন মাতৃকা মূর্তিগুলির দ্বারা এটাই প্রমানিত হয় যে রাঢ় বঙ্গে শাক্ত পূজার প্রচলন অতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত ছিল।

BANGLADARSHAN.COM

এছাড়াও সমগ্র বঙ্গে বিভিন্ন নামে যেমন–দুর্গা, চণ্ডী, কাত্যায়নী, কৌ-ষিকী, গৌরী, মহেশ্বরী, পার্বতী উমা, হৈমবতী, শাকম্ভরী, জগদ্ধাত্রী, বাসন্তী, শতাক্ষী, ভীমা ইত্যাদি নামে মাতৃকাদেবীরা এতই জনপ্রিয় যে, সেখানে পুরুষ দেবতা সেই তুলনায় প্রায় নিষ্প্রভ।

॥ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত॥

॥প্রথম ভাগ সমাপ্ত॥